পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 48 Saturday, 17 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা ❋ ৩ মাঘ ১৪৩২, শনিবার, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

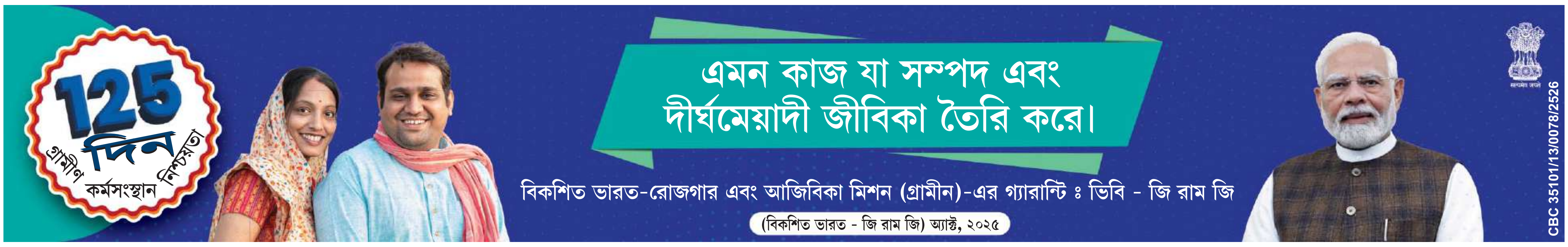

‘সব পাপের হিসাব হবে, তালিকা আমার কাছে আছে!’

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ জানুয়ারিঃ মেদিনীপুরে বিজেপি লিড পাওয়া মানে সিপিএমকে অক্সিজেন দেওয়া, স্পষ্ট ভাষায় এমনই বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদা বামেদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি মেদিনীপুরের সঙ্কল্প সভা থেকে বিজেপি ও সিপিএমকে এক বন্ধনীতে রেখে আক্রমণের সুর চড়ান তিনি। দলের কর্মীদের টার্গেটও জানিয়ে দিলেন, মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে মোট ১৯টি আসনে ১৯-০ করে দিতে হবে। অভিষেকের অভিযোগ, মেদিনীপুরে একসময় সন্ত্রাসের রাজনীতি করেছে সিপিএম। সেই সিপিএমের সন্ত্রাসখ্যাত নেতা সুশান্ত ঘোষের ডানহাত-বামহাত- সুকুর আলি, তপন ঘোষরা, যাঁরা ছোট আঙারিয়া গণহত্যা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন, তাঁরাই এখন বিজেপির নেতা। অভিষেকের কটাক্ষ, নতুন বোতলে পুরনো মদ! মেদিনীপুরের কোনও বুথে যেন বিজেপি লিড না পায়, বিজেপিকে লিড দেওয়া মানে সিপিএমকে অক্সিজেন জোগানো! মায়েরা শপথ নিন, বিজেপিকে খাঁচাবন্দি করার। দুদিন আগে বাঁকুড়ায় একটি গাড়ি থেকে ফিলাপ করা এসআইআর এর কয়েক হাজার ফর্ম-৭ পাওয়া গিয়েছিল। বিজেপি যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দিতে অবৈধভাবে ফর্ম-৭ কমিশনে জমা দিতে নিয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, ‘‘বিজেপির লক্ষ্য বাংলার যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া।’’ শেষ মুহূর্তে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে জানিয়ে দলের কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ‘‘আগামী ১৬ থেকে ১৯ জানুয়ারি যদি কোনও বিজেপি নেতা ইআরও

অফিসে ১০টার বেশি ফর্ম-৭ (নাম বাদ দেওয়ার ফর্ম) জমা দিতে আসে, তবে ভদ্রভাবে শান্তিপূর্ণ মেজাজে রবীন্দ্রঙ্গীতের সঙ্গে একটু ডিজে বাজিয়ে দেবেন। প্রয়োজন হলে এলাকার বিজেপির ছোট-বড় নেতার বাড়িও ঘেরাও করবেন!’’ যদিও পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এসব ধমক-চমক দিয়ে লাভ নেই। বাংলায় এসআইআর এর কাজ সম্পূর্ণ না করে ভোট হবে না।’’ কেন বিজেপি বা সিপিএমকে একটিও ভোট নয়, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘এদের থাকতে দিলে আলসার, রেখে দিলে ক্যান্সার!’’ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রচুর যোগ্য ভোটারের নাম মৃত দেখিয়ে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, ‘‘জ্ঞানেশ কুমারের জন্য বাংলায় নতুন প্রকল্প চালু করতে হবে! ছানিশ্রী! বিজেপি নেতাদের ছানিও কাটতে হবে।’’ অভিষেকের বক্তৃতার মধ্যেই নীচু থেকে মানুষ দাবি জানান, বিজেপি নেতাদের যেন তৃণমূলে না নেওয়া হয়। অভিষেক বলেন, ‘‘আপনাদের দাবি মেনেই আমরা ওদের দলে ঢুকতে দিইনি। দরজা বন্ধ রেখেছি।’’ এ প্রসঙ্গে অভিষেক দাবি করেন, ‘‘অজিত মাইতির (তৃণমূলের জেলা নেতা) সঙ্গে হিরণ (খড়গপুরের বিজেপি বিধায়ক) এসেছিল, দলে যোগ দিতে, আমরা নিইনি।’’ বাংলায় বিজেপি এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে অত্যাচার নামিয়ে এনেছে অভিযোগ করে অভিষেক বলেন, ‘‘সব পাপের হিসাব হবে, তালিকা আমার কাছে আছে!’’ সভা থেকে রাজ্য সরকারের প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন অভিষেক। জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আরও ২০ লক্ষ মানুষকে বাড়ি দেবে রাজ্য সরকার। তাঁর কথায়, ‘‘যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, মানুষের অধিকার বঞ্চিত করতে পারবে না কেউ।’’ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়েও বিজেপিকে আক্রমণ করেন অভিষেক। দাবি করেন, বিজেপি বা সিপিএম ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান করেনি, উল্টে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আটকাতে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। এজন্যই এদের আমরা বাংলাবিরোধী বলি!

‘কারো প্ররোচনায় পা দেবেন না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারিঃ শিলিগুড়িতে প্রস্তাবিত মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানকে মঞ্চ করে একযোগে রাজনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে শুক্রবার সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে ধর্মের প্রকৃত অর্থ ও মানবিকতার গুরুত্ব নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার ‘অপরাধে’ দেশের একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিশানা করা হচ্ছে। তাঁর প্রশ্ন, ‘‘বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো কেন এমন করছে? আমরা তো কাউকে আলাদা করি না। মানবিকতা সবার জন্য, একতাই আমাদের শক্তি।’’ অসম, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লির নাম উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই রাজ্যগুলিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করা হচ্ছে, এমনকি খুনের ঘটনাও সামনে আসে কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ধর্ম ও মানবিকতার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, ‘‘পিটনা কোই ধর্ম নহি হোতা। জিন্দেগি দেনা ধর্ম হোতা হ্যায়। তাঁর মতে, জীবনের প্রকৃত ধর্ম হল মানুষের পাশে দাঁড়ানো, যতদিন বেঁচে থাকা যায় ততদিন ভালো কাজ করে যাওয়া।’’ বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘‘হাতের পাঁচটা আঙুল এক নয়, কিন্তু সব আঙুল একসঙ্গে হলেই মুঠো হয়। একটা ধর্ম বা একটা রং থাকলেই সমাজ চলে না।’’ বাংলার বহুত্ববাদই রাজ্যের আসল শক্তি - এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনই এসআইআর প্রসঙ্গে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মমতা। তাঁর অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলায় অশান্তির পরিবেশ

তৈরি করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে আসার আগেই বেলডাঙার এক পরিযায়ী শ্রমিককে ভিনরাজ্যে পিটিয়ে খুন করার ঘটনার উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি জানান, বিহারেও সম্প্রতি একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া অভিযোগ, ‘‘ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিদিন আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করছে। একদিকে নাম কাটছে, অন্যদিকে মারধর করে খুন করছে - এর থেকে ন্যক্কারজনক আর কী হতে পারে?’’ শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে বেলডাঙায় বিক্ষোভ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘সংখ্যালঘুদের ক্ষোভটা স্বাভাবিক। আমিও এর জন্য ক্ষুব্ধ। পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, প্রত্যেকটা কেস আমরা দেখছি। এফআইআর-ও হয়েছে প্রত্যেকটা। আমরা গ্রেফতারও করব। যা করছে তা অন্যায়। আর এটা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে হচ্ছে। তাহলে বিজেপি বাংলায় কীভাবে বলে, আমাদের ভোট দিন? বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই অত্যাচার করা হচ্ছে, তাহলে বিজেপি আশা করছে, বাংলার মানুষ তাদের পাশে থাকবে।’’ এরপরই তিনি বলেন, ‘‘বেলডাঙায় আপনারা জানেন কাদের কাদের প্ররোচনা রয়েছে। আমি আর নতুন করে বলতে চাই না। শুক্রবার জুম্মাবার। পবিত্র দিন। আমি তো এটাকে সাপোর্ট করছি না। কিন্তু, মবের মধ্যে ঢুকতে বারণ করো। কারণ, এটা তো আমার হাতে নেই। আমি তো করাইনি ঘটনাটা। জুম্মাবারে এমনিতেও ওরা জমায়েত হয়। প্রোগ্রাম করে। আমি কি তাদের আটকাতে পারি? ক্ষোভটা স্বাভাবিক। যেহেতু হাজার হাজার লোককে নোটিস পাঠাচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। বিজেপি এই দাঙ্গাগুলো লাগাচ্ছে। এবং এর পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি রয়েছে। আমি সংখ্যালঘু ভাইবোনেদের অনুরোধ করব, আপনারা শান্ত থাকুন। আমাদের উপর ভরসা রাখুন। আমরা তো আপনাদের সঙ্গে আছি।’’ কারও প্ররোচনায় পা না দেওয়ার অনুরোধ করেন তিনি। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় প্রায় ৫৪ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠতে চলেছে মহাকাল মন্দির। মন্দিরের পাশাপাশি একটি আধুনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও তৈরি হবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দির ও নিউটাউনের দুর্গা অঙ্গনের পর, উত্তরবঙ্গেও বড়সড় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পথে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির সেই পরিকল্পনারই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সব মিলিয়ে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মানবিকতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে একযোগে রাজনৈতিক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী - যা উত্তরবঙ্গ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে।

৪ আধিকারিক ও এক কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর এর নির্দেশ প্রত্যাহার চেয়ে কমিশনে আর্জি নবান্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ ভোটার তালিকায় অবৈধ ভাবে নাম তোলা-সহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগে রাজ্যের চার আধিকারিক এবং এক কর্মীর বিরুদ্ধে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা ডিইও-কে এফআইআর করার জন্য

বছরের শুরুতে নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট চার আধিকারিক ও কর্মীর পাশে দাঁড়াল নবান্ন। ওই পাঁচ আধিকারিককে যাতে ‘লঘু পাপে গুরু দণ্ড’ না দেওয়া হয় সেজন্য নবান্নের তরফে কমিশনের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে। নবান্ন সূত্রের দাবি, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে কমিশনের কাছে পাঠানো চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তার সারাংশ হল-‘এ ব্যাপারে আমরা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের থেকে মতামত নিয়েছি। তিনি বলেছেন, ওই আধিকারিকরা যে ভুল করেছিলেন, তার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার রাজ্য নিয়েছে, তারপরও তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা মানে ছোট অপরাধে বড় শাস্তি হয়ে যাবে। তাই আমরা আবার আর্জি জানাচ্ছি, ওই এফআইআরের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হোক।’ প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগে গত বছর ৫ আগস্ট ওই চার অফিসারকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও দায়ের করতে হবে। পরদিনই ঝাড়গ্রামের সভায় দাঁড়িয়ে কমিশনের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘‘ভোট তো এখনও আট মাস বাকি। এখন থেকেই অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছ? ক্ষমতা দেখাচ্ছ? কার ক্ষমতা দিয়ে এই কাজ করছ? অমিত শাহর দালালি করছ?’’ শুধু তা নয়, মুখ্যমন্ত্রী এও বলেছিলেন, ‘‘ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনাদের প্রটেক্ট করার দায়িত্ব আমাদের। ওরা কিছু করতে পারবে না।’’ এর পরই শুরু হয়ে যায় টানাপড়েন। নবান্ন কমিশনের সুপারিশ না মানায় রাজ্যের সচিবালয়কে ফের চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন। নবান্ন তখনও কমিশনের সুপারিশ মানতে চায়নি। কাউকে সাসপেন্ড না করে স্রেফ এক সহকারী ইআরও এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে এর আগে নবান্ন কমিশনকে রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেছিল, আপাতত তারা চারজন অফিসারকে সাসপেন্ড করছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। এফআইআর যদি করতেই হয় তার জন্য আরেকটু সময় দেওয়া হোক। কিন্তু কয়েকমাস কেটে গেলেও নবান্ন এএফআইআর করেনি। তাই আর অপেক্ষা না করে সম্প্রতি সরাসরি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা ডিইও-কে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এরপরই এফআইআর এর নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছে নবান্ন। এখন দেখার এ ব্যাপারে কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয়।

মহারাষ্ট্র পুরসভা ভোটে শেষ হাসি ফড়নবিশদেরই

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৬ জানুয়ারিঃ মহারাষ্ট্রের শহুরে রাজনীতির মানচিত্রে বড়সড় বদল। শুক্রবার ভোটগণনা শেষে স্পষ্ট হয়ে গেল, শহরের রায় মহাযুতির-র পক্ষে। বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এই জোট রাজ্যের প্রায় সব বড় পুরনিগমে নিরঙ্কুশ সাফল্য পেয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোটের পর শুক্রবার ফলপ্রকাশে সবচেয়ে বড় চমক- বৃহন্মুম্বই পুরনিগম। দেশের সবচেয়ে ধনী এই পুরসভায় অর্ধেকের গণ্ডি টপকে গেল এই জোট। এর ফলে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ঠাকরে পরিবারের একচেটিয়া দখলের অবসান ঘটল, যা মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক মোড় বলেই ধরা হচ্ছে। রাজ ও উদ্ধব মিলেও ঠেকাতে পারলেন না। এই জয়ের কেন্দ্রে বিজেপি নিজেই। কার্যত ‘বড় ভাই’-এর ভূমিকায় উঠে এসেছে গেরুয়া শিবির। নাগপুরে বিজেপির দাপটে একইভাবে ধরাশায়ী হল বিরোধীরা। ৮০টিরও বেশি ওয়ার্ডে এগিয়ে থেকে কংগ্রেসকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে তারা। একই ছবি পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় ও পুনেতেও। এখানে অজিত পাওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি মহাযুতি ছেড়ে শরদ পাওয়ারের এনসিপির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই করলেও বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সেই চ্যালেঞ্জ সামলে নেয়। সঙ্গে রুখে দেওয়া হয়েছে উদ্ধব ঠাকরে-এর শিব সেনা-কেও। মুম্বইয়ের বিজেপি সদর দফতরে ফল ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ ‘মহাবিজয়’ বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

রাজ্যপাল-সিইসি-কে ‘দায়িত্ব নেওয়ার’ বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ অতিরিক্ত কাজের চাপ! এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই এই একই দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিএলও-দের একাংশ। এই পর্বের প্রায় শেষ লগ্নে এসেও বিএলও-দের একাংশের সেই একই অভিযোগ। এবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গণইস্তফা দিতে শুরু করেছেন বিএলওদের একাংশ। শুধু তাই নয়, অন্তিম লগ্নে দাঁড়িয়ে এসআইআর ইস্যুতে কার্যত জ্বলছে বাংলার প্রশাসনিক ভবন। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় বিডিও অফিসে খোদ বিধায়কের নেতৃত্বে ভাঙচুরের অভিযোগ, আর তার পরদিনই উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া। বিডিও অফিসে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। পুড়ে ছাই নথি! এবার এই গোটা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবার রাজ্যপাল-নির্বাচন কমিশনারকে পথে নেমে দেখার আহ্বান জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, দিল্লি বা রাজভবনে বসে রিপোর্ট পড়ে বাংলার বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা সম্ভব নয়। রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও মুখ খোলেন তিনি। বলেন, ‘‘রাজ্যপাল শুধু রাজভবনে বসে থাকলে হবে না। একটু রাস্তায় বেরিয়ে দেখুন রাজভবন থেকে বেরিয়ে আসুন। রাজ্যের পরিস্থিতি একটু দেখুন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যান আমরা চাই।’’ শমীকের বক্তব্য, ‘‘সাংবিধানিক সঙ্কট যদি মনে করে কমিশন, তাহলে দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যপালকে। দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রপতিকে।’’ কেবল রাজ্যপালকে নয়, বিএলও-দের বিক্ষোভ, আন্দোলন ও তার পরিস্থিতি মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশনের কোর্টেই বল ঠেলেছেন তিনি। শমীকের বক্তব্য, ‘‘আমাদের একমাত্র লক্ষ হল ভোটার তালিকার শুদ্ধিকরণে কমিশনকে সহযোগিতা করা, বিএলএ-২ রা আক্রান্ত হলে সেটা আমরা রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করব, কিন্তু বিএলও-রা যদি আক্রান্ত হন, পদত্যাগ করেন, তাহলে ইলেকশন কমিশন কী করছে!’’ তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, যদি ইলেকশন কমিশন অপারগ হয়, যদি সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হয়, তাহলে তার দায় রাজ্যপালকে নিতে হবে, রাষ্ট্রপতিকে নিতে হবে।

পয়লা মাঘেও গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ঢল, পুণ্যযোগে পুণ্যস্নান ভক্তদের

গঙ্গাসাগর, ১৬ জানুয়ারি ঃ পয়লা মাঘেও গঙ্গাসাগরে ভক্তদের ঢল নামল। মকর সংক্রান্তির পরবর্তী দিন, গত বৃহস্পতিবার গঙ্গাসাগরতট ছিল জমজমাট। ঐদিনও বহু পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আস্থার ডুব দেন। মকর সংক্রান্তির পরের দিনেও গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের উন্মাদনা দেখা গেছে। ভোর থেকেই সাগরসঙ্গমে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান করেছেন। গত বৃহঃ বার দুপুর ১টা ১৯ মিনিট পর্যন্ত পুণ্যযোগ থাকায় সারাদিন ধরেই আরও পুণ্যার্থীর আগমন হয়। গত বুধবার গভীর রাতেও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী মেলায় এসে পৌঁছান। পুণ্যস্নান শেষে কপিলমুনি আশ্রমে পুজো দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন দেখা যায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। শুক্রবার সকালে এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বাঙালি জীবনের অন্তহীন মায়া, সুখ-দুঃখ আর সামাজিক বাস্তবতাকে তিনি যেভাবে পরম মমতায় তাঁর লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য নিদর্শন। ‘শ্রীকান্ত‘ পল্লীসমাজ‘ পথের দাবী’, ‘দেবদাসের মতো তাঁর অজস্র কালজয়ী সৃষ্টি আজও আমাদের হৃদয়ে অম্লান।আমরা চাই, আগামী প্রজন্ম এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটির জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে আরও নিবিড়ভাবে জানতে পারুক। তাই আমাদের সরকার এই মহান শিল্পীর স্মৃতিধন্য স্থানগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে এগিয়ে এসেছে। হাওড়ায় রূপনারায়ণের তীরে দেউলটি-সামতাবেড়ে-পানিত্রাসের তাঁর 'হেরিটেজ' বাড়িটিকে আমরা সাজিয়ে দিয়েছি। নিত্যদিন অসংখ্য মানুষ তা দেখতে যান। পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাস্তা, আলো, পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ সবকিছু করে দেওয়া হয়েছে।ওখানে একটি ‘ শরৎ স্মৃতি উদ্যান ও ইনফর্মেশন সেন্টার’-ও করা হচ্ছে। এছাড়া হুগলির দেবানন্দপুরে তাঁর জন্মভিটে সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে দেবানন্দপুরও পর্যটকদের প্রিয় জায়গা হয়ে উঠবে।

প্রথমবার মাস সেরা স্টার্ক, উলভার্ট দ্বিতীয়বার

দুবাই, ১৬ জানুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশেজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা পেসার মিচেল স্টার্ক পেলেন ব। এক স্বীকৃতি। প্রথমবারের মতো ডিসেম্বরের আইসিসি প্লেয়ার অব দা মান্থের পুরস্কার জিতলেন এই তারকা পেসার। মেয়েদের ডিসেম্বরের সেরা হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট।গত মাসের সেরা পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটারের নাম বৃহস্পতিবার প্রকাশ করে আইসিসি।পুরুষদের সেরার লড়াইয়ে স্টার্ক হারান নিউ জিল্যান্ডের পেসার জেকব ডাফি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার জাস্টিন গ্রেভসকে। আর মহিলাদের লড়াইয়ে স্বদেশী অলরাউন্ডার সুনে লিস ও ভারতের ব্যাটার শেফালি ভার্মাকে পেছনে ফেলেন উলভার্ট। উলভার্ট স্বীকৃতিটি পেলেন দ্বিতীয়বার। উইমেন’স ওয়ানডে বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে রানের স্রোত বইয়ে গত অক্টোবরের সেরা হয়েছিলেন তিনি। খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

থিরুভাল্লুভার দিবসে কালজয়ী তামিল দার্শনিককে স্মরণে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারিঃ থিরুভাল্লুভার দিবস উপলক্ষে মহাজ্ঞানী ঋষি থিরুভাল্লুভারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তামিল সাহিত্য ও দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মনীষীর অবদান যে আজও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষকে আলোকিত করে চলেছে, সে কথাই উঠে এল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে।সমাজমাধ্যম এক্স-এ একাধিক পোস্টের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী থিরুভাল্লুভারের আদর্শ, দর্শন এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি নিজের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, থিরুভাল্লুভার দিবসে তিনি সেই মহান ঋষিকে স্মরণ করছেন, যাঁর চিন্তাধারা ও সৃষ্টিকর্ম যুগের পর যুগ ধরে অগণিত মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। নৈতিকতা, মানবিকতা ও সহমর্মিতার যে বার্তা থিরুভাল্লুভার তাঁর রচনার মাধ্যমে সমাজকে উপহার দিয়েছেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রীপ্রধানমন্ত্রীর কথায়, থিরুভাল্লুভার এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন যেখানে সামঞ্জস্য, সহানুভূতি ও ন্যায়বোধ মানুষের জীবনচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নৈতিকতার গুরুত্ব তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তামিল সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব, গভীরতা ও মানবিক সৌন্দর্য থিরুভাল্লুভারের চিন্তা ও লেখনীর মধ্য দিয়েই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশেষভাবে তিরুক্কুরাল গ্রন্থটির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি সকলকে এই কালজয়ী গ্রন্থ পাঠ করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, তিরুক্কুরালের প্রতিটি শ্লোকে থিরুভাল্লুভারের অসাধারণ জ্ঞান, জীবনবোধ ও মানবিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। নীতি, প্রেম ও সমাজজীবনের নানা দিক নিয়ে লেখা এই গ্রন্থ কেবল তামিল সাহিত্যেই নয়, সমগ্র ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরায় এক অমূল্য সম্পদ।থিরুভাল্লুভার দিবস প্রতি বছর তামিল সমাজে গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। এই দিনে তাঁর অবদান স্মরণ করে নানা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই শ্রদ্ধার্ঘ্য বার্তা আবারও স্মরণ করিয়ে দিল যে ভাষা, অঞ্চল বা সময়ের সীমা অতিক্রম করে থিরুভাল্লুভারের চিন্তাধারা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও প্রেরণাদায়ক।একদিকে যখন আধুনিক সমাজ নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন থিরুভাল্লুভারের মতো মনীষীদের দেখানো নৈতিক পথ মানবসভ্যতার জন্য নতুন করে দিশা দেখাতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা সেই ভাবনাকেই আরও দৃঢ় করল, যেখানে অতীতের জ্ঞান ও আদর্শ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় ‘স্টার্টআপ’দিবস উপলক্ষে নরেন্দ্র মোদীর বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারিঃ জাতীয় স্টার্টআপ দিবস উপলক্ষে স্টার্টআপ জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলকে শুভেচ্ছা। শুক্রবার এভাবে এক্সবার্তায় শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি লিখেছেন, আজকের দিনটি বিশেষ কারণ আমরা স্টার্টআপ ইন্ডিয়া চালু হওয়ার এক দশক পূর্তি হচ্ছে। এই দিনটি আমাদের জনগণের, বিশেষ করে আমাদের যুবসমাজের সাহস, উদ্ভাবনের চেতনা এবং উদ্যোক্তা উদ্যোগ উদযাপন করার জন্য, যারা বিশ্বব্যাপী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে ভারতের উত্থানকে শক্তিশালী করেছে।

ভারতের জ্বালানি রূপান্তরের অগ্রযাত্রা বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবে ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ ভারতের জ্বালানি ক্ষেত্রে অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্য রূপরেখা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে চলেছে ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬। চলতি মাসের ২৭ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত গোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি ইন্ডিয়া এনার্জি উইকের চতুর্থ সংস্করণ। আগের তিনটি সংস্করণে বিপুল সাফল্য ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর এবার আরও বৃহত্তর পরিসরে এবং আরও বিস্তৃত অংশগ্রহণ নিয়ে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রি ও ডিএমজি ইভেন্টসের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন ভারতের জ্বালানি কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে। জ্বালানি নিরাপত্তা, সাশ্রয়যোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব-এই তিনটি মূল স্তম্ভকে সামনে রেখে ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬ বিশ্বজুড়ে জ্বালানি ক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয় সংস্থা, নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞদের এক মঞ্চে নিয়ে আসবে।আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, এবছরের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন ৭৫ হাজারেরও বেশি জ্বালানি ক্ষেত্রের পেশাদার। পাশাপাশি ৭০০-র বেশি সংস্থা, ১২০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি এবং প্রায় ৬ হাজার ৫০০ জন প্রতিনিধি এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবেন। এত বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণ ইন্ডিয়া এনার্জি উইককে বিশ্বের অন্যতম বৃহ ও প্রভাবশালী জ্বালানি সম্মেলনের তালিকায় আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।বিশ্বজুড়ে জ্বালানির চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনও বহু দেশ জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল হলেও, একইসঙ্গে কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার চাপও ক্রমশ বাড়ছে। এই জটিল বাস্তবতার মধ্যেই ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬-এ বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বাস্তবভিত্তিক জ্বালানি রূপান্তরের পথকে। শুধুমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ নয়, কীভাবে ধাপে ধাপে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে এই মঞ্চে।একটি দ্রুত বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে ভারতের সামনে জ্বালানি নিরাপত্তা বজায় রাখা যেমন জরুরি, তেমনই সমান গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের পথ খুঁজে পাওয়া। ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬-এ সেই ভারতের গল্পই বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হবে। কীভাবে ভারত কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি, সবুজ হাইড্রোজেন, জৈব জ্বালানি ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে জ্বালানি ব্যবহারে ভারসাম্য রক্ষা করার ভারতের কৌশলও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সামনে উপস্থাপিত হবে।ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬ শুধুমাত্র একটি সম্মেলন নয়, বরং এটি ভারতের জ্বালানি ভবিষ্য নিয়ে বৈশ্বিক সংলাপের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠতে চলেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা, বিনিয়োগের নতুন সুযোগ তৈরি করা এবং টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থার পথে যৌথভাবে এগিয়ে যাওয়ার বার্তাই এই সম্মেলনের মূল সুর। গোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এই মঞ্চ থেকে ভারতের জ্বালানি ক্ষেত্রের অগ্রযাত্রা যে নতুন দিশা দেখাবে, তা নিয়ে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল।

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে বিশেষ কভার প্রকাশ ডাক বিভাগের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.)- গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল, ডাক বিভাগ বিশেষ কভার প্রকাশ করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম মানব-সমাবেশগুলির অন্যতম গঙ্গাসাগর মেলার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে সম্মান জানাতেই এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবছর অনুষ্ঠিত এই পুণ্যমেলা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক অনন্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।গঙ্গাসাগর মেলা-ঐতিহ্য, ভক্তি, আবেগ ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গম শীর্ষক এই বিশেষ কভারটি প্রকাশ করেন ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল জিতেন্দ্র গুপ্ত। কলকাতা জিপিও-তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতিতে কভারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার-সহ ডাক বিভাগের একাধিক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের জন্য নকশা করা এই বিশেষ কভারে গঙ্গাসাগরের ‘ মহাস্নান এর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। কভারে ঐতিহাসিক কপিল মুনি মন্দির, গঙ্গা নদী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।এই বিশেষ গঙ্গাসাগর মেলা-২০২৬ কভার কলকাতা জিপিওর ফিলাটেলিক ব্যুরোতে বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছে ডাক বিভাগ। ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল জিতেন্দ্র গুপ্ত জানান ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেলা গঙ্গাসাগর। সেই মেলাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ফিলাটেলিক কভার উন্মোচন করে গর্বিত ও আনন্দিত।

তাণ্ডবকারীদের উদ্দেশ্য ভোটে জেতা নয়, রাজ্যকে ‘ইসলামিক স্টেট’ বানানোর চেষ্টা ঃ সুকান্ত মজুমদার

দুর্গাপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ তাণ্ডবকারীদের উদ্দেশ্য ভোটে জেতা নয়। ওরা রাজ্যকে ইসলামিক স্টেটে পরিণত করতে চাইছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে রূপান্তরের চক্রান্ত চলছে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জয়দেব কেন্দুলি মেলা থেকে ফেরার পথে পানাগড়ে চা-পানের সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ফারাক্কা ও উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া বিডিও অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন।প্রসঙ্গত, এসআইআর প্রক্রিয়ায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুনানি চলাকালীন অশান্তির ছবি সামনে এসেছে। গত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের একাধিক শুনানি কেন্দ্রে সন্দেহজনক ভোটারদের তরফে ব্যাপক তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠেছে। বুধবার ফারাক্কার পর বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া বিডিও অফিসে ভাঙচুর চালায় একদল দুষ্কৃতী, যা রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।এই প্রসঙ্গে ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, ভাঙচুর হচ্ছে চোপড়ার মতো এলাকায়, যেখানে বিধায়ক হামিদুল এবং মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ। ফারাক্কায় মুসলিম জনসংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি। হামিদুল, রফিকুলদের উদ্দেশ্য একটাই- বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের নাম যে কোনও উপায়ে ভোটার তালিকায় রাখা।তিনি আরও অভিযোগ করেন, এরা ভোটে জেতার জন্য নয়, রাজ্যের জনসংখ্যাগত চরিত্র বদলে দেওয়ার জন্য এই তাণ্ডব চালাচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনকে নিশানা রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের পুরনির্বাচন ঘিরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। শুক্রবার মুম্বইয়ের ভোট গণনা শুরু হয়েছে। এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। তারপরেই রাহুল নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে 'নাগরিকদের বিভ্রান্ত করার' অভিযোগ এনেছেন। রাহুল গান্ধী সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, নির্বাচন কমিশন নাগরিকদের বিভ্রান্ত করায় আমাদের গণতন্ত্রের উপরে আস্থা ভেঙে পড়েছে। ভোট চুরি একটি দেশবিরোধী কাজ।প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের পুরনির্বাচনের সময়ে আঙুলে চিহ্ন দেওয়ার জন্য কালির বদলে কলম ব্যবহারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাহুল এই মন্তব্য করেছেন। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস) প্রধান রাজ ঠাকরে বৃহস্পতিবার দাবি করেছিলেন, মুম্বই পুরনির্বাচনে ভোটদানের পরে আঙুলে চিহ্ন দেওয়ার জন্য আধিকারিকেরা মার্কার পেন ব্যবহার করছেন বলেন।

নয়া বিচারপতি সুজয় পালকে অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ কলকাতা হাই কোর্টে নয়া প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারপতি সুজয় পালকে অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের জন্য বিচারপতি শ্রী সুজয় পালকে আন্তরিক অভিনন্দন। বিচারপতি পালকে আমি এই প্রধান বিচারপতির আসনে স্বাগত জানাই।দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দাযিত্ব সামলানো বিচারপতি সুজয় পাল স্থায়ীভাবে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। গত ৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের বৈঠকে তাঁর নাম এই গুরুত্বপূর্ণ পদে সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশ কার্যকর হওয়ার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিচারপতি সুজয় পাল।

হোয়াইট হাউসে মাচাদো নিজের নোবেল পুরস্কার তুলে দিলেন ট্রাম্পের হাতে

ওয়াশিংটন, ১৬ জানয়ারি ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদকটি ‘ উপহার হিসেবে তুলে দিলেন ভেনেজুয়েলার নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময়ানুযায়ী শুক্রবার সকালে) হোয়াইট হাউসে দুজনের মধ্যে বৈঠক হয়। ভেনেজুয়েলায় নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেফতারের পর এই সাক্ষা অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। তাঁর পাওয়া নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক কেন ট্রাম্পকে দিয়ে দিলেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মাচাদো। তাঁর ব্যাখ্যা, ভেনেজুয়েলায় ‘ স্বাধীনতা ফেরানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার জন্য তিনি ওই পুরস্কার ট্রাম্পকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।প্রসঙ্গত, কয়েক দিন আগেই ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দিকরে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছে আমেরিকার সেনা। কট্টর মাদুরো-বিরোধী হিসাবে পরিচিত মাচাদো ওই ঘটনাকেও দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক বৈঠক করেন মাচাদো। বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান তিনি। মাচাদোর সঙ্গে বৈঠকের পর সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন ট্রাম্প। মাচাদোর প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন, উনি দারুণ এক জন মহিলা। আমার কাজের জন্য মারিয়া ওঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটা দারুণ নজির এটা। ধন্যবাদ মারিয়া।

‘সমৃদ্ধি যাত্রা’-র সূচনা নীতীশ কুমারের

পশ্চিম চম্পারণ, ১৬ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম চম্পারণের বেত্তিয়া থেকে ‘সমৃদ্ধি যাত্রা’-র সূচনা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। শুক্রবার এই পদযাত্রার শুরুতে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে জোর দেওয়ার বার্তা দেন তিনি। সম্প্রতি বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র জয়ের পরে এই যাত্রা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত দফতরের প্রধান, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। জেডি(ইউ)-এর মুখপাত্র নীরজ কুমার বলেন, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পর জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করাই এনডিএ তথা নীতীশ-সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ। এই যাত্রার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন।

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে ‘গণতন্ত্রবিরোধী প্রহসন’ বলে চিহ্নিত করলেন তসলিমা

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশের ঘোষিত নির্বাচনকে ‘গণতন্ত্রবিরোধী প্রহসন’ বলে চিহ্নিত করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। শুক্রবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, বড় একটি রাজনৈতিক দলকে বাতিল করে বাংলাদেশে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, সেটি নিতান্তই একটি গণতন্ত্রবিরোধী প্রহসন। তার ওপর গণভোট চাপিয়ে দেওয়া আরও বড় গণপ্রতারণা। সব মিলিয়ে গণতন্ত্রের নামে যা শুরু হয়েছে, তা বড় একখানা গণতামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিক্রিয়ায় প্রায় সকলেই সমর্থন করেছেন তসলিকে। আশিক মহম্মদ রহমান লিখেছেন, শরিয়া আইন কয়েম করতে চাচ্ছে ওরা। চৌধুরী রিপন আমীন লিখেছেন, বাংলাদেশিদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক সেকুলার মানবিক মানুষ বানাতে হলে দেশে একবার ইশলামিক সরকার আসা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ অঞ্চলে বদলালো এসআইআর-এর চলতি পর্যায়ের সূচি

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারিঃভোটদাতা-তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধনে (এসআইআর) পশ্চিমবঙ্গে তুলকালাম চলছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার চলতি পর্যায়ের সূচি বদল করে হল ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, সূচির বদল হল আরও চার অঞ্চলে।তিন ধাপে দেশে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল- প্রাক এনুমারেশন, এনুমারেশন এবং এনুমারেশন-পরবর্তী পর্যায়। বৃহস্পতিবার বেশি রাতে কমিশনের তরফে এই পর্বের সূচীবদলের কথা ঘোষণা করা হয়।যুক্তি হিসাবে কমিশন নির্দেশিকায় লিখেছে, আপনাদের অনুরোধ এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ছা।। গোয়া, লাক্ষাদ্বীপ, পুদুচেরি রাজস্থান- এই চার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককেও পাঠানো হয়েছে কমিশনের চিঠি।কমিশনের অবরসচিব সন্দীপ কুমার লিখেছেন, এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকার (২৩২০২৫ইআরএস) গেজেট বিজ্ঞপ্তি করে দ্রুততার সঙ্গে যেন তিনটি প্রতিলিপি পাঠানো হয় কমিশনের দফতরে। আবেদন কারীদের দাবির শুনানি এবং বিষয়সমূহের মেয়াদবৃদ্ধির এই ঘোষণা যেন সিইও-রা ব্যাপক প্রচার করেন। সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্তরা যেন সকলে এই সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলেন।গত বছর ২৭ অক্টোবর দ্বিতীয় পর্বের এসআইআর-এর ঘোষণা করে কমিশন।দুই নির্বাচন কমিশনার, এসএস সান্ধু বিবেক যোশীকে পাশে বসিয়ে দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার ‘বিশেষ নিবিড় সংশোধন’ (এসআইআর) চালুর ঘোষণা করে এই বার্তা দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর ঘোষণা, ‘ বিহারে সফল ভাবে এসআইআর হয়েছে। কেউ একটি ভুল ধরাতে পারেননি। এ বার ধাপে ধাপে সারা দেশেই তা হবে।’’দ্বিতীয় পর্বের এসআইআর (প্রথম পর্বে হয় বিহারে) তালিকায় আছে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লক্ষদ্বীপ, পুদুচেরি, আন্দামান ও নিকোবরে। কোনও যোগ্য যাতে বাদ না পড়েন, কোনও অযোগ্য যাতে ঠাঁই না পান, সেই লক্ষ্যেই এই ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরিতে আগামী বছরের এপ্রিল-মে মাসে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। কিন্তু ওই চার বিধানসভার সঙ্গেই ভোট হতে যাওয়া অসমে এ যাত্রায় এসআইআর হয়নি।এসআইআর-এর প্রথম পর্বে ছিল, বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও), নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (ইআর) এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ। আগের ভোটার তালিকার সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে দেখা এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে পুরো প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা।এনুমারেশন পর্বে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ, সংগ্রহ এবং মিলিয়ে দেখার কাজ হবে। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতিটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১২০০ ভোটারের সংখ্যানির্ধারণের বিষয়টি চূড়ান্ত হয় এই পর্বে। জ্ঞানেশবাবুর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল- ‘ সব বিএলও সব বাড়িতে তিন বার করে যাবেন।’’এনুমারেশন-পরবর্তী পর্যায়ে, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, যাঁদের নাম মেলেনি তাঁদের নোটিস পাঠানো, দাবি এবং আপত্তি সংক্রান্ত শুনানি (সব ঠিক থাকলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি) এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ।প্রসঙ্গত, ১৯৫১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দেশে এসআইআর হয়েছে আট বার। ২১ বছর আগে শেষ বার এসআইআর হয়েছে- ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত। বিহার থেকে শুরু হয়েছে নবম বারের পালা।

গ্রামীণ উন্নয়নে নতুন গতি আনবে ‘ভিবি-জিরামজি’ আইন ঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী টিংকু

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ঃ মানুষের জীবনশৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এমজিএনরেগা-এর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে গ্রামীণ মানুষের রোজগার বাড়বে এবং গ্রামোন্নয়নে নতুন গতি আসবে। শুক্রবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এমজিএনরেগা-এর নাম পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত নতুন আইন ‘ভিবি-জিরামজি’ সম্পর্কে সঠিক তথ্য গোপন রেখে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। মন্ত্রী জানান, দেশের স্বাধীনতার পর থেকেই গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ধারাবাহিক বিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রথমে চালু হয় রুরাল ম্যানপাওয়ার প্রোগ্রাম (আরএমপি)। পরে সময়ে সময়ে এর নাম ও কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে সিএসআরই, এনআরইপি, আরএলইজিপি, ইএএস, ফুড ফর ওয়ার্ক এবং সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনার রূপ নেয়। ২০০৫ সালে এই প্রকল্পই এমজিএনরেগা নামে পরিচিত হয়। প্রায় ২০ বছর পর ২০২৫ সালে এমজিএনরেগা আইনে পরিবর্তন এনে ‘ভিবি-জিরামজি’ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। তাঁর কথায়, মানুষের বর্তমান জীবনধারা ও গ্রামীণ উন্নয়নের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই পরিবর্তন। নতুন আইনে গ্রামীণ মানোন্নয়নের চারটি মূল বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে- জল সংরক্ষণ, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্থায়ী গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টি এবং জলবায়ু সহনশীল কাজ। তিনি আরও জানান, নতুন আইনে জব কার্ডধারীরা বছরে ১২৫ দিন কাজ পাবেন, যেখানে আগে ছিল ১০০ দিন। এর ফলে গ্রামীণ মানুষের রোজগার প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ‘ভিবি-জিরামজি’ আইন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোনও প্রচেষ্টাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন, বিশেষ করে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে অনুপ্রাণিত হবেন। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসী স্বভাব প্রতিটি পরিবেশকে উজ্জ্বল করে তুলবে। আপনি আপনার বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা আরও জোরদার করতে সক্ষম হবেন।

বৃষঃ নিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। যদি আপনি একটু বাড়তি টাকাপয়সা উপার্জনের উপায় খুঁজছেন- তাহলে নিরাপদ আর্থিক পরিকল্পনাগুলিতে বিনিয়োগ করুন। প্রেম-সাহচর্য্য এবং বন্ধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভালোবাসায় হঠকারী পদক্ষেপ এড়িয়ে চলুন।

মিথুনঃ এই রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো শক্তিশালী হবে। এই দিন আপনি আপনার কথা দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করতে সফল হবেন।

কর্কট ঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। যারা নিজের ঘনিষ্ঠজন বা আত্মীযদের সাথে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন তাদের আজ খুব সতর্ক থাকা দরকার, অন্যথায় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বন্ধু এবং একইভাবে অচেনা ব্যক্তিদের থেকে সাবধান হোন।

সিংহ কন্যাঃ এই রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হবে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি বোঝা আপনার জন্য কঠিন হতে পারে, যা আপনার মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে।

কন্যা ঃ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে।

তুলাঃ এই রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক ভাবে এটি একটি চমকার দিন হবে। আপনি আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কে সম্প্রীতি এবং সুখ অনুভব করবেন। আপনার চারপাশে যোগাযোগ এবং সহযোগিতার অনুভূতি বিরাজ করবে।

বৃশ্চিকঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুৎসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা।

ধনুঃ এই রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি শক্তি এবং উসাহের অভাব অনুভব করতে পারেন, যা আপনার স্বাভাবিক কার্যকলাপকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

মকরঃ নিজের মত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনার পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে দেয় এবং আপনার অগ্রগতিকে আটকে দেয়।

কুম্ভঃ আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে গভীরতর সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। আপনার সৃজনশীলতা এবং চিন্তাশীলতা সবচেয়ে চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাবে।

মীনঃ যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।

আবহাওয়া

আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যের আবহাওয়া শুস্কই থাকবে। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আগামী তিন দিন রাতের তাপমাত্রায় খুব বেশি পরিবর্তন হবে না। তবে এর পরের তিন দিন ধরে গোটা রাজ্যেই ২-৩ ডিগ্রি করে বাড়বে রাতের তাপমাত্রা।বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে। শুক্রবার আরও একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আসতে পারে। আগামী কয়েক দিন পার্বত্য দার্জিলিং বাদে উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই তাপমাত্রা ৮-১১ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকতে পারে ৭-১০ ডিগ্রির মধ্যে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ১২-১৩ ডিগ্রির মধ্যে থাকতে পারে রাতের তাপমাত্রা।দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার দাপট রয়েছে। বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি শুক্রবার পর্যন্ত মোটামুটি থাকবে। তবে শনিবার থেকে সোমবারের মধ্যে কুয়াশার সম্ভাবনা যেমন বাড়বে, তেমনই বাড়বে তার ঘনত্বও। বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায়। মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যেতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও সকালের দিকে কুয়াশা বাড়বে বলে জানান। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১৩.২ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৭ শতকরা এবং ৪৪ শতকরা হবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫৫মিনিট এবং ০৮রাত ৫৫টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৪মনিটে হতে পারে।

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের উন্নয়নে গতি আনতে

৩,২৫০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের রেল এবং সড়ক প্রকল্প

যাত্রার শুভারম্ভ

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন

মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে
হাওড়া - গুয়াহাটি (কামাখ্যা)

কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন থেকে
গুয়াহাটি (কামাখ্যা) - হাওড়া

••••••••

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

নিউ জলপাইগুড়ি - নাগেরকয়েল
নিউ জলপাইগুড়ি - তিরুচ্চিরাপল্লী
আলিপুরদুয়ার - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু
আলিপুরদুয়ার - মুম্বই (পানভেল)

••••••••

মেল এক্সপ্রেস

বালুরঘাট - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু
রাধিকাপুর - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

৪ লেন-এর রাস্তা
এনএইচ-২৭-এর ধূপগুড়ি - ফালাকাটা অংশ

নতুন রেল লাইন
বালুরঘাট এবং হিলির মধ্যে

লোকো শেডের উন্নয়ন
শিলিগুড়িতে

নেক্সট জেনারেশন ফ্রেট রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা
নিউ জলপাইগুড়িতে

বন্দে ভারত ট্রেনের জন্য
জলপাইগুড়িতে রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন

জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ
নিউ কোচবিহার ও বামনহাট-এর মধ্যে
নিউ কোচবিহার ও বক্সিরহাট-এর মধ্যে

প্রকল্পগুলির উপকারিতা

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন
- সাশ্রয়ী এবং আরামদায়ক যাত্রা
- যাত্রার সময় প্রায় ২.৫ থেকে ৩ ঘণ্টা হ্রাস
- গতি ঘণ্টায় ১৮০ কিমি পর্যন্ত
- জীবানুনাশক প্রযুক্তিসম্পন্ন শৌচালয়

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
- যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস
- নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্ভরযোগ্য যাত্রা

মেল এক্সপ্রেস ট্রেন
- আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন
- পর্যটন এবং স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন

রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ
- দ্রুততর এবং আরও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা
- উন্নত সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রার সময় হ্রাস
- পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রেলযাত্রা

এনএইচ-২৭ সড়ক প্রকল্প
- গুরুত্বপূর্ণ চিকেন নেক করিডোর সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি
- শিলিগুড়ি ও গুয়াহাটির মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় ১ ঘণ্টা হ্রাস

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

কর্তৃক

১৭ জানুয়ারি ২০২৬ | মালদা টাউন স্টেশন | সকাল ১১ টায়

গৌরবময় উপস্থিতি

ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

নীতিন জয়রাম গডকরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেলমন্ত্রক, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

ডঃ সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

খগেন মুর্মু
সাংসদ

ইশা খান চৌধুরী
সাংসদ

ভারতীয় রেলওয়ে

DD NEWS ডিডি নিউজ-এ সরাসরি দেখুন | www.indianrailways.gov.in | আমাদের অনুসরণ করুন /RailMinIndia

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৪৮ সংখ্যা, শনিবার ৩ মাঘ ১৪৩২

সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল মিত্র

১৪ই জানুয়ারি, নিছকই একটি তারিখ নয়, বরং বাংলা গানের স্বর্ণযুগের এক নস্টালজিক দলিল। দরদী কণ্ঠের জাদুকর, রোমান্টিকতা আর ভরাট কণ্ঠের কিংবদন্তি শিল্পী শ্যামল মিত্রের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী। ১৯২৯ সালের এই দিনে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন সুরের পসরা সাজাবেন বলে। তাঁর জীবনটাই ছিল সিনেমার চিত্রনাট্যের মতো;খেখানে লড়াই আছে, অভিমান আছে, বন্ধুত্ব আছে, আর আছে সুরের প্রতি এক অদম্য ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার টানেই তো একদিন নৈহাটির এক নামী ডাক্তারের ছেলে বাবার স্টেথোস্কোপ উপেক্ষা করে গলায় তুলে নিয়েছিলেন গানের মালা। বাবা সাধন কুমার মিত্র চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হোক, কিন্তু ছেলে তো তখন সলিল চৌধুরীর গণনাট্য সঙ্ঘের মিছিলে 'ও আলোর পথযাত্রী' গাইছে। বাবার সঙ্গে সেই সংঘাত, আর ১৯৪৬-এ বাড়ি ছেড়ে কলকাতার মেসবাড়িতে আশ্রয় নেওয়া;বাস্তবের এই 'দেয়া-নেয়া'র গল্পটাই পরবর্তীকালে সেলুলয়েডে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁরই প্রযোজনায়। বন্ধু গায়ক সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে কলকাতায় এসে গুরু সুধীরলাল চক্রবর্তীর কাছে বছর পাঁচেক তালিম নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালে গুরুর মৃত্যুতে গাইলেন 'স্মৃতি তুমি বেদনা', যে গান শ্রোতাদের চোখে জল এনে দিল। কিন্তু কে জানত, এই বেদনার্ত কণ্ঠই একদিন হয়ে উঠবে রোমান্সের সমার্থক? 'সাগরিকা' ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা' মেগাহিট হতেই প্রেমের আরেক নাম হয়ে উঠলেন শ্যামল মিত্র। আধুনিক গানে 'নাম রেখেছি বনলতা', 'কার মঞ্জির বাজে', কিংবা 'তীর ভীর চোখে';শ্যামল কণ্ঠ মানেই ছিল অনুরোধের আসরের সেরা আকর্ষণ। শুধু গায়ক নন, বন্ধু উত্তমকুমারের জোরাজুরিতে 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে মেসবাড়ির ছেলের ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন। সেই থেকেই শুরু মহানায়ক আর মহান গায়কের এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। ১৯৬৩ সাল। উত্তমকুমার ও তনুজাকে নিয়ে শ্যামল মিত্র প্রযোজনা করলেন 'দেয়া-নেয়া'। ছবিটি যেমন সুপারহিট হলো, তেমনই এর নেপথ্যের গল্পগুলোও ছিল রোমাঞ্চকর। নায়িকার রোলে বম্বের অন্য অভিনেত্রী বা নূতনের বদলে নেওয়া হলো নতুন মেয়ে তনুজাকে, বাংলা ছবিতে প্রথমবার দেখা গেল সালোয়ার-কামিজ পরা নায়িকা। কিন্তু ছবির শ্যুটিং চলাকালীনই শুরু হলো এক নাটকীয় অধ্যায়। তখন উত্তমকুমারের জীবনে ঝড় বইছে, গৌরী দেবীর সাথে দূরত্ব আর সুপ্রিয়া দেবীর সাথে ঘনিষ্ঠতা। বন্ধু শ্যামল মিত্র ছিলেন আদ্যোপান্ত সংসারী ও নীতিবান মানুষ। উত্তমকুমার যখন ভবানীপুরের বাড়ি ছেড়ে সুপ্রিয়া দেবীর ময়রা স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করলেন, শ্যামল মিত্র বেঁকে বসলেন। সোজাসুজি হুমকি দিলেন, বেণুকে ছেড়ে উত্তমকে ফিরতে হবে নিজের বউ গৌরীর কাছেই, নইলে ছবির শ্যুট বন্ধ। সত্যি সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল শ্যুটিং। বন্ধুত্বের অধিকারবোধ থেকেই হয়তো এমন কঠোর হতে পেরেছিলেন তিনি। যদিও পরে উত্তমকুমারের অনুরোধে আর সুপ্রিয়া দেবীর প্রতি বন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখে তিনি নিজের শর্ত ফিরিয়ে নেন। এমনকি পরবর্তীকালে সুপ্রিয়া দেবীর হাতের রান্না খাওয়া আর ময়রা স্ট্রিটের জলসায় নিয়মিত গান গাওয়া;শ্যামল মিত্র এক অন্য সুপ্রিয়া দেবীকে আবিষ্কার করেছিলেন, যিনি বিপর্যস্ত উত্তমকে আগলে রেখেছিলেন। বন্ধুত্বের এই গভীরতা শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, পেশাগত জীবনেও তৈরি করেছিল এক অমর ইতিহাস। ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে তখন ১৯৭০ সাল। তৈরি হচ্ছে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য ছবি 'নিশিপদ্ম'। ছবির সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। শ্যামল মিত্রের 'রাজার পঙ্খী উইড়া গেলে' গানটা বাজিমাত করে দিল।

স্যর উইলিয়াম জোন্স

কিংসফোর্ডের কড়া আদেশ, সবার সামনে বছর পনেরো কিশোর বিপ্লবীকে কয়েক ঘা বেত মেরে তবেই যেন ছাড়া হয়। ব্রিটিশের পুলিশ সুশীল সেনকে তিনতলা থেকে টেনে-হিঁচড়ে নীচে নিয়ে আসে। বিচারকের আদেশ পালিত হচ্ছে। লালবাজার চত্বরে বছর পনেরোর কিশোর সুশীল সেনের পিঠে পড়ছে একের পর এক বেতের ঘা। যত জোরে সুশীলের পিঠে বেত পড়ছে তত জোরেই সুশীল স্লোগান দিচ্ছেন 'বন্দে মাতরম'। সেই গুরু, বাবা গুরুতর অসুস্থ সিলেটে,তখন তিনি প্রায় মৃত্যুশয্যায়। ওদিকে বিপ্লবী নেতাদের কাছে সুশীলের কাতর আবেদন তিনি কিংসফোর্ডকে হত্যা করেই তবেই যাবেন সিলেট। ম্যাট্রিকে চতুর্দশ স্থান অধিকার করেছেন,রসায়নে স্বর্ণপদক সহ স্নাতক। প্রেসিডেন্সিতে পড়তে পড়তে আলাপ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বাঘা যতীনের সঙ্গে।আবার সেই এক ব্রত দেশকে স্বাধীন করতে হবে,প্রয়োজনে আত্মবলিদান। কলেজ স্কোয়ারের সংবর্ধনায় কিশোর সুশীলকে দেখতে উপচে পড়া ভিড়,কারণ ইংরেজ পুলিশ অধিকারিকের লাঠিচার্জের সময় সুশীল তাঁকে পাল্টা কয়েক ঘা দিয়েছেন।এমন অকুতোভয়ের দেশপ্রেমিক কিশোরকে দেখতে জনতার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক। বিপ্লবী সুশীলের জন্ম শিলংয়ে,১৮৯২ সালে, বাবা কৈলাশচন্দ্র সেন আই জি কারা কার্যালয়ের করণিক। মেধাবী সুশীল স্কুলে ডবল প্রোমোশন পেয়েছিলেন। ১৯০৫সালে মাত্র ১৩বছর বয়সে যোগ দিলেন সিলেটে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ধরের গুপ্ত সংগঠনে। পরে চলে এলেন কলকাতায়। বিপ্লবীদের ধারনা ছিল কিংসফোর্ড হয়তো কলকাতা থেকে বদলি হওয়ার আগেই তাঁকে হত্যা করতে হবে। কিংসফোর্ডের বাসস্থান সরেজমিনে একাধিকবার দেখে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয় অসম সাহসী সুশীলকেই। কিংসফোর্ডকে নিকেশ করতে হবে। দুর্গাদাস সেন ও দীনেশচন্দ্র রায় ছদ্মনামে সুশীল ও প্রফুল্ল সরেজমিনে ঘুরে এলেন মুজফফরপুর। কিন্তু সুশীলের পরিবর্তে ক্ষুদিরাম গিয়েছিলেন মুজফফরপুরে। পিতার অসুস্থ থাকার জন্য সুশীল যেতে মুজফফরপুর যাননি।

শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুর

অনুকূল ঠাকুর বলতেন যে একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনাই দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে।মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন।মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। শ্যামা রূপিনী জগৎ ধাত্রী।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তির দাত্রী হচ্ছেন মা।যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞান শক্তি। বৃদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃশক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারে শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেন এবং তাঁর বিপ্লবী যুব সেনাদের সাহস দেখে স্তম্ভিত চার্লস টেগার্ট

রবীন্দ্রকুমার শীল

চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। জাপানে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করার আগে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবকদের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস জুগিয়ে ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। তাঁর সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। তিনি বিপ্লবী বাঘা যতীনকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। আবার সূর্য

সেনের সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কী করে বাংলার যুবকদের গোপনে সামরিক ট্রেনিং দিয়ে ব্রিটিশ সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছিল তা ছিল একটি শিহরিত ঘটনা। সেই সময়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ছিলেন অকুতোভয়। ভয় বলে কি জিনিষ তা জানতো না। দেশকে স্বাধীন করতে হবে এবং তার জন্য যুদ্ধ করতে হবে এই ধারনা নিয়ে জালালাবাদে যুদ্ধ করেছিলেন মাস্টার বিপ্লবী সেনা সদস্যরা।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে শুক্রবার রাত নটা সাড়ে ন'টার সময়ে সূর্য সেন গ্রেফতার হলেন পটিয়া থানার গৈরলা গ্রামের পৌঢ়া বিধবা ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ি থেকে। সেদিন গৈরলা গ্রামে তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন মোট ছয় জন বিপ্লবী। সূর্য সেন, ব্রজেন সেন, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত। ব্রজেন সেন লিখেছেন যে সূর্য সেন এই আশ্রয়ে এসেছিলেন চার দিন আগে। ১৬ ফেব্রুরায়ি জানতে পারা গেল যে গৈরলা গ্রামে বিপ্লবীদের আশ্রয় প্রকাশ পেয়ে গেছে। আর এখান থাকা চলবে না। গ্রামের রাস্তা নির্জনা কোনও লোকজন নেই। সরকারি আদেশে গ্রমে কারফিউ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিপ্লবীরা আত্মরক্ষা করতে নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে। সারিবদ্ধ বিপ্লবী দলের পুরোভাগে ছিলেন ব্রজেন সেন, মাস্টারদা, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত। মাস্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবী দল এগোতে শুরু করলে গোর্খা সেনারা হাঁক দিল, কৌন হ্যায়। সবাইকে বাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন মাস্টারদা। গুর্খা বেষ্টনি ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে ব্রজেন সেনকে সেনারা জড়িয়ে ধরে ফেলে। পরক্ষণের মাস্টারদা বেষ্টনি অতিক্রম করতে গেলে সেনা ধাওয়া করতে শুরু করে। তিন দিক থেকে সেনারা মাস্টারদাকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল।

তারপরে মাস্টারদাকে ধরে মাটিতে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা এবং ব্রজেন সেনকে তারা বেঁধে ফেলে। তারপরে গ্রেফতার করে নিয়ে এসে চট্টগ্রাম জেলে আটকে রাখলো মাস্টারদাকে। সেই অবস্থাতেই বিপ্লবী জেলবন্ধু ও বাইরে সাথীদের কাছে ছোট কাগজে করে নির্দেশ এবং উপদেশ পাঠাতে শুরু করেন। তাঁর ফাঁসি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। আত্মহত্যা, আত্মসমর্পন এবং বলিষ্ঠ বিবৃতি এই তিনটি পথের মধ্য তাঁর তৃতীয়টি পচ্ছন্দের ছিল। খণ্ড যুদ্ধে মারা যাওয়ার চেয়ে আদালতে নিজের কাজের ব্যাপারে বলিষ্ঠ বিবৃতি দিয়ে ফাঁসিকে বরণ করে নেওয়াই ছিল তাঁর কাম্য। এত বিচারালয়কে ব্যবহার করা যাবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের স্থান হিসাবে। ফাঁসির মঞ্চ থেকে বিপ্লবীরা বলতে পারবে বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে তারা কি করতে চেয়েছিল এবং কেন তা করেছিল। এখন শাসকদের আঘাতকে সহ্য করতে হবে। মাস্টারদা মনে হয়েছিল যে ফাঁসিতে ওরা ঝোলাবে, তবে উপরি পাওনা ছাড়বে কেন। জেলখানায় বসে তিনি বিবৃতি শেষ করে নিয়ে আসছিলেন। সেই সময়ে তিনি খবর পেলেন তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত ধরা পড়েছেন। তার ফলে আবার মামলার মোড় ঘুরতে শুরু করলো। আইনজীবীরা জানালেন যে তিনি যদি বিবৃতি মামলায় রাখেন তাহলে ব্রিটিশ আইন অনুসারে তিনি হবেন রাজদ্রোহী এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

তার সঙ্গে আরও দুইজনকে জড়িয়ে রাজদ্রোহের কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে তাঁদেরকে রেহাই দেবে না। তাঁদেরকেও ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। জেলের মধ্যে বসেও তারকেশ্বর দস্তিদারকে সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ধারনা তৈরি হয়েছিল যে তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হবে না। জেলের ভিতরে মিলিটারি পাহারায় ছিলেন মাস্টারদা। পুলিশ পাহারা ব্রিটিশ শাসকেরা দেয়নি। জেলে বসে তিনি চিঠি লেখা শুরু করলেন তাঁর দাদা এবং বউদিকে উদ্দেশ্য করে। এই সব চিঠি থেকে তার কারাজীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। কারাগার থেকে বাড়িতে লেখা সূর্য সেনের মোট ষোলটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্য রয়েছে খুড়তুতো দাদা চন্দ্রকুমারকে লেখা দুটি চিঠি, বউদি বিরাজমোহনীকে লেখা সাতটি, মেজদি সাবিত্রী দেবীকে লেখা তিনটি, ছোট ভাই কমল কুমারকে লেখা দুটি এবং খুড়তুতো ভাইকে অজিতকুমারকে লেখা দুটি চিঠি বেশ উল্লেখযোগ্য। আদালতে বিবৃতি না দিলেও এই সব চিঠি পড়ে তাঁর মানসিক অবস্থা কী রকম ছিল জেলে তার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। খুড়তুতো দাদা হলেও তাঁদের যৌথ পরিবারে চন্দ্রকুমার ছিলেন সূর্য সেনের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর অভিভাবক। ৮ আগস্ট ১৯৩৩ সালের লেখা একটি চিটিতে দাদাকে লিখছেন সূর্য সেন-" শ্রীচরণকমলেষু দাদা, যখন জেলে এসেছিলাম তখন প্রথম সারাদিন একা থাকতে একটু কষ্ট হত। কিন্তু মানুষের মন একা কিছুতেই থাকতে চায় না- সে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নেবেই। আমার মনও ২-৪ দিনের মধ্যেই প্রকৃতির মধ্যে থেকে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নিল। সেই সঙ্গী হচ্ছে two trees, sky and moon আমার ঘরের সমানেই দুটো গাছ দেখা যায়। রোজ ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে সামনের অশ্বত্থ গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে কত reseach-ই করতাম। অশ্বত্থ গাছটার সব পাতাগুলো তখন ঝরে গিয়েছিল, একটু একটু করে নূতন পাতার অঙ্কুর, একটু একটু করে পাতাগুলির বৃদ্ধি। কোমল পতাগুলির কোমল রং, ক্রমে রং বদলে গিয়ে গাঢ় সবুজ রং, বাতাসে পাতাগুলির নৃত্য-munitely দেখতাম আর এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের বৈজ্ঞানিক কারণগুলি ভাবতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য গাছটির বৃদ্ধ জীর্ণ পাতাগুলোর সঙ্গে অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলোর তুলনা করতাম। এই দেখে দেখে সকলাবেলা অনেকক্ষণ কেটে যেত। নীল আকাশের পাখিগুলি কেমন আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখে আমি খুবই আনন্দ পেতাম। সন্ধ্যার সময় নির্মল আকাশের চাঁদের দিকে দেখে দেখে খুবই ভালো লাগত। যতক্ষণ চাঁদ দেখা যায় ততক্ষণ দেখতাম।

এভাবে পনেরো দিন কেটে গেল। তখন আপনার প্রেরিত তিন খানা বই- গীতা, মহাভারত এবং চয়নিকা পেলাম। আমার most favourite তিনখানা বই তখন আমার adinional সঙ্গী হল। প্রকৃতির জিনিসগুলি থেকে এবং এই তিনটি বই থেকে নতুন মনের খোরাক সংগ্রহ করে মনটাকে ভরিয়ে রাখতাম। সন্ধ্যার সময় খুব আস্তে আস্তে ভগদ্বিষয়ক ৩-৪টি স্তোত্র পাঠ করে প্রার্থনা করে মনটাকে ভগবানের প্রতি সমর্পিত করতে চেষ্টা করি। এভাবে আমার দিন বেশ ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছে।" এই একই তারিখে তিনি স্নেহময়ী বৌদি বিরাজমোহিনীকে লিখেছেন তাঁর মামলার রায় সম্ভবত দুই তিন দিনের মধ্যে বের হবে। এই সুবাদে বউদির মনটাকে শক্ত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি। তিনি বৌদিকে লিখছেন, " ফল কী হবে তার একটা মোটামুটি ধারনা বহুদিন আগেই করে রেখেছি এবং ভালমন্দ সব কিছুরই জন্য মনকে তৈরী করে নিয়েছি। বৌদি, আপনাকে বিশেষ কিছু বুঝাবার চেষ্টা করব না। কিন্তু একটা জিজ্ঞেস করছি মানুষকি অমর থাকে? যদি আপনাদের মধ্যে আমাকে আর ফিরে নাও পান, তাতেও দুঃখ কি? আমি তো হাজার চেষ্টা করলেও কিছুতেই চিরদিন আপনাদের মধ্যে থাকতে পারতাম না। ভগবান যে কাউকে মর্ত্যের মাটিতে চিরদিন থাকতে দেন না। ভগবানের বিধানে কথা উপলব্ধি করে আপনারা মনকে শান্ত করে ফেলুন- অনর্থক ব্যাকুলতায় এবং অস্থিরতায় যে কোনও লাভ নেই। ভগবানের প্রত্যেক বিধানের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে এই কথাটা বিশ্বাস করতে চেষ্টা করবেন।..অনর্থক আপনাদের মধ্যে আর ফিরে না যাই তবে এই কথা মনে রাখবেন আপনাদের স্মৃতি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার হৃদয়ে জাগরুক থাকবে।" তারপরে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সালে দাদাকে লিখছেন মাস্টারদা-"দাদা আমার যা বয়স এই বয়সেই আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তবে এই বয়সে যদি আমাকেও বাবার মতো দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয় তাতে বিশেষ দুঃখের কারণ তো কিছুই খুঁজে পাই না। তবে বাবা ব্যারামে মারা গিয়েছিলেন আর আমি না হয় অন্যভাবে মারা যাব। এই মাত্র তফাৎ। কিন্তু আসল জিনিষটাতে অর্থাৎ মৃত্যুটাতে কোনও তফাৎ নেই। মানুষ কতজন কতভাবেই মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যারামে মরাটাই যে বিশেষ লোভনীয় তার তো কোন মানে নেই। মানুষ তো অমর হয় সংসারে আসে না। তাকে যে একদিন না একদিন যেতেই হবে। তবে এই inevitable জিনিসের জন্য দুঃখ করে লাভ কি?" তিনি জেলে বসে খবর পেয়েছিলেন বাল বিধবা মেজদি সাবিত্রী দাস অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন তাঁর ফাঁসির সংবাদ শুনে।

মেজর জেনারেল জ্যাকব পাক সেনাদের আত্মসমপর্ণ করান

বিশেষ প্রতিবেদক

মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব-ফার্জ -রাফায়েল জ্যাকব মহাবীরের প্রয়াণ দিবসে কৃতজ্ঞ জাতির বিনম্র শ্রদ্ধা। নিয়াজিকে 'ব্লাফ' দিয়ে আত্মসমর্পণ করান জ্যাকব!

১৯৭১'র ১৬ ডিসেম্বরের সকাল। ঢাকা তখন ঘিরে রেখেছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা, আর জেনারেল আমির আবদুল্লা খান নিয়াজির নেতৃত্বে প্রায় সাতাশ হাজার পাকিস্তানি সেনা ক্যান্টনমেন্টে। যুদ্ধের শেষ ঘনিয়ে আসছে, আর সে সময়ই একটা হেলিকপ্টারে চেপে পকেটে পিস্তল ঝুলিয়ে তেজগাঁওয়ের কাছে এসে নামলেন মেজর জেনারেল জ্যাকব-ফার্জ -রাফায়েল জ্যাকব, কলকাতায় ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান। সঙ্গে মাত্র দুজন দেহ রক্ষী, কোনও সেনা ব্যাটেলিয়ন পর্যন্ত নয়।

আত্মসমর্পণের দলিলের একটা খসড়াও নিজের হাতে লিখে ছিলেন জ্যাকব, দিল্লির সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করেই! দাবি ছিল, ঢাকার প্রকাশ্য স্থানে হাজার হাজার মানুষের সামনেই পাকিস্তানি সেনাদের নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কারণ যে ঢাকার মানুষের ওপর এতদিন তারা চরম অত্যাচার করেছেন, তাদের চরম অপমানটাও হতে হবে সেই মানুষগুলোর চোখের সামনে। কিন্তু নিয়াজি প্রশ্ন তুললেন, 'কীসের আত্মসমর্পণ? আমরা তো যুদ্ধবিরতি চাই!'

পাকিস্তানি জেনারেলের আশা ছিল, সেই যুদ্ধবিরতিটাও হবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে। তখন জাতিসংঘের অধিবেশন চলছে নিউইয়র্কে, পাকিস্তানি কূটনীতিকরা জোর তদবিরও চালাচ্ছেন। কিন্তু জ্যাকব ওসবের ধার ধারলেন না। সোজা জানিয়ে দিলেন 'যুদ্ধবিরতি-ফিরতি মানা যাবে না, এই আত্মসমর্পণের দলিল আধঘণ্টার মধ্যে মেনে নিন। নইলে ঢাকায় আমরা এক্ষুণি বম্বিং শুরু করব।আর মেনে নিলে আপনার সব সেনার সুরক্ষার দায়িত্ব আমার। তাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না!'

নিয়াজি তখনও হতভম্ব হয়ে বসে। জ্যাকব তখন দলিলের খসড়াটা তিনবার তার চোখের সামনে দোলালেন। বললেন, 'আপনি চুপ করে থাকলে আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা এটা মেনে নিচ্ছেন।' বলেই ব্যাস কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে যেমন নাটকীয়ভাবে ঢুকেছিলেন, সেভাবেই বেরিয়ে গেলেন।

একটু বাদে, বিকেল পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিটে রমনা ময়দানে স্বাক্ষরিত হল আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক সেই দলিল। ভারতের লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিজের পিস্তল তুলে দিয়ে পাকিস্তানি জেনারেল এ কে নিয়াজি তার বাহিনীকে নিয়ে জনসমক্ষে আত্মসমর্পণ করলেন। যে ঘটনার তুলনা সারা পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসেই বিরল।

আর এই গোটা ঘটনার পেছনে রয়ে গেল জ্যাকবের ধুরন্ধর চাল আর বেপরোয়া সাহসের স্বাক্ষর। যেটাকে অনেক সামরিক গবেষক পরে 'ব্রাভাডো' বলেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা জেনারেল জ্যাকব নিয়াজিকে বুঝতেই দেননি ঢাকায় তার হাতে মাত্র হাজার তিনেক সেনা ছিল। শুধু ঢাকাতেই পাকিস্তানি সেনার সংখ্যা তখন ভারতীয় সেনার প্রায় নয়গুণ! সাতাশ হাজারের কাছাকাছি। আত্মসমর্পণ না-করেও তারা অনায়াসে আরও অন্তত দুসপ্তাহ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত। ততদিনে জাতিসংঘের আলোচনায় কী ফল হয় অপেক্ষা করা যেত তার জন্যও। কিন্তু জ্যাকব এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যে ঢাকার পতনের আর এতটুকুও দেরি নেই। আত্মসমর্পণ না করলে জেনারেল নিয়াজি ও তার সঙ্গীদের মৃত্যু অবধারিত।

আর এ কারণেই ভারতের বিখ্যাত সামরিক গবেষক ও ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজের কর্ণধার, সাবেক মেজর জেনারেল দীপঙ্কর ব্যানার্জি মনে করেন, জ্যাকব নিয়াজির সঙ্গে যা-করে ছিলেন তা বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় 'ব্লাফ' বা 'ধোঁকা'গুলোর একটা।

তিনি বলছিলেন, 'এমন একটা ব্লাফ দিয়ে তিনি পাকিস্তানিদের ওপর সাংঘাতিক একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করতে পেরেছিলেন। যে কারণে তারা বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবেই আত্মসমর্পণে রাজি হয়ে যায়। তারা বোঝেওনি যে ভারতের সঙ্গে মাত্র তিন হাজার সেনা আছে। এর পেছনে আমি পুরো কৃতিত্ব দেব জ্যাকবের বুদ্ধিমত্তাকেই। কারণ পাকিস্তানিদের কিন্তু তখন সারেন্ডার না করলেও চলত।'

পরে যুদ্ধের তদন্তে গঠিত পাকিস্তানে জাস্টিস হামিদুর রহমান কমিশন যখন নিয়াজিকে প্রশ্ন করেছিল প্রায় সাতাশ হাজার সেনা সঙ্গে নিয়েও তিনি কেন আত্মসমর্পণ করলেন, তখন নিয়াজি বলে ছিলেন 'জ্যাকব আমায় ব্ল্যাকমেল করেছে, আমার পরিবারকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারার হুমকি দিয়েছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। জেনারেল জ্যাকব নিজে অবশ্য তার বইতে এগুলোকে স্রেফ 'আজেবাজে কথা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

গোটা যুদ্ধেই জেনারেল জ্যাকব এমন অনেকগুলো ফাটকা খেলেছিলেন। যার অনেকটাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে।

আভূমি সেলাম, মেয়েরা, আমাদের ক্রিকেট

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য

২ নভেম্বর, ২০২৫-এ মধ্যরাত পার করে নারীদের ক্রিকেটের বিশ্বকাপে ভারতের মেয়েদের স্তব্ধ করে দেওয়া জয় বহু হেডলাইনের জন্ম দিয়েছে মেয়েদের রাত দখল লিখে। তঅভয়াদ ধর্ষিতা, মৃতা এবং বিচারহীন থেকেও কী আবার মেয়েদের রাতদখল-এর ছাপ (trace) রাখল গণস্মৃতিতে? ইতিহাসের ঘটনা বুঝি এভাবেই স্মৃতিতে ফিরে ফিরে আসে।

নতুন চিনের প্রধান স্থপতি মাও জে দং বলেছিলে, নারী তুমি অর্ধেক আকাশ। এর ঢের আগে আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় হুবহু একই কথা বলেছিলেন, সাম্যের গান গাই আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

২ নভেম্বর, ২০২৫-এ আমাদের মেয়েরা অর্ধেক আকাশদ দখল করেছে। কিন্তু আমাদের মতো বাবু মশাইদদের কী এসে যায়? মনে পড়ছে বাঙালির দাদাগিরিদর আইকন সৌরভ গাঙ্গুলির কথা? মনে পড়ছে এক সময় ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বেসর্বা শ্রীনিবাসনের উক্তি? এই মেয়েরা, তোরা বলতে পেরেছিস, বেঁধেছ বেশ করেছ কী এমন মস্ত ক্ষতি..

বাবুদের লজ্জা হল? (শঙ্খ ঘোষ) আমাদের আরেকটু পেছনে যেতে হবে যে আজ! স্মরণীয়কালের মধ্যে রূপ কানওয়ার, হাথরাসের মেয়েটি (একটি উদাহরণ মাত্র), বাংলার তঅভয়াদ, দিল্লির নির্ভয়া, সনি সরি, রাশি রাশি মেয়ে ভ্রূণহত্যা... এ তালিকা শেষ হবার নয়।

এর মধ্যে তোরা জিতে নিলি ক্রিকেটবিশ্বের সেরা সম্মান। মেয়েরাও পারে, ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে ব্যাট চালাতে পারে, হাতের জাদুতে বল করতে পারে, গ্রাউন্ড ফিল্ডিং-য়ে ছেলেদের টক্কর দিতে পারে, গভীর রাতে স্টেডিয়ামের উজ্জ্বল আলোয় অলৌকিক ক্যাচ ধরতে পারে। জেতার পরে আবেগে কাঁদতে পারে।

আমরা তো জানি, বায়োলজিক্যাল কারণে দৈহিক শক্তিতে ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে বিভাজন আছে। কিন্তু সক্ষমতায়? দাঁত চেপে শেষ অব্দি লড়ায়ের ময়দানে? মাঠের ভেতরে শারীরিক ক্ষিপ্রতায়? এক থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেবার সময়? না! আমি কোন ফারাক দেখিনি। আমার আজ বলতে লজ্জা হচ্ছে, এই ম্যাচটি ছাড়া মেয়েদের ক্রিকেটের কোন ম্যাচ অদ্যাবধি আমি দেখি নি। কিন্তু প্রথম দর্শনেই মেয়েদের ক্রিকেটের প্রেমে মজে গেলাম। অহো কী দেখিলাম! এবার বলার সময় এসেছে, একটু মশাই নড়ুন, ভিতর থেকে নড়ুন। চাপ সৃষ্টি করুন, চাপ সৃষ্টি করুন। (শঙ্খ ঘোষ) আরও কিছু কথা ঃ মুনাফাগন্ধী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবার, আশা করা যায়, মেয়েদের ক্রিকেটের জন্য অর্থ নিয়োগ করবে। এবং করা শুরুও করেছে। কারণ ক্ষমতা ও অর্থলোভী ক্রিকেট কর্তারা বুঝে গেছে, ছেলে বা মেয়ে যাদের ক্রিকেটই হোক না কেন, জয়ীদের জন্য দর্শকের অভাব হয় না। হাজার কোটি টাকার থলি নিয়ে স্পনসররা এগিয়ে আসে। 'মন কি বাত'-এ নারী শক্তির জয়গাথা রচনা হবে। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটার পরে বেরোয় কেন? , এ কথার জবাব মিলবে কী? নিয়তির পরিহাসে গতরাতে রাত সাড়ে বারোটাতেই যে খেলা শেষ হল!

কিন্তু আমাদের গণমানসিকতায় প্রতিদিনের রাস্তায়, কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে এবং সমগ্র দেশ জুড়ে মেয়েদের/নারীদের সম্পর্কে মনোজগৎ পাল্টাবে কী? উত্তর এখনো জানি না , সময় দেবে, কালের গতি দেবে।

বারেবারেই কী এমন হবে, হয়তো তখন খুলে দেখবে মুঠো, প্রকাণ্ড নীল সেই আকাশটা কখন গেছে উপে। যখন অনেক বড় হবে আমার মেয়ে পুপে।। (পুপে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

তবে এটা জানি হরমনপ্রিত, দীপ্তি, শেফালি, রিচারা এক আগুন জ্বালিয়ে গেল, ছেলেদের রাজত্ব থেকে আগুন চুরি করে আনলো, বাড়িয়ে বললে প্রমিথিউসের মতো কী?

শেলি তাঁর অনন্য সৃষ্টি Prometheus Unbound -এর মতো গীতধর্মী (লিরিকাল) ব্যালাডে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, "To suffer woes which Hope think infinite-To forgive wrongs darker than death or night-To defy power which seems omnipotent-To love– and bear— to hope till Hope creates From its own wreck the thing it contemplates Life may change– but it may fly not-Hope may vanish– but can die not-Truth be veiled– but still it burneth- Love repulsed éôébut it returneth."

যাই হোক না কেন, আমাদের মেয়েরা, প্রমীলা বাহিনী আমাদের আবেগে ভাসিয়ে দিল। অন্তত কিছুদিন আবেগে ভাসতে থাকাটাই এখন আমাদের সম্বল , আমাদের অবলম্বন। তারপরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এমনকি নাগরিক সমাজেও, এই মেয়েদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যেমনটাই থাকুক না কেন।

লেখকপরিচিতিঃ ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য প্রতিথযশা চিকিৎসক। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি ডাক্তারি পাশ করেন। তাঁর বিখ্যাত একটি বই রয়েছে মেকিলে কলেজের বিষয়ে। গবেষণামূলক গ্রন্থ। কলকাতা মেডিকেল কলেজে এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলেজ। সেই কারণে ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্য মেডিকেল কলেজের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে কলম ধরেন। তিনি যেরকম ভাবে মেডিকেল কলেজের ইতিহাসকে মেলে ধরেছেন তাতে কলকাতা মেডিকেল কলেজের অতীত এবং বর্তমান ইতিহাস সবার সমানে উপস্থিত হবে সহজেই। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ যেভাবে ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে তা এক কথা বলে শে। করা যাবে না। ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্যের বইটির নাম-'THE CALCUTTA MEDICAL COLLEGE (1822-1897)' রচনা করেছেন বহু চিকিৎসা গ্রন্থ।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ

কালীশঙ্কর দাস, শান্তিনিকেতন

খুব ভোরে বেজোয়াড়া স্টেশনে গাড়ি থামবে,বনমালী কোন কামরায় থাকবে, তাঁর ঘুম ভাঙবে কিনা! আবার হাঁকডাক করতে হতে পারে! কী দরকার ওসবের, বরং বনমালী কবির কামরায় শুয়ে থাকুক। কপি নিজে কাপড়ের নরম বড় টুপি মাথায় দিতেন। টুপি মাথায় দিয়ে মাথার উপর দিকটা একটু চেপে দিতেন, বেশ ভাঁজ খেয়ে টুপি মাথায় বসে যেত। কবির প্রিয় ভৃত্য বনমালীর মাথায় কবি সেদিন ওইরকম একটা টুপি তাঁর মাথায় পরিয়ে থাবড়ে থুবড়ে দিচ্ছেন আর বলছেন রাজবাড়ি যাবি- সোজা কথা? ভাল করে সেজে যেতে হবে তো সেখানে? রবীন্দ্রনাথ কি শুধু বনমালীর শুধু মনিব ছিলেন! মোটেও নয়,তিনি ছিলেন তাঁর বাবামশায়। অপত্যস্নেহে রবীন্দ্রনাথ দেখতেন বনমালীকে। স্নেহ,ভাল বাসা,রসিকতার সঙ্গে মাঝে মাঝে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করলেও বনমালীর সুখ-সুবিধার বিষয়ে তিনি ছিলেন অসম্ভব সচেতন। সেবার ওয়ালটেয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথের হায়দ্রাবাদে যাওয়ার কথা। কালীমোহন ঘোষ মশায় আগেই সেখান চলে এলেন রবীন্দ্রনাথের আগমন বার্তা নিয়ে। সেই সময়ে (ওয়ালটেয়ার আসবার অথবা যাবার মুখে) বেজোয়াডার ডাওয়েজার মহারাণী ললিতা দেবী কাতর আকাঙ্ক্ষা জানালেন যদি কবি তাঁর কুটিরে একবার পদধূলি দেন। ললিতা দেবী তখন মহারাণী নন রাজমাতা। প্রসাদ ছেড়ে আলাদা থাকেন। সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণণও কবিকে অনুরোধ করায় তিনি ললিতা দেবীর ওখানে যেতে রাজি হলেন।

রানী চন্দ লিখেছেন ট্রেনটি রাজরাজড়াদের স্পেশাল কামরা ছিল কিনা এখন মনে নেই তবে বড় কামরায় গুরুদেবের সঙ্গে আছেন তারা দুজন। সবাই জানেন কবির জীবনে ভৃত্য বনমালীর আলাদা গুরুত্ব। বনমালীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কামরার একদিকে শুয়ে থাকতে বললেন।

ট্রেন আর কিছু সময়ের মধ্যেই বেজোয়াড়া স্টেশনে প্রবেশ করবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তৈরি হয়ে নিয়েছেন, করিডোর বনমালী তাঁর পরনে কবিগুরুর একটা ধবধবে পাজামা, গায়ে ব্রাউন রঙের পাঞ্জাবী, সেটাও রবীন্দ্রনাথের। সেই অতি ঢলঢলে জামা- কাপড় কোমরে দড়িদড়া বেঁধে সে আটকে রেখেছে। কবি নিজে নিজে যেমন টুপি পরতেন সেই রকমের একটি টুপি বনমালীর মাথায় পরিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, রাজবাড়ি যাবি - সোজা কথা? ভাল করে সেজে যেতে হবে তো সেখানে। রাজমাতা ললিতা দেবী গুরুদেবকে সাদর অভ্যর্থনা করে বাড়িতে তুললেন। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুগত ভক্ত। যতক্ষণ কাছে থাকবেন হাতজোড় করে থাকেন, কবির পায়ের কাছে বসেন।

রানী চন্দ লিখেছেন, সেই সেবার রাজমাতার বাড়িতেই আমি প্রথম দেখেছিলাম - অঞ্জব্যঞ্জন খেতে দিয়েছেন প্রকাণ্ড এক এক রুপোর থালায়। গুরুদেব আগে খেয়ে নিলেন, আমরা পরে খেলাম। রুপোর থালাতেই।

একটি মাত্র রাত কবি রাজমাতার আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি কবির পায়ের কাছে বসে গুরুদেবের কবিতা শুনতেন,কবি পরমস্নেহে তাঁকে কবিতা পড়ে শোনাতেন। মনে হত রবীন্দ্রনাথ একান্তে নিরিবিলিতে একটি তৃষ্ণায় আকুল উৎকণ্ঠিত চিত্তে যেন শ্রাবণের ধারা ঢেলে দিচ্ছেন। কবিগুরু সবাইকে ভালোবাসতেন। চাকরদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম দয়া। তিনি তাদের জন্য কিছু করতে পারলে ধন্য হন। বাংলাদেশের প্রজাদের কাছে তাদের জমি ফিরিয়ে দেন কবিগুরু। প্রজারা কবিগুরুকে দরদী জমিদার শ্রদ্ধা করতে শুরু করে দেয়।

চলছে শিলিগুড়ির ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসব। আর তারই মাঝে কাউন্সিলর শ্রাবণী দত্ত নিজে গান করলেন। জানালেন ওয়ার্ড উৎসব তো সবার, তার মধ্যে আমিও একজন। তাই নিজেকে একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখলাম। পুরস্কার না পেলেও অংশগ্রহণ তো করলাম।

ডাম্পার-লরির দৌরাত্ম্য! দুর্ঘটনায় হাত খোয়া গেল শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ জানুয়ারি ঃ মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি যাওয়ার পথে বাস থেকে নামতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল এক আট বছরের শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে বড়ঞা থানার অন্তর্গত কুলি চৌরাস্তা মোড়ে। লবণ বোঝাই একটি ট্রাকের চাকায় শিশুটির ডান হাত পিষ্ট হয়ে যায়। ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেয় ও লরি আটক করে। শিশুকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করো। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আহত নাবালিকার নাম নাসরিন খাতুন (৮)। তার বাড়ি বীরভূমের কুনিটিয়া গ্রামে। সে তার মায়ের সঙ্গে বড়ঞা থানার আহিরা দিঘির পাড়ে তার মামার বাড়ি আসছিল। আর তখনই কুলি চৌরাস্তা মোড়ে বাস থেকে নামার সময় আচমকাই শিশুটি পড়ে যায় এবং সেই মুহূর্তেই একটি লবন বোঝাই ট্রাক তার ডান হাতের ওপর দিয়ে চলে যায়। শিশুর চিৎকার শুনে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা ছুটে আসেন। ঘটনাস্থলে ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। ওখান থেকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় বড়ঞা থানার পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে। দুর্ঘটনার জেরে কুলি চৌরাস্তা এলাকায় সাময়িকভাবে যানচলাচল ব্যাহত হলেও পুলিশি তৎপরতায় পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে যান চলাচল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় ডাম্পার ও লরির দ্রুত গতিতে যাওয়ার কারণেই প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা। আর সেই রকমই আজকেও এই দুর্ঘটনা ঘটল। এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনার দাবি রাখেন স্থানীয়রা।

সামসিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৬ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মালদা সফর এবং বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সূচনার প্রাক্কালে বড়সড় সাফল্য পেল জেলা পুলিশ। সামসি স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই রাউন্ড পাইপগান ও কার্তুজসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে সামসি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম পুস্তম রায়। মালদার ঝালঝলিয়া এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার সামসি পুলিশ ফাঁড়ির আইসি রামচন্দ্র সাহা জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে গোটা জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ২ টো নাগাদ এএসআই বরুণ দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল টহল দিচ্ছিল। সেই সময় এক যুবককে সামসি রেল স্টেশন থেকে একটি ব্যাগ হাতে এগ্রিল হাই স্কুলের দিকে যেতে দেখা যায়। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তার কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর তার ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে আগ্নেয়াস্ত্র। ব্যাগের ভেতর চাদরে মোড়ানো অবস্থায় দুটি পাইপগান এবং পাঁচ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃত যুবক ভিন রাজ্য থেকে এই অস্ত্রগুলি নিয়ে এসেছিল। জেলায় বড়সড় কোনও নাশকতামূলক কাজ বা অপরাধ সংগঠনের উদ্দেশ্যেই এই অস্ত্র আনা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গঙ্গাসাগর মেলার শেষে সমুদ্র সৈকত ঝাটা হাতে পরিষ্কার করলো রাজ্যের ৬ জন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ১৬ জানুয়ারি ঃ সৈকত পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার-এই বার্তাকে সামনে রেখেই শেষ হলো এবারের গঙ্গাসাগর মেলা। শুক্রবার মেলা সমাপ্তির পর সমুদ্র সৈকতে ঝাঁটা হাতে নেমে পড়লেন রাজ্যের ৬ জন মন্ত্রী। প্রশাসনিক দাযিত্বের গণ্ডি পেরিয়ে নিজেরাই হাতে কলমে সৈকত পরিষ্কারের কাজে অংশ নিলেন তাঁরা।

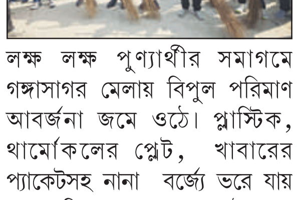

লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমে গঙ্গাসাগর মেলায় বিপুল পরিমাণ আবর্জনা জমে ওঠে। প্লাস্টিক, থার্মোকলের প্লেট, খাবারের প্যাকেটসহ নানা বর্জ্যে ভরে যায় বেলাভূমি। মেলা শেষ হতেই দ্রুত স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়েয় আনাই ছিল প্রশাসনের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে আর ও জোরালো করতে মন্ত্রীদের এই প্রতীকী উদ্যোগ বলে মনে করছেন অনেকে। এদিন এই কাজে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যু ও আবাসন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বংকিম চন্দ্র হাজরা, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়, কৃষি ও বিপণন বিভাগের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, অগ্নি নির্বাপন ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন ঝাঁটা হাতে মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন প্রশাসনের আধিকারিক, সাফাই কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরাও। সমুদ্র সৈকত জুড়ে চলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ। এদিন মন্ত্রীদের বক্তব্য, গঙ্গাসাগর শুধু ধর্মীয় তীর্থ নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। সৈকত পরিস্কার রাখা আমাদের সকলের দাযিত্ব।এই বার্তা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে দিতে চাই। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, ইতিমধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ পুণ্যার্থী এই গঙ্গাসাগরে এসেছে। পুণ্যার্থীরা জানিয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা জাতীয় মেলা। মানুষ স্বীকৃতি দিয়েছে আমাদের আর করোর স্বীকৃতির প্রয়োজন লাগে না। পুণ্যার্থীরা ও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। অনেকেই বলছেন, মন্ত্রীদের এমন উদ্যোগ দেখে সাধারণ মানুষও ভবিষ্যতে সৈকত নোংরা না করার বিষয়ে আরও সচেতন হবেন। শেষ গঙ্গাসাগর মেলায় তাই শুধু পুণ্যের স্মৃতিই নয়, পরিবেশ রক্ষার এক ইতিবাচক বার্তাও রেখে গেল এই উদ্যোগ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৯১, তারিখ ১৬.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/১৯/২৫-২৬/সিএপি,ডিএফ১, অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে ইউটিএস/পিআরএস নেটওয়ার্কের ডাটাকম ইক্যুইপমেন্টের আপগ্রেডেশন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৪,২০,১৪৫.৮৬ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,৫৭,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২৭.০১.২০২৬। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ১০.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ১০.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০টায়। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা ‘ভি’ যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, ‘মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট’-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/ নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** ‘‘যে কোনো টেলিকম কাজ যার মধ্যে এমআইএস/ল্যান/ডবুএএন/হেল্পলাইন/ইউটিএস/পিআরএস/এফওআইএস/ভ্যালু অ্যাডেড এনকোয়্যারি সিস্টেম/ভিডিও এনকোয়্যারি সিস্টেম/ডাটা কানেক্টিভিটি/ডাটাকম ইক্যুইপমেন্ট/ভিডিও কনফারেন্সিং/ওয়্যারলেস কম্যুনিকেশন/সুরক্ষিত যোগাযোগ/ওয়াইফাই/কম্পিউটারভিত্তিক এনকোয়্যারি সিস্টেম সম্পর্কিত টেলিকম কাজ অন্তর্ভুক্ত’’। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-356/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

‘ভারতরত্ন’- প্রাপ্তির নথি কি লাগবে ? হিয়ারিংয়ে কমিশনের আধিকারিকদের প্রশ্ন প্রতীচী ট্রাস্টের

দেবর্ষি মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১৬ জানুয়ারি ঃ ‘ভারতরত্ন’- প্রাপ্তির নথি কি লাগবে ? নির্বাচন কমিশনের হিয়ারিংয়ে কমিশনের আধিকারিকদের প্রশ্ন প্রতীচী ট্রাস্টের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের। যাবতীয় নথি এদিন নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দিলেন প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্যরা। যদিও এইব্যাপারে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি আধিকারিকেরা। এদিন অধ্যাপক সেনের পাসপোর্ট, মায়ের মৃত্যুর শংসাপত্র, আধার কার্ড ও ভোটার তালিকার প্রতিলিপি দেওয়া হয় কমিশনকে। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর)-এ এদিন অধ্যাপক সেনের শান্তিনিকেতনের ‘প্রতীচী’ বাড়িতে আসেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। নোটিশ দেওয়ায় প্রতীচী ট্রাস্টের তরফে এমন ক্ষোভ শোনা যায়। প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্য গীতিকণ্ঠ মজুমদার বলেন, আমরা অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যাবতীয় নথি কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছি। ভারতরত্ন পেয়েছিলেন, সেই তথ্য কি লাগবে, আমরা কমিশনের অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু, তাঁরা কিছু বলতে পারেননি। আমরা পাসপোর্ট, তাঁর মায়ের ডেথ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, ভোটার তালিকার প্রতিলিপি জমা দিয়েছি। আর কিছু চাননি তাঁরা। তবে আমরা প্রতীচী তরফে প্রতিবাদ জানাই, ভুল নোটিশ দেওয়ার জন্য। রাজ্যজুড়ে চলছে স্পেশ্যাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর)। যা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা রয়েছে। এই আবহে ভারতের প্রথম অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী তথা ‘ভারতরত্ন’ অমর্ত্য সেনকে ৭ জানুয়ারি শুনানির নোটিশ দেয় নির্বাচন কমিশন। এই মুহূর্তে অমর্ত্য সেন বিদেশে। তাঁর মামাতো ভাই শান্তভানু সেন ও প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্য গীতিকণ্ঠ মজুমদারের হাতে সেই নোটিশ ধরানো হয়েছিল। সম্ভবত, দেশে প্রথম কোনও ভারতরত্ন-কে এসআইআর শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছিল সেদিন। অধ্যাপক সেন ২৬৮ নম্বর বোলপুর বিধানসভার ভোটার। বোলপুরে পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনিকেতন স্টাফ ক্লাবে তিনি ভোট দেন। এদিন, শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক অমর্ত্য সেনের শান্তিনিকেতনের ‘প্রতীচী’ বাড়িতে আসেন বোলপুরের এইআরও তানিয়া রায়, বিএলও সোমব্রত মুখোপাধ্যায় - সহ ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল। তাঁদের হাতে অধ্যাপক সেনের পাসপোর্ট, মা অমিতা সেনের মৃত্যুর শংসাপত্র, আধার কার্ড ও ২০০২ সালের এসআইআর অনুযায়ী ভোটার তালিকার প্রতিলিপি কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, কমিশনের সদস্যদের প্রতীচী-র তরফে প্রশ্ন করা হয় ১৯৯৯ সালের তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রাপ্ত দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক নাগরিক সম্মান ‘ভারতরত্ন’ প্রাপ্তির নথি কি লাগবে? কমিশনের আধিকারিকরা এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। মাত্র ১৫ মিনিট ‘প্রতীচী’ বাড়িতে ছিলেন কমিশনের সদস্যরা। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের এসআইআর অনুযায়ী অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেনের সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক সাড়ে ১৫ বছর। কিন্তু, কেন কমিশন নোটিশে ১৫ বছরের ফারাক লিখে নোটিশ দিয়েছিল- এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। যদিও, এই বিভ্রান্তিকর নোটিশ নিয়ে এদিন কোনও আলোচনা হয়নি। তবে প্রতীচী ট্রাস্টের তরফে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে দেশ জুড়ে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে এসআইআর চলাকালীন বিশিষ্ট মানুষজনকে শুনানির নোটিশ দিয়ে হেনস্থার অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধীরা। শুধু নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে নয়, কবি জয় গোস্বামী, তৃণমূল-কংগ্রেসের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে। তা নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন বাংলা একতা মঞ্চের সদস্য তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত সহ বিশিষ্ট জনেরা।

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-90/2025-26 (SL No-01 to 05)

Tender Id is- 2025_MAD_959171_1, 2025_MAD_959171_2. 2025_MAD_959171 _3, 2025_MAD_959171_4 & 2025_MAD_959171_5 Bid Submission closing date (Online)- **31/01/2026** instated of **15/01/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **03/02/2026** instated of **17/01/2026**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

PROFECTUS CAPITAL **প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড**

ডিমান্ড নোটিশ ইউ/এস ১৩(২)

রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিসঃ বি/১৭, ৪র্থ তল, আর্ট গিল্ড হাউজ, ফোনিক্স মার্কেটসিটি মলের পিছনে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই, ৪০০০৭০
শাখাঃ সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তল, ৫/১, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬

আপনারা, নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতারা, তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং আপনারা নিচে উল্লিখিত ব্যক্তিরা এই ঋণ চুক্তির জন্য ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার হিসেবে রয়েছেন। আপনাদের দ্বারা সংঘটিত খেলাপি হওয়ার ফলস্বরূপ, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সংক্ষেপে সারফেইসি অ্যাক্ট)-এর বিধান অনুসারে আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে অ-কার্যকরী সম্পদ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা, প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড, সারফেইসি অ্যাক্টের ধারা ১৩(২) এবং ধারা ১৩(১৩) অনুযায়ী আপনাদের দেওয়া ঠিকানায় একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলাম। নোটিশগুলো আপনাদের কাছে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠানো হয়েছিল। উক্ত নোটিশগুলোর বিষয়বস্তু হলো, আপনারা আপনাদের মঞ্জুরীকৃত ঋণের কিস্তি পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি অ্যাক্টের ধারা ১৩(২)-এর বিধান এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩(১)-এর বিধান অনুসারে নোটিশটি জারির জন্য এই প্রকাশনাটি করা হলোঃ

অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা(রা) এবং গ্যারান্টার(রা)	লোন অ্যাকাউন্ট নং	এনপিএ তারিখ	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী প্রদেয় পরিমাণ
সৌরভ নায়েক (শিখা এন্টারপ্রাইজ(ঋণগ্রহীতা) শিখা নায়েক (সহ-ঋণগ্রহীতা) বাম্পি ঠাকুর (সহ-ঋণগ্রহীতা) পার্থ নায়েক (সহ-ঋণগ্রহীতা)	PLPBKOL0017733, PLPTKOL0019376	নভেম্বর ০৩, ২০২৫	ডিসেম্বর ১১, ২০২৫	১১ই ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৩৬,৪৭,২০৭/- টাকা (ছত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত সাত টাকা মাত্র)।

প্রয়োগযোগ্য জামানতের বিবরণঃ প্রায় ২০.৫ ডেসিমেল পরিমাপের সমস্ত জমি, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার (পূর্বে কাকদ্বীপ থানা) অধীনস্থ কাশিনগর মৌজার, জে.এল. নং ৯-এর অন্তর্গত আর.এস. খতিয়ান নং ২৪৫-এর আর.এস. দাগ নং ২৭২৩ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ২১৭৬-এর এল.আর. দাগ নং ৩১৩৭-এর অংশ এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে অবস্থিত, পিন-৭৪৩৩৪৭, সহ একটি দোতলা ভবন যার মোট আচ্ছাদিত এলাকা প্রায় ১৬৪০ বর্গফুট (নিচতলা ৮৪০ বর্গফুট এবং প্রথম তলা ৮০০ বর্গফুট) এবং উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নরূপভাবে সীমাবদ্ধঃ উত্তরেঃ হারেন বৈদ্যের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণেঃ ৭ ফুট চওড়া সিসি রাস্তা দ্বারা, পূর্বেঃ পুলিন নায়েকের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমেঃ ৮ ফুট চওড়া লক্ষ্মীনারায়ণপুর রাস্তা দ্বারা। বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমস্ত অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, সুবিধা, সমস্ত বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ ভবন, কাঠামো, সাধারণ এলাকা, সুযোগ-সুবিধা, ইজমেন্ট, বিশেষাধিকার, উন্নয়ন অধিকার এবং সমস্ত বাস্তব ও অবাস্তব সম্পদ। বন্ধকীকৃত সম্পত্তিটি বাস্তু জমি।

এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড-কে সুদ ও খরচসহ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাকে এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ সহ সমস্ত বা যেকোনো এক বা একাধিক সুরক্ষিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উক্ত আইন অনুসারে প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্রাপ্য ক্ষমতাগুলির মধ্যে রয়েছে (১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির দখল নেওয়ার ক্ষমতা, যার মধ্যে ইজারা, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার অন্তর্ভুক্ত (২) ইজারা, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের অধিকার সহ সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা এবং সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি থেকে অর্থ আদায় করা এবং প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সুরক্ষিত সম্পত্তির যেকোনো হস্তান্তর এমনভাবে কার্যকর হবে যেন হস্তান্তরটি আপনার দ্বারাই করা হয়েছে এবং হস্তান্তরিত সুরক্ষিত সম্পত্তির সমস্ত অধিকার ও সম্পর্ক হস্তান্তরগ্রহীতার উপর বর্তাবে।

উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩)-এর বিধান অনুসারে, প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড-এর পূর্বানুমতি ছাড়া, উপরে উল্লিখিত এবং প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে বন্ধকদায়বদ্ধ রাখা কোনো সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে (আপনার ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়া) হস্তান্তর করা থেকে আপনাকে এতদ্বারা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৭.০১.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার দ্বারা স্বাক্ষিত

এস আই আর হয়রানির প্রতিবাদে সিপিএমের বিক্ষোভ, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ এস আই আর হিয়ারিং এর নামে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা বন্ধ করার দাবিতে শুক্রবার সিপিএমের পক্ষ হতে উলুবেড়িয়ায় অবস্থান বিক্ষোভ ও মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হলো। শুক্রবার বিকেলে সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা উলুবেড়িয়া উপ সংশোধনাগারের সামনে জমায়েত হয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। এছাড়াও উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কাছে কমরেড সাবিরুদ্দিন মোল্লার নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল গিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। এস আই আর হিয়ারিং এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কমরেড ডঃ অরুন জাসু, অপর্ণা পুরকাইত, কমরেড পরেশ পাল, গৌতম পুরকাইত প্রমুখ।

NOTICE INVITING TENDER

NIT NO - 105/Maji/15thCFC/Tied/2026, Date- 15/01/2026

E -tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of the tender dropping **26/01/2026 up to 11:00 AM,** For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

রবিবার বন্ধ থাকবে হুগলি সেতু

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজের জন্য আগামী রবিবার কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৮ ঘন্টা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই দিন ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী সব ধরনের যানবাহন ভিন্ন পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলে কলকাতা পুলিশ আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/APAS/046(e)/2025-26
Date: 07/11/2025
Tender No.:
6. 2025_MAD_941833_6 (SL-06)
7. 2025_MAD_941833_7 (SL-07)
8. 2025_MAD_941833_8 (SL-08)
9. 2025_MAD_941833_9 (SL-09)
10. 2025_MAD_941833_10 (SL-10)
11.2025_MAD_941833_11 (SL-11)
12. 2025_MAD_941833_12 (SL-12)
13. 2025_MAD_941833_13 (SL-13)
14.2025_MAD_941833_14 (SL-14)
15.2025_MAD_941833_15 (SL-15)

The bid Submission Closing date is hereby extended **up to 28-01-2026** in place of **15-01-2026.** For more detail visite- **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
Uttarpara-Kotrung Municipality

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, সি /ও বাজাজ অটো লিমিটেড কমপ্লেক্স, মুম্বাই পুনে রোড, আকুর্দি, পুনে ৪১১০৩৫
কর্পোরেট কার্যালয়ঃ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, পুনে-আহমেদনগড় রোড সংলগ্ন, বিমান নগর, পুনে ৪১১০০১৪ **শাখা কার্যালয়ঃ** বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, ২ তলা, আমতলা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৩৭
অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণঃ নামঃ এসকে রমজান ইমেল আইডিঃ sk.ramjanbajajfinserv.in
মোবাইল নম্বরঃ ৯১ ৯৬৭৯৯০৩৬৪৪

পরিশিষ্ট- IV-A [বিধি ৮ (৬)-এর শর্ত দ্রষ্টব্য]
সারফেইসি আইন ২০০২ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (আইন) এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতাদের জানানো হচ্ছে যে, নিম্নে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তিটি বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড (BFL)-এর কাছে বন্ধক রাখা আছে এবং যার দখল BFL-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত কর্মকর্তা উক্ত আইনের বিধান অনুসারে গ্রহণ করেছেন, তা নিম্নে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ, চার্জ ও খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য নিলামে বিক্রি করা হবে।
নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা (বিধিমালা)-এর বিধি নং ৮ ও ৯ অনুসারে **‘‘যে অবস্থায় যেখানে আছে, যে অবস্থায় যা আছে এবং যা কিছু আছে’’** ভিত্তিতে নিম্নে বিস্তারিত পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রি করা হচ্ছেঃ

ই-নিলামের বিবরণ

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	**১.মেসার্স পাট ও রবি শস্য ব্যবসা প্রি. এটির প্রপ. সুনীল মন্ডল** তথ্য গ্রাম- এলিয়ট নগর পূর্ব পাড়া থানা- নওদা পোঃ- ঝাউবোনা বহরমপুর ৭৪২১৭৫ যোগাযোগ- ৯১৫৩১৭১৯০৮ ইমেল আইডি- sarojmandal134@gmail.com এছাড়াও, R/o. দাগ নং ৮৮০৬ খতিয়ান নং সাবেক ২৫৮৭ হাল এল.আর. ৬৯৫৩, ৯৩২১, ৬৯৫২ মৌজা- কেদারচাঁদপুর জেএল নং ০৪ অধীন থানা- নওদা জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২১৭৫ **২. মিঃ রঞ্জিত মন্ডল s/o. সুনীল মন্ডল** এলিয়েট নগর ঝাউবোনা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ বহরমপুর ৭৪২১৭৫ **৩. মিঃ সরোজ মন্ডল** S/o সুনীল মন্ডল R/o. এলিয়েট নগর এলিয়ট নগর ঝাউবোনা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ বহরমপুর ৭৪২১৭৫ **৪. মিঃ চন্দনা মন্ডল** W/o সুনীল মন্ডল এলিয়েট নগর এলিয়ট নগর ঝাউবোনা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৭৫ **৫. মিঃ সুনীল মন্ডল** S/o বাসুদেব মন্ডল R/o. ঝাউবোনা এলিয়ট নগর রমনাচাঁদপুর মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ বহরমপুর ৭৪২১৭৫
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	P89WPFB5261663
ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ দাবির নোটিশ, তারিখ ও পরিমাণ	বিজ্ঞপ্তি তারিখ ০৬.০৯.২০২৪, দাবিকৃত টাকার পরিমাণ ২১,৪৫,৫৬৫ /-
১৬.০১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	২৫,১৮,৪২৩ /- টাকা (পঁচিশ লক্ষ আঠারো হাজার চারশো তেইশ টাকা মাত্র)
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দাগ নং ৮৮০৬, খতিয়ান নং সাবেক ২৫৮৭ হাল এল.আর. ৬৯৫৩, ৯৩২১, ৬৯৫২, মৌজা কেদারচাঁদপুর, জে.এল. নং ০৪, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২১৭৫-এর সমস্ত জমি এবং সাধারণ এলাকার আনুপাতিক অংশ সহ (জমির পরিমাণ ৩০৫২ বর্গফুট)। **সীমানা নিম্নরূপঃ** দলিল ১-১৯৫৯ অনুযায়ীঃ পূর্ব- সরোজ মণ্ডল ও রণজিত মণ্ডল পশ্চিম- ৬ ফুট চওড়া এজমালি রাস্তা উত্তর- বিশ্বজিত ও সুনীল মণ্ডল দক্ষিণ- সুনীল কুমার মণ্ডল। দলিল ১-৩৩ অনুযায়ীঃ পূর্ব- মন্দির পশ্চিম- এজমালি রাস্তা উত্তর- মুনিয়া মণ্ডল দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া এজমালি রাস্তা। সাইট প্ল্যান অনুযায়ীঃ পূর্ব- শিব মন্দির পশ্চিম- বিশ্বজিত মণ্ডল ও সুরেশ মণ্ডলের সম্পত্তি উত্তর- বিশ্বজিত মণ্ডলের সম্পত্তি দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ ও সুরেশ মণ্ডল।
সংরক্ষিত মূল্য (ভারতীয় টাকা)	২৩,৫০,২৯২ /- টাকা (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত বিরানব্বই টাকা মাত্র)
ইএমডি	২,৩৫,০২৯ /- টাকা
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৮।০২।২৬ সকাল ১১.০০ থেকে দুপুর ১.০০ পর্যন্ত
ই-নিলাম পোর্টাল	https://bankauctions.in
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭।০২।২০২৬
বিডের বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকায়)	**২৫,০০০ টাকা**
সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে পরিচিত দায়ভার	অজানা
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ	১৮।০১।২০২৬ থেকে ১৭।০২।২০২৬ পর্যন্ত কর্মদিবসে সকাল ৯.৩০ থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী।

সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের জানানো যাচ্ছে যে, যদি কোনো কারণে এখানে নির্ধারিত তারিখে নিলাম ব্যর্থ হয়, তবে সুরক্ষিত পাওনাদার তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয়ের মাধ্যমে জামানতি স্বার্থ প্রয়োগ করতে পারেন। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://bankauctions.in এবং https://www.bajajfinserv.in/auction-notices লিঙ্ক দুটি দেখুন।

তারিখঃ ১৬।০১।২০২৬,
স্থানঃ পুনে

অনুমোদিত কর্মকর্তা,
বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), Tube Well Dept., KMC** invites e-tender for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE/TW/NS-5/XVI/01/2025-26
Name of work : **Sinking of 05 nos. small DIA. Tubewells at different location in Ward No. 126 & 142 & 143 & 144 under Borough-XVI.** Estimated Cost of the Work : ₹ **4,13,175.11.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of completion : **75 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE/TW/NS-5/XVI/02/2025-26
Name of work : **Sinking of 05 nos. small DIA. Tubewells at different location in Ward No. 123 & 124 & 125 under Borough-XVI.** Estimated Cost of the Work : ₹ **4,13,175.11.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of completion : **75 days.** Last date of submission of Bid : **31.01.2026 upto 2 p.m.**(for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on : **02.02.2026 at 3 p.m.**(for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from : **19.01.2026 at 5 p.m.**(for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No. : KMC/ASPH/TRKPALMER-013/2025-26 (1st Call)
Name of work : **Engagement of moveable type mounted earth excavator inside Chingrighata premises for different type of works at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost : ₹ **4,80,280.25.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **90 days.** Last date and time of submission of Bid : **28.01.2026 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from : **20.01.2026 (1 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply/ Central), KMC** invites e-tender online percentage rate under two bid system for the following works(Submission of Bid through online):

(1) NIT No. : KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/12/25-26
Name of work : **Improvement of unfilter water supply by laying of 150 MM DIA DI pipe at Zakaria St. in Ward No.-43.** Estimated Cost : ₹ **2,50,453.00.** Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Time of completion : **21 days.** Last date and time of submission of Bid : **03.02.2026 at 5 p.m.** Date and Time of opening of tender : **05.02.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details shall be available on the website **http://www.etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/EE/WS/C/I/64/25-26/25 (2nd Call)
Name of the work : **Improvement of F.W. Supply at 190 to 233, A.J.C.Bose Road in Ward No.-64.** Estimated Cost : ₹ **4,99,472.00.** Earnest Money: ₹ **9,990.00.** Period of completion : **21 days.** Last date and time of online submission of Bid : **24.01.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details will be available on the website **https://tenders.wb.gov.in** For any addendum or corrigendum, please refer to the website **https://tenders.wb.gov.in**

(3) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/35/19/25-26
Name of the work : **Improvement of filter water by laying service main at 7B Canal East Road in Ward No. 035.** Estimated Cost : ₹ **2,49,421.79.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/35/08/25-26
Name of the work : **Development of filter water supply at 165/21 BM Road in Ward No. 035.** Estimated Cost : ₹ **2,48,465.09.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/35/17/25-26
Name of the work : **Improvement of filter water by laying service main at 4 Naba Basu Lane in Ward No. 35.** Estimated Cost : ₹ **2,49,597.21.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of online submission of Bid : **24.01.2026 at 1 p.m.** (from Sl. No. 3 to 5). Tender will be opened on : **26.01.2026 at 1.30 p.m.** (from Sl. No. 2 to 5). The bid forms and other details will be available on the website **https://wbtenders.gov.in** (from Sl. No. 3 to 5). For any addendum or corrigendum, please refer to the website **https://wbtenders.gov.in** (from Sl. No. 3 to 5).

The **Executive Engineer (M)/WS/ARSM Sq BPS, KMC** invites e-tender on-line in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/ARSM/65/2025-26
Name of the work : **Renovation of dilapidated structures, walls, ceiling, floor etc including thorough painting and improvement of interior decoration of 8 no office rooms at ARSM Sq BPS.** Estimated amount : ₹ **4,86,898.00.** Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of completion : **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/ARSM/42R/25-26
Name of the work : **Supply with fitting, fixing of spares with servicing of 6 KV rated VCB of motor panel of pump unit no. 3, 4, 5, 6 and 7 by replacement of damaged ones at RSM Sq BPS.** Estimated amount : ₹ **4,96,711.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/ARSM/66/2025-26
Name of the work : **Arrangement for improvement of outside illumination of entire courtyard at RSM SQ BPS.** Estimated amount : ₹ **4,12,801.00.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of completion : **07 days.** Last date and time of submission of Bid : **24.01.2026 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on : **27.01.2026 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). **27.01.2026 at 2 p.m.** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available on and from : **16.01.2026, 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). For detail information please visit website : **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (Uttaran Services), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/US/HQ/29/25-26/208 (1st Call)
Name of work : **Repairing of Uttaran sanitary latrine at 245/B, 247/H/2 M.M.Road 79/5, 85/H/4 N.M.Road and surrounding Slum area in Ward No. 29, Borough III.** Estimated Amount (including GST & LWC) : ₹ **4,98,849.64.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/US/HQ/32/25-26/206 (1st Call)
Name of work : **Repairing of Uttaran sanitary latrine at 4A Basanty Colony, 19/22 Canal Circular Road, 59/60 Bagmari Road and different slum area in Ward No. 32, Borough III.** Estimated Amount (including GST & LWC) : ₹ **4,98,309.46.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **120 days.**

(3) NIT No. : KMC/US/HQ/29/25-26/207 (1st Call)
Name of work : **Repairing of Uttaran sanitary latrine at 45A/H/2, 37/H/1 Canal East Road, 3/1A, 3/16 Narkeldanga Main Road and surrounding slum area in Ward No. 29, Borough III.** Estimated Amount (including GST & LWC) : ₹ **4,99,295.04.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/US/HQ/32/25-26/205 (1st Call)
Name of work : **Repairing of drainage inspection PIT and Catch PIT along with replacement of covers with frame at Natunpally, Hotat Pally, 28/1 Murari Pukur Road and various Uttaran areas in Ward No. 32, under Borough III.** Estimated Amount (including GST & LWC) : ₹ **2,97,954.41.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **31.01.2026 upto 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 4). Bid opening date and time for technical proposals : **03.02.2026 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No. : KMC/US/HQ/78/25-26/197 (1st Call)
Name of work : **Extension of pay and use toilet at 72 Ekbalpur Road (near Solana Masjid) in Ward No. 78, Br-IX.** Estimated Amount (including GST & LWC) : ₹ **2,38,320.87.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **29.01.2026 upto 11 a.m.** (for Sl. No. 5). Bid opening date and time for technical proposals : **31.01.2026 at 11.30 a.m.** (for Sl. No. 5). The bid forms and other details are available on and from : **17.01.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5). from the website **http://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Water Supply) S.S.Unit, KMC** invites e-tender online system for following work:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-118/4/25-26/MSH-1/211 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipeline and its related works at different places in Ward No. 118 under Br-XIII.** Estimated Amount : ₹ **2,79,369.08.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of completion : **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-117/9/25-26/S-3/216 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipeline and its related works at different places in Ward No. 117 (Br.XIII).** Estimated Amount : ₹ **2,85,898.23.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of completion : **180 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-131/11/25-26/S-2/217 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipeline and its related works at different places in Ward No. 131 (Br.XIV).** Estimated Amount : ₹ **2,88,058.49.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of completion : **180 days.** Last date of submission of Bid : **05.02.2026 at 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on : **07.02.2026 – 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from : **16.01.2026, 10 a.m.** (for Sl. No. 1) & **19.01.2026, 10 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3).

(4) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-119/04/25-26/212 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipelines and its related works at different places in Ward No. 119 under Br.XII.** Estimated Amount(including GST, CESS) : ₹ **2,62,103.99.** Earnest Money: ₹ **5,245.00.** Period of completion : **180 days.** Last date of submission of Bid : **02.02.2026 (upto 2 p.m.)** Tender will be opened on : **05.02.2026 (at 2 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from : **16.01.2026 at 2 p.m.**

(5) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/16/25-26/208 (1st Call)
Name of work : **Replacement of 100 MM DIA C.I. Pipeline by laying of 100 MM. DIA. D.I. Pipe near Milan Sangha Club, 99/12A Banerjee Para Road in Ward No. - 115, BR-XIII.** Estimated Amount (including GST, CESS) : ₹ **1,66,452.74.** Earnest Money: ₹ **3,330.00.** Period of completion : **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/34/25-26/204 (1st Call)
Name of work : **Laying of 100 MM DIA D.I. Pipe near 24 R.N.Mukherjee Road, 23/4, 29/6 K.D.Road, C9A Shibrampur Road, 578, H/O-Sampa Das Naskar Para 1st Bye Lane, 60/1/4 Naskar Para 2nd Bye Lane in Ward No. - 127, BR-XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : ₹ **3,61,330.33.** Earnest Money: ₹ **7,230.00.** Period of completion : **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-119/03/25-26/206 (1st Call)
Name of work : **Restoration of filter water pipeline at Roybahadur Rd. near H/No-62, Barickpara Rd. and allied works at other different locations in Ward No. - 119, BR-XIII.** Estimated Amount (including GST, CESS) : ₹ **2,60,932.38.** Earnest Money: ₹ **5,220.00.** Period of completion : **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/35/25-26/205 (1st Call)
Name of work : **Laying of 100 MM DIA D.I. Pipe near 131 R.N.Mukherjee Road, 9/5 Surya Sen Nagar, 322 Sarsuna Main Road etc. in Ward No. - 127, BR-XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : ₹ **3,04,884.75.** Earnest Money: ₹ **6,100.00.** Period of completion : **21 days.**

(9) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-120/06/25-26/207 (1st Call)
Name of work : **Replacement of 150 MM. DIA., 100 MM. DIA. C.I. Pipeline By Laying 150 MM. DIA., 100 MM. D.I. Pipe near 127/C, 139 Satyen Roy Road, 146, 146/1/A Roy Bahadur Road etc. (Tarikana Lane) in Ward No. - 120, BR-XIII.** Estimated Amount (including GST, CESS) : ₹ **4,97,663.87.** Earnest Money: ₹ **9,955.00.** Period of completion : **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-129/25/25-26/209 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipeline and its related works at different places in Ward No. - 129 under BR-XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : ₹ **2,79,144.55.** Earnest Money: ₹ **5,590.00.** Period of completion : **180 days.** Last date of submission of Bid : **31.01.2026 (upto 2 p.m.)** (for Sl. No. 5 to 10). Tender will be opened on : **02.02.2026 (at 2 p.m.)** (for Sl. No. 5 to 10). The bid forms and other details are available on and from : **15.01.2026 at 2 p.m.** (for Sl. No. 5 to 10). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 10).

(1981/25-26)

চলুন বেড়িয়ে আসি

ভোরের পুরুলিয়ায় বরফের চাদর! 'গ্রাউন্ড ফ্রস্ট'-এর জাদুতে নতুন পর্যটন গন্তব্য হয়ে উঠছে অযোধ্যা পাহাড়

ভোরের আলো ফোটার আগেই পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে যেন প্রকৃতির এক আশ্চর্য দৃশ্যপট। রাতভর ঝরে পড়া শিশির ভোরের ঠান্ডায় জমে গিয়ে ঘাস, গাড়ির ছাদ, গাছের পাতা আর খোলা জায়গায় তৈরি করছে বরফের আস্তরণ-যাকে আবহাওয়ার পরিভাষায় বলা হয় 'গ্রাউন্ড ফ্রস্ট'। পশ্চিমবঙ্গের এই রুক্ষ, পাহাড়ি জেলায় এমন দৃশ্য সাধারণত বিরল। আর তাই এই বরফ জমার ছবিই এখন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল, বদলে দিচ্ছে পুরুলিয়ার পর্যটন পরিচিতি।

সম্প্রতি অযোধ্যা পাহাড়ের সীতাকুণ্ড এলাকায় একটি বেসরকারি পর্যটন প্রকল্পের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির উপর তুষার জমে থাকার ছবি ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে। ছবিগুলি দেখে অনেকেই বিস্মিত-এ কি সত্যিই পুরুলিয়া? কেউ কেউ আবার তুলনা টানছেন ' কাশ্মীর' নামে পরিচিত দাড়িংবাড়ির সঙ্গে। এই তুলনাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, পর্যটকদের চোখে পুরুলিয়া আর শুধু রুক্ষ পাহাড়, শাল-পলাশের জঙ্গল বা আদিবাসী সংস্কৃতির জায়গা নয় শীতের সকালে বরফে ঢাকা এক অনন্য অভিজ্ঞতার নামও বটে। গ্রাউন্ড ফ্রস্ট মূলত তুষারপাত নয়। শীতের রাতে বাতাস শান্ত থাকলে এবং আকাশ পরিষ্কার থাকলে মাটির কাছের তাপমাত্রা দ্রুত কমে যায়। ফলে বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প শিশির হয়ে পড়ে এবং তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি বা তার নিচে নামলে সেই শিশিরই বরফে পরিণত হয়। অযোধ্যা পাহাড়ের উচ্চতা, খোলা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিশেষ কিছু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ঘটনা এখানে ঘটছে।শুক্রবার ভোরে পুরুলিয়া জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সমুদ্রতল থেকে প্রায় ২২০০ ফুট উঁচু অযোধ্যা পাহাড়ে তাপমাত্রা সাধারণত জেলার অন্যান্য অংশের তুলনায় এক থেকে দুই ডিগ্রি কম থাকে। তার উপর সীতাকুণ্ড এলাকা আরও কিছুটা নিচু তাপমাত্রার জন্য পরিচিত। ফলে এখানকার ভোরবেলায় পারদ নামছে আরও দু'-তিন ডিগ্রি নিচে, যা গ্রাউন্ড ফ্রস্ট তৈরির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করছে।অযোধ্যা পাহাড়ের হিলটপে অবস্থিত সীতাকুণ্ড এলাকা প্রকৃতিগতভাবেই ব্যতিক্রমী। এখানে রয়েছে পাথর দিয়ে বাঁধানো এক প্রাকৃতিক প্রস্রবণ, যেখান থেকে মাটির নিচ থেকে অনবরত স্বচ্ছ ও শীতল জল বেরিয়ে আসে। এই ঠান্ডা জলের প্রবাহ চারপাশের পরিবেশকে আরও শীতল করে তোলে। শীতকালে তো বটেই, এমনকি গ্রীষ্মকালেও এই এলাকা বেশ মনোরম ও ঠান্ডা থাকে।

এই কারণেই রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীন সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ সীতাকুণ্ডকে তাদের পর্যটন প্রচারপত্রে ' স্পেশালি ফর স্টুডেন্টস অফ এনথ্রপোলজি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অর্থা শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, ভূতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও এই এলাকা গুরুত্বপূর্ণ। দিন কয়েক আগেই প্রথম সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় ঘাস, গাড়ির ছাদ ও খোলা জায়গায় জমাট বাঁধা বরফের ছবি। সেই ছবি দেখেই অনেক পর্যটক আর দেরি করেননি-ব্যাগ গুছিয়ে রওনা দিয়েছেন পুরুলিয়ার পথে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়েও অযোধ্যা পাহাড়ের পর্যটন আবাসগুলিতে বুকিংয়ের চাপ চোখে পড়ার মতো। এলাকার একটি বেসরকারি পর্যটন প্রকল্পের কর্ণধার, হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা অমিত পাল জানাচ্ছেন, গত ২৯ ডিসেম্বর সীতাকুণ্ড এলাকায় প্রথম আমরা এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করি। নতুন বছরের শুরুতেও এমন ছবি দেখা যাচ্ছে। শুক্রবার আবার গাড়ির উপর জমে থাকা তুষারের ছবি তুলেছি। পর্যটকরা ভীষণ খুশি। অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে পুরুলিয়ায় এমন দৃশ্য দেখা যায়। এখন এই গ্রাউন্ড ফ্রস্টই পুরুলিয়ার পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম আলোচনার বিষয়। পশ্চিমাঞ্চল পুরুলিয়ায় ১৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রবল শীতের সতর্কতা জারি ছিল আগেই। সেই সতর্কতার মধ্যেই প্রকৃতি যেন বাড়তি উপহার দিয়েছে এই বরফ জমার দৃশ্য। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, এই নতুন অভিজ্ঞতা পুরুলিয়ার প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়াবে। শীতকালীন পর্যটনের ক্ষেত্রে দার্জিলিং বা দাড়িংবাড়ির বাইরে পুরুলিয়াও যে একটি বিকল্প হতে পারে, তা এবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই গ্রাউন্ড ফ্রস্ট। তবে পর্যটকদের ভি। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন যথাযথ পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণের দিকেও নজর দেওয়া। পাহাড়ি এই অঞ্চলের পরিবেশ অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই অপরিকল্পিত পর্যটন যেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট না করে, সে দিকেও সতর্ক থাকতে হবে প্রশাসন ও স্থানীয় মানুষজনকে। পুরুলিয়া দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত ছিল তার রুক্ষ পাহাড়, লাল মাটি, শাল-পলাশের বন, ছৌ নাচ আর আদিবাসী সংস্কৃতির জন্য। এবার সেই পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হল শীতের সকালে বরফে ঢাকা এক অনন্য দৃশ্য। প্রকৃতির এই খেলায় পুরুলিয়া যেন নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করছে। ভোরের আলোয় জমাট বরফের উপর পড়া সূর্যের প্রথম কিরণ, পাহাড়ি হাওয়ার শীতল ছোঁয়া আর নীরব প্রকৃতি- এই অভিজ্ঞতা পর্যটকদের মনে দীর্ঘদিন থেকে যাবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। 'গ্রাউন্ড ফ্রস্ট' হয়তো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এর প্রভাব পুরুলিয়ার পর্যটন মানচিত্রে স্থায়ী ছাপ ফেলবে-এমনটাই এখন বিশ্বাস ব্যবসায়ী থেকে প্রকৃতিপ্রেমী সকলের। দক্ষিণ পুরুলিয়ার পাহাড়, জঙ্গল আর ঝরনার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা মনোরম পর্যটনস্থল ঝরনাকোচা আজও রয়ে গেছে পর্যটকদের নজরের বাইরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর হলেও প্রচারের অভাব ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন পর্যটকরা। তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে স্থানীয় অর্থনীতিতে। ভরা শীতের মরসুমেও বন্ধ পড়ে রয়েছে অতিথি আবাস, আর হতাশ হয়ে পড়ছেন এলাকার বাসিন্দারা। ২০১৮ সালে দক্ষিণ পুরুলিয়ার বরাবাজার ব্লকের সিন্দরি অঞ্চলের ঝরনাকোচাকে একটি সম্ভাবনাময় ' সিথিং' স্পট হিসেবে তুলে ধরে ব্লক প্রশাসন। পাহাড়ি জঙ্গলে ঘেরা এই এলাকাটি প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে যে কোনও মরসুমেই আকর্ষণীয় হওয়ার কথা। ঝরনাকোচা গ্রামের লাগোয়া ধারবুরু ও কোন্ডামাই-এই দুই পাহাড়ের সংযোগস্থল থেকেই অবিরাম ঝরে পড়ছে স্বচ্ছ জল। সেই জল পাহাড়ের পাদদেশে থাকা বন দপ্তরের একটি পুকুরে জমা হয়, যা এলাকাটিকে আরও মনোরম করে তুলেছে। চারপাশ জুড়ে শাল, পিয়াল, মহুল সহ নানা প্রজাতির দেশীয় গাছে ঘেরা জঙ্গল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শোনা যায় নানান জানা-অজানা পাখির ডাক। পাহাড়ের গায়ে রয়েছে একটি প্রাকৃতিক গুহাও, যা অভিযাত্রীপ্রিয়. পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের হতে পারত। অথচ এত কিছুর পরেও পর্যটনের মূল স্রোতে জায়গা করে নিতে পারেনি ঝরনাকোচা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যেই কয়েক বছর আগে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ঝরনাকোচা পাহাড়ের অন্য পাশে, ফুলঝোর গ্রামের অদূরে একটি কমিউনিটি সেন্টারকে পর্যটক আবাস হিসেবে সাজিয়ে তোলা হয়। প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই কমিউনিটি সেন্টারে আট জন পর্যটকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। রান্নাঘর ও ডাইনিং ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে টেন্ট করে থাকার ব্যবস্থার পারকল্পনাও ছিল প্রশাসনের। ফুলঝোর গ্রামের একটি ক্লাবকে ওই পর্যটন কেন্দ্র দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শুরুতে কয়েকজন পর্যটক এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা কমতে থাকে। গত দু'বছর ধরে কার্যত কেউই আর সেখানে আসেন না। ফলে শীতের ভরা মরসুমেও অতিথি আবাসের দরজায় ঝুলছে তালা। পর্যটক আবাসের দেখভালের দায়িত্বে থাকা ফুলঝোর গ্রামের বাসিন্দা সেরমা সুশার সোরেন আক্ষেপের সুরে বলেন,জায়গাটা খুবই শান্ত আর নিরিবিলি। সারাদিন পাখির ডাক শোনা যায়। পাহাড়, জঙ্গল, ঝরনা- সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ। কিন্তু প্রচার না থাকায় মানুষ জানতেই পারছেন না এখানে এমন একটি জায়গা আছে। গত দু'বছর ধরে প্রায় কেউ আসেন না। প্রশাসনের তরফে যদি ঠিক ভাবে প্রচার করা হয়, তাহলে আবার পর্যটক আসবেন বলে আমরা আশাবাদী। স্থানীয় বাসিন্দদের বক্তব্যেও একই সুর। ঝরনাকোচা গ্রামের রতন হাঁসদা ও লখিন্দ মান্ডি জানান, আগে শীতকাল এলেই দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসতেন। এখন সেই চিত্র আর নেই। চলতি শীতে পিকনিকের ভিড় কার্যত চোখেই পড়েনি।
সম্প্রতি পিকনিক করতে আসা একটি দলের সদস্য জানান, জায়গাটা ভীষণ সু ন্দর। পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে এমন পরিবেশ খুব কমই দেখা যায়। এখানকার মানুষজনও খুব সহযোগিতাপরায়ণ। কিন্তু পরিকাঠামোর বড় অভাব। পানীয় জলের জন্য মাত্র একটি টিউবওয়েল আছে। পরিবার নিয়ে এলে শৌচালয় খুব দরকার, কিন্তু সেটারও কোনও ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থায় সবাই বারবার আসতে চাইবে না। পরিকাঠামোর অভাবই এখন ঝরনাকোচার সবচেয়ে বড় বাধা।
পর্যাপ্ত পানীয় জল, শৌচালয়, বসার জায়গা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিংবা রাস্তার উন্নতি-এই মৌন প্রয়োজনগুলিই পর্যটকদের নিরুসাহিত করছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র এই কারণেই পর্যটন সম্ভাবনা ধুঁকছে।

ড্রোন অনুপ্রবেশের সময়টাই ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ

সেনাপ্রধানের কড়া হুঁশিয়ারির পরও বেপরোয়া ইসলামাবাদ!

ইসলামাবাদ, ১৬ জজানুয়ারি ঃ সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ দ্বিবেদীর কঠোর সতর্কবার্তাকে কার্যত উপেক্ষা করেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা-র কাছে অন্তত দু'টি সন্দেহভাজন পাকিস্তানি ড্রোন উড়তে দেখা যাওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে নিরাপত্তা মহলে। ঘটনার পরই দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায় ভারতীয় সেনা। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মেনে ড্রোনগুলিকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়, যাতে তারা আর ভারতীয় আকাশসীমার ভিতরে ঢুকতে না পারে। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ রাজৌরি সেক্টরের ডুঙ্গালা-নাবলা এলাকার আকাশে প্রথমে একটি এবং পরে আরও একটি ড্রোনের গতিবিধি নজরে আসে। ড্রোনগুলি নিয়ন্ত্রণরেখার খুব কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিল। সেনার নজরদারি ব্যবস্থায় এই অনুপ্রবেশ ধরা পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতা জারি করা হয় এবং সীমান্তে মোতায়েন জওয়ানরা প্রস্তুতি নিয়ে ড্রোন লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ড্রোনগুলি সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের দিকে ফিরে যায় বলে জানা গিয়েছে। এই ড্রোন অনুপ্রবেশের সময়টাই ঘটনাটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। কারণ, তার কয়েক ঘণ্টা আগেই সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী স্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানকে সতর্ক করেছিলেন। সীমান্তে প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না-এই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। সেই কড়া অবস্থানের পর এত দ্রুত ড্রোন উড়ে আসা কার্যত সরাসরি উসকানি বলেই মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের একাংশ। ঘটনার পর গোটা রাজৌরি সেক্টরে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। সেনা ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতেও অতিরিক্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রথম নয়। গত রবিবারই সাম্বা, রাজৌরি ও পুঞ্চ-এই তিনটি জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অন্তত পাঁচটি ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছিল। রাজৌরি জেলার নওশেরা সেক্টরের গানিয়া-কালসিয়ান গ্রামে প্রথম ড্রোনের উপস্থিতি নজরে আসতেই ভারতীয় সেনা কোনও সময় নষ্ট না করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। সেনা সূত্রের দাবি, ওই পাঁচটি ড্রোনই কিছুক্ষণ ভারতীয় আকাশসীমার কাছাকাছি চক্কর কাটার পর আবার পাকিস্তানের দিকে ফিরে যায়। তিন দিনের মধ্যে দু'বার এই ধরনের ঘটনা ঘটায় নিরাপত্তা মহলের উদ্বেগ বেড়েছে কয়েক গুণ। সেনা ও গোয়েন্দা সংস্থার অনুমান, পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবেই সীমান্তে ড্রোন ব্যবহার বাড়াচ্ছে। এর নেপথ্যে শুধু নজরদারি নয়, আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। নিরাপত্তা কর্তাদের মতে, ড্রোনের মাধ্যমে শুধু সীমান্তে সেনা মোতায়েনের ছবি তোলা বা নজরদারিই নয়, মাদক ও অস্ত্র পাচারের চেষ্টাও হতে পারে। অতীতে একাধিকবার দেখা গিয়েছে, সীমান্তের ওপার থেকে ড্রোন ব্যবহার করে আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক এবং মাদক ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। জম্মু অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগেও এই ধরনের অস্ত্র ও মাদকের চালান উদ্ধার হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক ড্রোন অনুপ্রবেশকে হালকাভাবে নিতে রাজি নন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের আশঙ্কা, সীমান্তে অশান্তি বাড়ানোর পাশাপাশি ভেতরে বড়সড় নাশকতার ছক কষা হতে পারে। বিশেষ করে আসন্ন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচির কথা মাথায় রেখে এই ধরনের তৎপরতা আরও উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে।ভারতীয় সেনা ইতিমধ্যেই ড্রোন মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম, রাডার নজরদারি এবং নাইট-ভিশন যন্ত্রের মাধ্যমে সীমান্তে নজর আরও কড়া করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানো হয়েছে, যাতে কোনও অনুপ্রবেশ বা সন্দেহজনক গতিবিধি দ্রুত ধরা পড়ে। প্রতিরক্ষা সূত্রের দাবি, পাকিস্তানের এই ধরনের উসকানিমূলক কার্যকলাপের যোগ্য জবাব দিতে ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সীমান্তে শান্তি বজায় রাখতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না-এই বার্তা ফের একবার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজৌরি, পুঞ্চ এবং সাম্বা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। রাতের বেলায় অপ্রয়োজনে বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর টহলও বাড়ানো হয়েছে।

সীমান্ত থেকে প্রযুক্তি কেন্দ্র পর্যন্ত সংযোগের নতুন দিগন্ত

আলিপুরদুয়ার-বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, সীমান্ত থেকে প্রযুক্তি কেন্দ্র পর্যন্ত সংযোগের নতুন দিগন্ত
অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ভুটানের প্রবেশদ্বার থেকে ভারতের সিলিকন ভ্যালি পর্যন্ত, আলিপুরদুয়ার-বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করবে। এই রুটের যাত্রা শুরু হবে ভুটান এবং উত্তর-পূর্ব করিডোরের কাছাকাছি অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত জেলা আলিপুরদুয়ার থেকে এবং এটি ভারতের প্রযুক্তি ও শিল্প কেন্দ্র বেঙ্গালুরুর কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পৌঁছাবে। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সীমান্ত অঞ্চলকে প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে, এই ট্রেনটি একাধিক রাজ্য জুড়ে জাতীয় সংহতি, গতিশীলতা এবং লজিস্টিক সংযোগকে শক্তিশালী করবে।ট্রেনটি সাপ্তাহিক পরিষেবা হিসেবে চলাচল করবে।

সুচিকিৎসা মাসিক পত্রিকা

CHANGE OF NAME
I, Mohammad Sabir (Old Name) S/o Md Mustaqueem Residing at Habipur Road, Near Holy Convent School, Moazzamchak, P.o - Habibpur, P.s - Habibpur, Bhagalpur, Bihar - 813113, India, Have Changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Sabir Mustaqueem (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 16-01-2026. Mohammad Sabir (Old Name) and Mohammad Sabir Mustaqueem (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Chandni Kumari (Old Name) W/o Rajesh Kumar Residing at A-Block, 2C, Twin Tower, Rajarhat Main Road, Gopalpur (M), P.o - Hatiara, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700157, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Chandni (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Calcutta vide affidavit no 9476 Dated 14-01-2026. Chandni Kumari (Old Name) and Chandni (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MOHAMMED FAWAZUDDIN, S/ O of Mohammed Farhaduddin, residing on the 3rd floor of "Zedd Apartment" at Premises No.7, Taltala Lane, Kolkata-700014, certify that my name is recorded as "Mohammed Fawazuddin" in my birth certificate bearing No. 20005156041 /BC/2020 issued by Barasat Municipality, while in some other documents, it is recorded as "Md. Fawazuddin". Mohammed Fawazuddin and Md. Fawazuddin is the same and identical person and known by both the names in the locale. Sworn by Affidavit before the 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata, on 16 th January, 2026.

CHANGE OF NAME
I, Iran Molya (old name) son of Keramat Ali Molla, residing at Bazarait, P.O –Shankshar, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Iran Molla (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 16/01/2026. Iran Molya (old name) and Iran Molla (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,MD GOLAM MUSTAFA (old name) S/O - ANESH SEKH residing at VILL- SHIBDANGA PO - COSSIMBAZAR PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD GOLAM MUSTAFA (old name) to GOLAM MOSTAFA (new name) and henceforth, I shall be Known as GOLAM MOSTAFA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 16/01/2026. GOLAM MOSTAFA (new name). & MD GOLAM MUSTAFA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Apurba Kumar Kundu (Old Name) S/o Late Kanai Lal Kundu Residing at 43 Kantapukur 3rd Bye Lane, Ward No-43, Bantra Sadar, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Apurba Kundu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 75/2026 Dated 16-01-2026. Apurba Kumar Kundu (Old Name) and Apurba Kundu (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ruhi Khatoon (Old Name) D/o Golam Mostafa Residing at 85Z/1D, Topsia Road, P.o+P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700139, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Ruhi Khanam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-01-2026. Ruhi Khatoon (Old Name) and Ruhi Khanam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, (Old Name) KHODABOX SK and KHODABOX SHAIKH S/o- NAYEN SEIKH Residing at, - Sahajadpur - Hariharpara Dist-Murshidabad, Pin- 742166, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KHODABOX SK and KHODABOX SHAIKH To KHODA BAKSH SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KHODA BAKSH SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 26 Dec 2025, KHODA BAKSH SEIKH and KHODABOX SK and KHODABOX SHAIKH both are Same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, ARIYAN RAHAT (old name) S/O - AMIR KHUSRU residing at VILL- SAYED PUR PO - NASHIPUR BALAGACHI PS - RANITALA DIST - MURSHIDABAD PIN -742135. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ARIYAN RAHAT (old name) to ARIYAN KHUSRU (new name) and henceforth, I shall be Known as ARIYAN KHUSRU (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the LD JUDICIAL MAGISTRATE at LALBAGH court dated on 06/01/2026. ARIYAN KHUSRU (new name) & ARIYAN RAHAT (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Abdur Rouf, Mahammad Abdur Rouf (Old Name) S/o Abu Bakkar Residing at Khajutty, Bagnan, Vtc+P.o - Khajutti, District - Howrah, Pin - 711303, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Abdur Rouf (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 74/2026 Dated 16-01-2026. Abdur Rouf, Mahammad Abdur Rouf (Old Name) and Md Abdur Rouf (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Sajahan (Old Name) S/o Mohammad Hasan Ali Residing at FL-2, 204, Durga Kuthir Station Road, P.o - Dankuni, P.s - Dankuni, District - Hooghly, Pin - 712311, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Sajahan Ali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-01-2026. Md Sajahan (Old Name) and Md Sajahan Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Kamla Prasad Tripathy, Kamla Prasad Thripathi (Old Name) S/o Late Baburam Residing at 157E, Sri Arabinda Sarani District - Kolkata, Pin - 700006, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kamala Prasad Tripathi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-12-2025. Kamla Prasad Tripathy, Kamla Prasad Thripathi (Old Name) and Kamala Prasad Tripathi (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Fulchand Seikh, SO Abdur Rafik, গ্রামঃ মাঝারিপাড়া, পোঃ সঙ্গিগড়া বাজার, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার স্ত্রীর আসল নাম Manuyara Bibi. কিন্তু আমার মেয়ের (Mobina Khatun) জন্ম শংসাপত্রে স্ত্রীর নাম Purnima Bibi নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Manuyara Bibi এবং Purnima Bibi এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হল।

CHANGE OF NAME
I, Zulfequar Haider (old name) Son of Abdul Gaffar, residing at 88, Nil Ratan Adhikary Road, Po & Ps-Kamarhati, North 24 Parganas Pin-700058, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Zulfeqar Haidar (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 16/01/2026. Zulfequar Haider (old name) and Zulfeqar Haidar (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Shravan Kumar (Old Name) S/o Shyam Bihari Singh Residing at 27, Gobra Gorasthan Road, P.o - Gobinda Khatick Road, P.s - Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Shravan Singh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-01-2026. Shravan Kumar (Old Name) and Shravan Singh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ashok Kundu (Old Name) S/o Shyamsundar Kundu Residing at 83/2 Becharam Chatterjee Road, Behala S.O, Behala, District - Kolkata, Pin - 700034, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Ashok Kumar Kundu (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 73/2026 Dated 16-01-2026. Ashok Kundu (Old Name) and Ashok Kumar Kundu (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, SANJAY KUMAR Son of Late Shankar Lal Goyal, residing of 116, Sukanta Sarani, P.O- Bhadrakali,P.S - Uttarpara, Dist - Hooghly, Pin - 712232, W.B shall henceforth known as Sanjay Kumar Goyal as declared before the 1'st Class Judicial Magistrate at Serampore, Hooghly Court vide Affidavit No.14106 Dated : 27-11-2025 Sanjay Kumar and Sanjay Kumar Goyal both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sheikh Rafique Alam (old name) Son of Late Moniruzzaman, residing at 37/2C, Ekbalpore Lane, Ps-Ekbalpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Rafique Alam (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 16/01/2026. Sheikh Rafique Alam (old name) and Sk Rafique Alam (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Satyajit Bar (Old Name) S/o Bhim Charan Bar Residing at White Meadows, Block 10 Flat 6E, 1529, Dwarir Road, Rajpur, Rajpur Sonarpur (M), District - South 24 Parganas, Pin - 700151, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Satyajit Burman (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 80/2026 Dated 16-01-2026. Satyajit Bar (Old Name) and Satyajit Burman (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I MEHETAB HOSSEN MIDDYA son of MANNAN MIDDYA (Old Name) residing at Dakhsin Sanrtoshpur PO-Dakhsin Santoshpur PS-J.B.Pur Dist-Howrah Pin-711404 West Bengal has changed my father's name will be henceforth be known as ABDUL MANNAN MIDDYA (new name) at Notary Public Howrah court West Bengal dated 09/01/2026. MANNAN MIDDYA (old name) and ABDUL MANNAN MIDDYA (new name) are same and Identical person.

CHANGE OF NAME
I, Azhida Begum (old name) Wife of Akbar Ali, residing at 13/H/4/1, Barunfield Row, Ps-Ekbalpore, Kolkata-700027, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Zahida Begum (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 16/01/2026. Azhida Begum (old name) and Zahida Begum (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ashish Mishra (Old Name) S/o Rajesh Mishra Residing at Jyangra Gobinda Nibas Math Para, Rajarhat-Gopalpur, P.o - Jyangra, P.s - Baguiati District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Ashis Mishra (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Calcutta vide affidavit no 8008 Dated 09-01-2026. Ashish Mishra (Old Name) and Ashis Mishra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I NILUFA BEGUM SK daughter of NURISLAM ALI (Old name) residing at (Bankra Kabar Para PO-Bankra PS-Domjur Dist-Howrah Pin-711403 West Bengal) has changed my father's name will be henceforth be known as SK NURISLAM (new name) at Notary Public Howrah court West Bengal date 09/01/2026. NURISLAM ALI (old name) and SK NURISLAM (new name) are same and Identical person.

CHANGE OF NAME
I SMT.PUTUL JANA(Aadhaar card (No.710865108218),W/O-Ashis Jana, Residing at AC 239,Manas Apartment,P.O.& P.S.-New Town, Dist- North 24 Parganas, Kolkata-700156, West Bengal, That my name prior to marriage was "NAJNI KHATUN" Which has been recorded in my Admit Card, and it was issued by the West Bengal Board of Secondary Education, bearing Registration No."A3123052-017"for the year 2006.That my father's name is "LATE MD.IKBAL HOSSAIN"mentioned in my Admit Card. That after to marriage with ASHIS JANA ,I have adopted and been known as "PUTUL JANA" and the said name is my present and correct name. That "NAJNI KHATUN"(before marriage),Wife of Mr.Ashis Jana, and "PUTUL JANA"(after marriage), Wife of Mr.Ashis Jana, are the same and one identical person. Vide affidavit(SL NO-502) In the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore,Date-13/01/2026.

CHANGE OF NAME
I, SANGEETA YADAV (Old Name) W/o Dinesh Yadav Residing at 178/3, K.D.Road, P.O.Garifa, P.S.Naihati, Dist. North 24 Pgs, Pin-743166 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as SANGITA YADAV (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, Kolkata Dated 14-01-2026. SANGEETA YADAV (Old Name) and SANGITA YADAV (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sarjina Khatun Bibi, W/o Rasid Mondal, resident of Vill. Betberia, Po Hridaypur, Pa Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin- 741123 do hereby declare that I have changed my name from Sarjina Khatun Bibi to Sarjina Mondal in all purpose, vide affidavit No. 6 sworn in the Judicial Magistrate (1st class) at Krishnagar, Nadia on 19.12.2025. Sarjina Mondal and Sarjina Khatun Bibi both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Iran Molya (old name) son of Keramat Ali Molla, residing at Bazarait, P.O –Shankshar, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Iran Molla (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 16/01/2026. Iran Molya (old name) and Iran Molla (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, KHOSMALI SHAIKH, MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY VOTER CARD AS KHOSMALI SEKH AND VOTER LIST IN THE YEAR 2002 AS KHOSMALI SA AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 26/9/25 I KHOSMALI SHAIKH AND KHOSMALI SEKH AND KHOSMALI SA IS SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS KHOSMALI SHAIKH R/O VILL-BETBERIA PS CHAPRA DIST NADIA W.B

CHANGE OF NAME
I, Fatima (given name) Ruhi Kalim (surname) (old name) daughter of Nasim Akhtar and wife of Azad Tanveer Kalim, residing at 32, Ripon Street, 3rd Floor, P.O & P.S – Park Street, Kolkata – 700016, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ruhi Kalim (given name) Fatima (surname) (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 16/01/2026. Fatima (given name) Ruhi Kalim (Surname) (old name) and Ruhi Kalim (given name) Fatima (surname) (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I Monoruddin Shaikh, S/O Sariyat Ali Sk, resident of Vill Pitambarpur, Po Dompukur, Ps- Chapra, Dist Nadia in West Bengal, Pin- 741123 do hereby declare that I have changed my name from Monoruddin Shaikh to Monoruddin Sk all purpose, vide affidavit No. 20297 sworn in the Executive Magistrate (1st class) at Krishnagar, Nadia on 24/12/2025 Monoruddin Sk and Monoruddin Shaikh are same and identical person

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া। **ই-টেন্ডার নংঃ ২৫০_২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৫.০১.২০২৬, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসন-টিএফটিআর বিএলওয়াই-এসকেজি III-আরডি লাইন ৩৭.১৫০-৩৭.৭৫০= ০.৬০, ৩৮.৬০০-৩৮.৮০০=০.২০, ৪৪.৮৩০-৪৫.১৩০=০.৩০, ৪৮.৯০০-৪৯.২০০=০.৩০ মোট=১.৪০০ কিমি। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,২১,৯৪,৩১৪.১০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৬১,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-546/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EastenRailway @easternrailwayheadquarter

বেনারস-শিয়ালদহ-বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা

বেনারস ও শিয়ালদহ-এর মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা যথা **২২৫৮৮/২২৫৮৭ বেনারস-শিয়ালদহ-বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের (ত্রি-সাপ্তাহিক)** শুভ সূচনা করা হবে। **২২৫৮৮ বেনারস-শিয়ালদহ অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের** নিয়মিত পরিষেবা **২৩.০১.২০২৬ (শুক্রবার) তারিখ থেকে বেনারস** থেকে শুরু হবে এবং **২২৫৮৭ শিয়ালদহ-বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের** নিয়মিত পরিষেবা **২৪.০১.২০২৬ (শনিবার) তারিখ থেকে শিয়ালদহ থেকে** শুরু হবে এবং উভয় ট্রেন নিম্নলিখিত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন ও গঠন অনুসারে চলবে :—

বেনারস-শিয়ালদহ অমৃত ভারত এক্সপ্রেস			২২৫৮৮ ২২৫৮৭ স্টেশন	শিয়ালদহ-বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেস		
দিন	পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.	দিন
শুক্র, রবি, মঙ্গল	-	২২.১০	↓ বেনারস	০৭.২০	-	রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি
	২৩.১০	২৩.১৫	পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন	০৬.১০	০৬.১৫	
শনি, সোম, বুধ	০১.৫৮	০২.০৫	পাটনা জংশন	০২.৪৩	০২.৫০	
	০৫.০০	০৫.০২	জসিডি জংশন	২২.৫৬	২২.৫৮	শনি সোম, বুধ
	০৫.১৯	০৫.২১	মধুপুর জংশন	২২.৩৫	২২.৩৭	
	০৬.১৭	০৬.২০	আসানসোল জংশন	২১.৪২	২১.৪৫	
	০৬.৪৩	০৬.৪৫	দুর্গাপুর	২১.১৯	২১.২১	
	০৯.৫৫	-	শিয়ালদহ	-	১৯.৩০	

চলাচলের দিন : ২২৫৮৮ বেনারস থেকে ২৩.০১.০২৬ তারিখ থেকে প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও মঙ্গলবার এবং **২২৫৮৭ শিয়ালদহ থেকে** ২৪.০১.২০২৬ তারিখ থেকে প্রতি শনিবার, সোমবার ও বুধবার। **গঠন :** স্লিপার শ্রেণী - ৮, সাধারণ ২য় শ্রেণী (এলডব্লুএস) - ৮, এলএসএলআরডিপিপি - ২ - ১৮ কোচ। **শ্রেণী :** অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যাজোর

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Saturday, 17th January 2026	487C+4VC DAIMOND HARBOR ROAD RAMNARAYANPUR K , WEST BENGAL 743345	2:30 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

ঝাড়খণ্ডে খুন মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক স্তব্ধ ট্রেন চলাচল

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৬ জানুয়ারি ঃ পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বাংলায় ভাষায়

কথা বলার অপরাধে ঝাড়খন্ডে 'খুন' হলেন মুর্শিদাবাদের এক যুবক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে গোটা জেলা জুড়ে। মৃত যুবকের নাম আলাউদ্দিন শেখ (৩০)। তাঁর বাড়ি বেলডাঙা থানার অন্তর্গত সুজাপুর- তাতলাপাড়া গ্রামে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হওয়া এবং বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে ঝাড়খণ্ডে ফেরিওলার কাজে কর্মরত তাদের ছেলেকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বেলডাঙার সুজাপুর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। এর জন্য কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গগামী এই প্রধান সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে বেলডাঙা স্টেশনে রেল অবরোধ করেন তারা। ফলে সকাল থেকেই শিয়ালদহ -লালগোলা শাখার ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বেলডাঙ্গা থানার পুলিশ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও অবরোধ তুলতে অস্বীকার করেছেন স্থানীয়রা । সম্প্রতি ওড়িশার সম্বলপুরে বাংলায় কথা বলার অপরাধে জুয়েল রানা নামে এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে কিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই চেন্নাইতে কাজ করতে যাওয়া মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত হাড়োয়া গ্রামের বাসিন্দা আমাই মাঝি নামে এক যুবককে খুন করার অভিযোগ তুলেছে পরিবারের সদস্যরা। এরই মধ্যে ফের মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা জেলা জুড়ে। বেলডাঙার স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ নাজমুল হক বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য রাজ্যের বাইরে হেনস্থা হতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে। আজ আমরা আমাদের এক ভাইকে হারালাম। তারই প্রতিবাদে আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি।' তিনি আরও বলেন,''এটা কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়। এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেতেই ভয় পাচ্ছি। সেখানে যেকোনও সময় আমাদের ওপরও হামলা হতে পারে। আগামী দিনে আমাদের ওপর আরও বড় বিপদ নেমে আসতে চলেছে। এখন থেকেই আমাদের হিন্দু- মুসলমান ভাইদের একত্রিত হয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে। একটি স্বাধীন দেশে বসবাস করে কেন বারবার হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে তাদের বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শুক্রবার দুপুরে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এর পাশাপাশি খুনের ঘটনার তদন্তে মুর্শিদাবাদ পুলিশের একটি দল ঝাড়খন্ড যাচ্ছে বলেও জানা গেছে।

নাবালিকাকে অপহরণের চেষ্টা, মহিলা-সহ ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা এলাকায় স্কুল ছুটির পর ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে জোরপূর্বক অপহরণ করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় এক মহিলা ও এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মায়া ঘোষ গুলমার বাসিন্দা এবং অভিজিত সূত্রধর চম্পাসারির বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার প্রধাননগর থানার অন্তর্গত শ্রী গুরু বিদ্যা মন্দির স্কুলের সামনে ঘটনাটি ঘটে। স্কুল ছুটি হওয়ার পর ওই ছাত্রী গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পরিবারের সদস্যদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক সেই সময় একটি স্কুটি নিয়ে মায়া ও অভিজিত সেখানে পৌঁছায়। প্রথমে তারা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে ভাব জমানোর চেষ্টা করে এবং পরে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে জোর করে স্কুটিতে বসানোর চেষ্টা করে। অপহরণকারীদের মতলব বুঝতে পেরে ওই নাবালিকা চিৎকার শুরু করে এবং স্কুটি থেকে নেমে যায়। তার আর্তনাদ শুনে সংলগ্ন এলাকার দোকানদার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্থানীয়রা অভিযুক্তদের আটকে রেখে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমে ছাত্রীটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায়। এরপর অভিযুক্তদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতেই নাবালিকার মা প্রধাননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মায়া ও অভিজিতকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের সঙ্গে কোনও আন্ত ঃরাজ্য শিশু পাচার চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে।

Office of The Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat
Hura Panchayat Samity
Vill-Layakdih, P.O-Lakhanpur, Dist-Purulia, Pin-723104

Notice Inviting Tender No: 11(2025-26)/LKGP

Sealed tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2(Two) Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day from **19.01.2026 to 30.01.2026 (11.30 am to 3.30 pm).** Last date of dropping of sealed tender form on or before **30.01.2026 up to 12.00 noon.** Date of Tender Opening: **30.01.2026 at 12.30 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

আমমোক্তারনামা

নুরজামান সেখ, পিতা- শাবিরুদ্দিন সেখ, সাং- উমরপুর, পোঃ- ঘোড়শালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৫ সালে Book-I, 16300 নং আমমোক্তার দলিল মূলে মঞ্জুর আলি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১১২ নং শ্রীকান্তবাটী মৌজাস্থিত এল. আর. ১৭০, ১৭১ নং দাগের এল. আর. ১৪১৭, ১৪১৮, ৭৩৬০, ১০৯৬, ৭২৭ নং খতিয়ানের মোট ৮.১৮ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী অমিত খাঁড়া সাং. -মধ্য খালিয়া , পোঃ-চামরাইল থানাঃ লিলুয়া, জেলাঃ হাওড়া, কৈলাস প্রসাদ পুরোহিত এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার স্টিফিন ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৭০১/ ২০১৮ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা- ভাস্কুড়, হাল ৬৫৪ খতিয়ানে হাল ১৭২০,১৭২১ নং দাগে ৪৪.৫৮ শতক জমি DSR-2 হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৯৬২ / ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

Office of the
PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT
UTTAR JHAPORDAH, DOMJUR, HOWRAH
Email ID: - parbatipurgp11@gmail.com & parbatipurgrampanchayat@gmail.com
ph. no. (033) 2670-4004

PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT UNDER DOMJUR PANCHAYAT SAMITY INVITES E TENDER VIDE **E NIT – PGP/15TH FC / 312 / 2025-26 DATED 15/01/2026** (4 NOS OF WORKS) BID STARTING DATE **16/01/2026** & SUBMISSION OF LAST DATE **23/01/2026 UPTO 10.30 a.m.** , BID OPENING DATE **26/01/2026** . FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT **https://wbtenders.gov.in** . TENDER ID - 2026_ZPHD_989556_1,2,3,4 DATED 15/01/2026

Pradhan
Parbaripur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104

E-Tender No: WBPUR/HURA/PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(CFC)/NIT(e)-10/2025-26

E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 5 (Five) Nos. different works. Last date of Submission of Bid(Online) **28/01/2026 at 6.55 PM.** Bid Opening Date(online) **30/01/2026 at 6.55 PM.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

মেলা দেখে ফেরার পথে ট্রাক্টর উল্টে জখম ৩৩ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ১৬ জানুয়ারি ঃ মেলা দেখে মাদ্রাসায় ফেরার পথে ট্রাক্টর উল্টে জখম হল ৩৩ জন পড়ুয়া। বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানায়, গলসি স্টেশন রোডের এক মাদ্রাসা থেকে জনা ৫০ পড়ুয়া আউশগ্রামের সোয়াতাতে পীরের মাজারে মেলা দেখতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে রাত ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনা হয়। পুলিশের অনুমান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরটি উল্টে যায়। আহতদের প্রথমে পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। পরে তাদের মধ্যে ২২ জনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মায়াপুর ইস্কন গেস্ট হাউজে রুম বুকিং ওয়েবসাইটে প্রতারিত কয়েক হাজার ভক্ত ও পর্যটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মায়াপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ মায়াপুর ইস্কন গেস্ট হাউজে রুম বুকিং ওয়েবসাইটে প্রতারিত কয়েক হাজার ভক্ত ও পর্যটক। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। শীতের মরশুম এবং গঙ্গাসাগর মেলা, নদীয়ার মায়াপুর ইস্কন মন্দিরে বছরের এই সময়টায় ভক্ত সমাগম অত্যন্ত বেশি। এই পরিস্থিতিতে ইস্কন মায়াপুর গেস্ট হাউস রুম বুকিং-এর একটি বড় প্রতারণা চক্রের হদিশ পেল ইস্কন। অনলাইন গেস্ট হাউস রুম বুকিং-এর নামে ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু ভক্ত ও পর্যটক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এই প্রতারণা চক্রের ফাঁদে। এই ঘটনায় মন্দির কর্তৃপক্ষ সাইবার ক্রাইমে এফআইআর দায়ের করেছে। প্রতারকরা একাধিক ভুয়ো ওয়েবসাইট ও হোয়াটসঅ্যাপ-ভিত্তিক ফেক বুকিং চ্যানেল তৈরি করেছে। যেখানে মায়াপুরের পরিচিত আন্তর্জাতিক মানের গেস্ট হাউজ প্রভুপাদ ভিলেজ, ঈশোদ্যান, গদা ভবন, শঙ্খ ভবন ও গীতা ভবনে ঘর দেওয়ার মিথ্যা দাবি করা হচ্ছে। অ্যাডভান্স বুকিং মানি ফুল এন্ড ফাইনাল পেমেন্ট নেওয়ার পরে দেওয়া হচ্ছে ভুয়ো বুকিং রসিদ। সেই রসিদ নিয়ে সরাসরি মন্দিরে এসে মানুষ বুঝতে পারছেন তারা প্রতারিত হয়েছেন। এক সংখ্যাটা বিগত মাত্র ১৫ দিনেই কয়েক হাজার। একটি সম্পূর্ণ ফেক ওয়েবসাইট www.prabhupadvillage.com। একই ধরনের আরও বহু ভুয়ো ওয়েবসাইট সক্রিয় রয়েছে। এই ওয়েবসাইটগুলি দেখতে অত্যন্ত পেশাদার ও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ভাড়ার তুলনায় আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে মানুষকে প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। মানুষ সেই ফাঁদে না বুঝে পা দিচ্ছেন। ইস্কন জানিয়েছে তাদের অনুমোদিত জেনুইন পোর্টাল মাত্র একটিই-- https://www.visitmayapur.com এছাড়া অন্য কোনও ওয়েবসাইট, এজেন্ট, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর বা ফোন কলের মাধ্যমে করা বুকিং অননুমোদিত ও ঝুঁকিপূর্ণ, বলে সতর্ক করেছে ইস্কন। পরিবারগুলো চরম বিপাকে। এই প্রতারণার প্রভাব অত্যন্ত মর্মান্তিক। উৎসবের সময় ঘর দুর্লভ হয়ে পড়ায় বহু মানুষ অনলাইনে মরিয়া হয়ে খোঁজ করতে গিয়ে এই ভুয়ো পোর্টালের ফাঁদে পড়ছেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে- অনেক সময় বিদেশ থেকেও পরিবার- সহ মায়াপুরে এসে জানতে পারেন যে তাঁদের বুকিং আদৌ অস্তিত্বহীন। 'বয়স্ক বাবা-মা ও শিশুদের নিয়ে মানুষ নিশ্চিত বুকিংয়ের আশা করে আসেন, আর এসে জানতে পারেন তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। বহু ক্ষেত্রে পুরো টাকাটাই হারিয়ে গেছে,' বলেন রাধারমণ দাস। এফআইআর দায়ের হয়ে গেছে, তদন্ত চলছে। আইনি পদক্ষেপের বিষয়টি নিশ্চিত করে রাধারমণ দাস, ভাইস- প্রেসিডেন্ট, আইএসকন কলকাতা জানান, এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং বিষয়টি সর্বোচ্চ স্তরে জানানো হয়েছে। জনসাধারণের জন্য পরামর্শ আইএসকন ভক্ত ও পর্যটকদের অনুরোধ করেছে- রুম বুকিং করুন শুধুমাত্রঃ https://www.visitmayapur.com হোয়াটসঅ্যাপ-ভিত্তিক বুকিং, ব্যক্তিগত ফোন কল বা এজেন্ট এড়িয়ে চলুন। ছাড়, তাড়াহুড়োর দাবি বা অনানুষ্ঠানিক আশ্বাসে বিভ্রান্ত হবেন না। টাকা দেওয়ার আগে ওয়েবসাইটের ইউআরএল ভালোভাবে যাচাই করুন। মন্দির কর্তৃপক্ষ সকলকে এই সতর্কবার্তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে, যাতে মায়াপুরে এক পবিত্র ও আধ্যাত্মিক যাত্রা কোনওভাবেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় পরিণত না হয়।

সমুদ্রগড়ে রেল অবরোধে স্তব্ধ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, , ১৬ জানুয়ারি ঃ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে বিতর্ক ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ তুলছে, বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে এবং তার জেরে সাধারণ মানুষকে অকারণে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। এবার সেই ক্ষোভই রূপ নিল রেল অবরোধে। শুক্রবার ভোর থেকে হাওড়া-কাটোয়া শাখার সমুদ্রগড় স্টেশনে রেল অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। এসআইআর-এর নামে হয়রানির অভিযোগ তুলে ডাউন হাওড়া-কাটোয়া লোকাল ট্রেন আটকে দেওয়া হয়। এর জেরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রেল পরিষেবা। কর্মদিবসে এই অবরোধে চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। স্টেশন চত্বরে চলে বিক্ষোভ ও স্লোগান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জিআরপি ও আরপিএফ। পুলিশের আশ্বাসের পর অবরোধ উঠে যায় বলে জানা গেছে। তবে সকাল থেকেই কয়েক ঘণ্টা ধরে রেল চলাচল ব্যাহত হয়। এসআইআর ঘিরে এই বিক্ষোভ নতুন নয়। আগের দিন উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় ব্যাপক অশান্তির ছবি সামনে আসে। সেখানে বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে ভাঙচুর হয় বিডিও অফিস। আগুন জ্বালানো হয়, পুলিশের গাড়িকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি চলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ, ব্যবহার করা হয় টিয়ার গ্যাস। ওই ঘটনায় থানার আইসি রাজু সোনার-সহ ছয় জন পুলিশকর্মী আহত হন। এখনও পর্যন্ত দশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অবৈধভাবে আটক, অনুপ্রবেশ ও যৌথ অপরাধের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরেও পুলিশের রিপোর্ট জমা পড়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও তীব্র। বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার চাকুলিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল বিধায়কদের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য জুড়ে অশান্তি যে আরও বাড়তে পারে, তারই ইঙ্গিত মিলছে।

রেলগেট অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ১৬ জানুয়ারি ঃ এসআইআরের নামে হয়রানি বন্ধের দাবিতে শুক্রবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন পারুলডাঙা রেলগেটে অবরোধে বসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ দিন সকাল ৮টা থেকে ১৫ মিনিট চলে অবরোধ। অবরোধকারীদের দাবি, প্রতিদিন বহু মানুষের কাছে যাচ্ছে শুনানির নোটিশ। অনেককে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌঁছাতে হচ্ছে শুনানি কেন্দ্রে। নিজের বুথে শুনানির দাবি জানিয়েছে তাঁরা। অবরোধের জেরে ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে আটকে যায় লোকাল ট্রেন।

রঙ, রেখা ও গানে গাঁথা ঐতিহ্য! পিংলার পটচিত্রে বেঁচে আছে বাংলার লোকসংস্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ ভারতবর্ষের এক প্রাচীন লোকশিল্প, যেখানে কাপড়ের

উপর রঙ ও রেখার মাধ্যমে গল্প তুলে ধরা হয়। 'পট' মানে কাপড় এবং 'চিত্র' মানে ছবি। ছবি এঁকে গান রচনা করেন তাঁরা। আর সেই গল্প বর্ণনা করে ভিক্ষা করতেন পট শিল্পীরা। প্রাচীন কালে এই শিল্প রীতিমতো ধর্মীয় কাহিনি, পুরাণ ও গ্রাম বাংলার জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে আঁকা হত এবং শিল্পীরা গান করে পরিবেশন করতেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পটচিত্র শুধু শিল্প নয়, বরং গ্রামীণ জীবনের উপার্জনের একটি মাধ্যমও ছিল। পটুয়ারা গ্রামে গিয়ে পট দেখাতেন, গান শোনাতেন এবং বিনিময়ে সামান্য উপার্জন পেতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের প্রভাব বাড়ায় পটচিত্র এখন শুধু লোকজ ভিক্ষা নয়, বরং উৎসব, প্রদর্শনী ও শিল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে সার্বজনীনভাবে সমাদৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দিল্লি সহ বিভিন্ন জায়গায় পটচিত্র প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন পটুয়ারা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের নয়াগ্রামকে 'পটচিত্র গ্রাম' বা 'ছবির গ্রাম' বলা হয়। এখানে প্রায় চার শতাধিক পটচিত্র শিল্পী বাস করেন এবং বংশপরম্পরায় এই শিল্প চালিয়ে আসছেন। এই গ্রাম আজ বাংলার লোকশিল্পের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। এখানকার একাধিক পটচিত্রশিল্পী রাষ্ট্রপতির থেকে সম্মান পেয়েছেন। পিংলার পটচিত্র শিল্পীরা বার্ষিক পটচিত্র উৎসব আয়োজন করেন, যেখানে গ্রামের শিল্পীরা নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন। এই উৎসবটি স্থানীয় পর্যটন ও সাংস্কৃতিক জাগরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং দর্শনার্থীদের কাছে পটচিত্রের ঐতিহ্য বুঝিয়ে দেয়। প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন, বিদেশ থেকেও হাজির হন অনেকে। বর্তমানে পটচিত্র শিল্পটি বিভিন্ন আধুনিক মাধ্যমেও উজ্জীবিত হচ্ছে। শিল্পীরা পটচিত্রের নকশা এখন শাড়ি, টি-শার্ট, ব্যাগ, নোটবই ইত্যাদিতে নিয়ে আসছেন, যার মাধ্যমে তাঁদের কাজ আরও বিস্তৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে শিল্পীদের আরও বেশি উজ্জীবিত করা হচ্ছে। 'পটচিত্রের গ্রাম' শুধু একটি শিল্পকেন্দ্র নয়, বরং এটি বাংলার লোকাচার, ইতিহাস এবং গ্রামীণ সমাজের আত্মপরিচয়ের এক জীবন্ত দলিল। এই শিল্পের মাধ্যমে বহু পরিবার আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে এবং বাইরে থেকে আগত দর্শনার্থীর কাছে বাংলা লোকশিল্পের অনন্য রূপ তুলে ধরছে।

বেতন না মিললে জল বন্ধ! বকেয়া মাইনের দাবিতে হুঁশিয়ারি তিন জেলার পাম্প অপারেটরদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৬ জানুয়ারি ঃ বেতন না পেলে জলও মিলবে না! মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে চরম সিদ্ধান্ত পাম্প অপারেটরদের। পাম্প অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান, গার্ড, জল পরীক্ষাগারকর্মী সহ বিভিন্ন পদে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সরব হলেন। এদিন মালদহের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রধান কার্যালয়ে আন্দোলনে সামিল হন উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার পাম্প অপারেটররা। অভিযোগ, কেউ ছয় মাস, কেউ আবার এক বছর বেতন পাননি। তবে পরিষেবার সুবিধার্থে নিয়মিত কাজ করে গেছেন। এক পাম্প অপারেটর বলেন, বিগত ছয় মাস ধরে বেতন বন্ধ রয়েছে। মানুষের সুবিধার্থে নিয়মিত কাজ করে চলেছি। এই বেতন দিয়ে সংসার চলে। টাকা নেই, অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে। কীভাবে পরিবার চলবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এদিন মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের দৌলতপুরে বিভাগীয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রধান কার্যালয়ে হাজির হন মালদা সহ উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের শতাধিক অস্থায়ী কর্মীরা। উত্তর দিনাজপুর পাম্প অপারেটর কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন ঘোষ জানান, দীর্ঘদিন ধরে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে বেতনের দাবি জানিয়ে আসছি। কারও ছয় মাস, কারও আবার এক বছরের বেশি সময়ের বেতন বকেয়া রয়েছে। যদিও মানুষের সুবিধার্থে পরিষেবা চালু আছে। লিখিত আবেদন জানিয়েছি বেতন না মিললে আগামীতে জল বন্ধ করতে বাধ্য হব। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর তিনটি জেলায় সবমিলিয়ে প্রায় ৩০০০ অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। তিনটি জেলার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের বিভাগীয় প্রধান কার্যালয় মালদা। তাই এদিন বকেয়া বেতনের দাবিতে বঞ্চিত কর্মীরা প্রধান কার্যালয়ে জড়ো হন। যদিও দায়িত্বে থাকা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিক তাপস মণ্ডল এই বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে চাননি। এদিকে এদিন আবেদন জমা দেওয়ার পরেও বেতন না মিললে আগামীতে জল পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিন জেলার পাম্প অপারেটররা।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 1451/PWD/ROAD/BMC, Dated: 16/01/2026. e-Tender has been invited for Urgent patch repairing of approach roads towards Baimela Prangan for the upcoming Book Fair 2026 under BMC. For details, please follow [Tender Id 2026_MAD_990043_1] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission 24/01/2026 up to 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

আমমোক্তারনামা

মোহাঃ হানিফ সেখ, পিতা- মৃত সৈয়ব আলি, সাং- খানাবাড়ী, পোঃ- দহড়পাড়, থানা- সুতী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, 9088 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) রেমান আলি, ২) মোঃ সানাউল হক, ৩) নাবেরা বিবি, ৪) মীরা বিবি, ৫) অলেনুর বিবি, ৬) রোসনারা খাতুন আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১২৯ নং রমাকান্তপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ৭০, ৭১, ১৫৩ নং দাগের এল. আর. ২৫ / ১, ২৫/২, ২৫/৩, ২৫/৪, ২৫/৫, ২৫/৬, ৮৪১ নং খতিয়ানের মোট ২১৬.৫৩ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অলকা সাহা স্বামী-গুরুপদ সাহা গত ২৬-০৯-১৯৯৭ তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-481 (বুক নং- IV) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী ননীগোপাল কর্মকার পিতা- কানাইলাল কর্মকার নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় হাল 2704 নম্বর দাগে হাল 520 নম্বর খতিয়ানে ২ কাটা বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি জগাছা B.L& L.R.O অফিসে 1 মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

Office of The Pradhan
UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+P.O-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia

Notice Inviting E-Tender No:- WBPUR/PARA/UJGP/NIT(e)-08/15th C.F.C/2025-26, WBPUR/PARA/UJGP/NIT(e)-09/5th S.F.C/2025-26, WBPUR/PARA/UJGP/NIT(e)-10/15th C.F.C/2025-26 and UJGP/NIT(e)-11/15th FC/2025-26, Date: 16/01/2026

1. Bid submission Closing date(online):- 27/01/2026 at 4 P.M. 2. Bid Opening date:-30/01/2026 at 12 Noon. For details please visit office of the undersigned or website.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

Thanamakua Gram Panchayt
Sankrail,Howrah

NOTICE INVITING E-TENDER

E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE **NIT NO-05/MPLAD/TGP/2nd/ 2025-26, Date:- 14/01/2026(SL-1 to 5)**. BID SUBMISSION START DATE:- **14/01/2026 AT 9:00 AM**. BID SUBMISSION CLOSING : **22/01/ 2026 at 12:00 Noon**. BID OPENING DATE : **26/01/2026 12:05PM**. Please look for details **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

SD/-PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT

GENERAL NOTICE

Notice is hereby given to all parties concern that my Client : BIRESWAR GANGULY, Son of Late Gobindo Lal Ganguly, residing at 17, Krishna Mohan Mitra Lane, Post Office- Salkia, Police Station- Golabari, District- Howrah, Pin Code No. 711106, West Bengal, predecessor's of my Client, had acquired a plot of land i.e. ALL THAT piece and parcel of land measuring about an area a little more or less 04 (Four) Katha with all right, title, interest together with all rights of easements and privileges comprised in premises No. 95, Kshetra Mitra Lane, P.O.-Salkia, P.S.- Golabari, District- Howrah, Pin- 711106, By virtue of Deed of Conveyance was registered in the office of Sub Registrar at Howrah and recorded as Book No. I, Volume No. 60, Pages from 45 to 99, being No. 3100 for the year 1964 dated 27/07/1964, corresponding to 11th Day of Sraban, 1371 B.S. (hereinafter referred to as the SAID DEED) subsequently the said premises is amalgamated with Premises No. 17, Krishna Mohan Mitra Lane, and renumbered as 17, Krishna Mohan Mitra Lane, P.O.-Salkia, P.S.- Golabari, District- Howrah, Pin- 711106, by virtue of Deed of amalgamation, which were mentioned in the FIR. The above referred said deed has been misplaced from my clients' custody and in this regard myclient has lodged complaint being GDE No. 1035 dated 16.01.2026 before the Officer- In-Charge, Golabari Police Station, Howrah. If anybody finds the same OR if any claimant has any claim on the property mentioned in the said deed, please contact the undersigned with supporting documents, within a period of 07 (Seven) days from the date of the publication of this notice, thereafter no claim will be entertained.

OMPRAKASH TIWARI,
Advocate,
Nicco House, Ground floor, 2nd floor,
2,Hare Street, Kolkata- 700001.
Ph. No. 09433541476

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
MEHADI MASUM MALLICK
আমোক্তারনামা দাতাঃ **LAXMI BUILDERS**
ঠিকানাঃ **GHARE BAIRE ABASAN, SEAL PARA, JALPAIGURI, 735101**
গ্রহীতাঃ **Vill+PO- SRINAGAR, PS- BASIRHAT, DIST.- North 24 PGS. 743428**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **I-2349** নং বহি **10.05.2022** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-3200/23 dt. 21.06.2023**
নামজারি কেস নংঃ **MN/_____/0702/____**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ AREA-0.2153 ACRE, HOLDIN No. 16/231 Mouza- Kharia, Sheet No. 23, RS Khatian- 3879 & 2860, L.R. Khatian no. 1380, 1381, 1382, 1383, 1384 & 1349, RS Plot no. -151 & 152, LR Plot no. 226 & 227, PARGANA- BAIKUNTAPUR, Ward No.-17, Jalpaiguri Municipality, Dt.- Jalpaiguri, PS- Kotwali, Pin- 735101
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **MEHADI MASUM MALLICK**
পিতাঃ **LT. ABDUL WAHAB**
ঠিকানাঃ**Vill+PO- SRINAGAR, PS- BASIRHAT, DIST.- North 24 PGS. 743428**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Chief Engineer (M) / EWS, KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC-ET-51-M-BLK2-25-26
Name of the work : **Manufacturing, Supply and Delivery of Connecting M.S. Block (Female Part) for Guard Rail and Rubber Handle for special chair at EWS**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount.**

(2) NIT No. : KMC-ET-63-M-SSSTR-25-26
Name of the work : **Manufacturing, Supply & Delivery of Intricate shape pipe structure made of stainless steel to modernize chair frame and other accessories at Carpentry Shop under EWS**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount.**

(3) NIT No. : KMC-ET-31-C-ENTR-STFQTR-25-26
Name of the work : **Installation of gate at newly developed quarter entrance and allied works of Pathways at Quarter Compound of EWS**; Estimated Cost : **₹ 2,93,315.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Last date and time of submission of bid (Online) : **24.01.2026 (3 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; Tender open date : **27.01.2026 (3.30 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **16.01.2026 (5.30 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage / item wise rate in two bid system for the following works (Submission of bid through online) :

(1) NIT No. : BDPS/V/3TXR/2025 (1st Call)
Name of work : **Complete overhauling, servicing and maintenance of Three (3) Nos. 125, 250 and 500 KV oil filled transformer at BDPS**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **07 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.01.2026 - 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **16.01.2026 (5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**; For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-8U/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Manufacturing, supply & fitting, fixing M.S. penstock gate No. 5 (4876mm X 1524mm) at the junction of Boat Canal under BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of completion : **25 Days**; Last date and time of submission of bid : **30.01.2026 at 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **17.01.2026 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(3) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/P30/2025-26
Name of work : **Through repairing and painting of labour quarter (ID - 62283) and other ancillary Civil Works**; Estimated Cost : **₹ 1,92,592.43 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **21 Days**; Bid submission start date (Online) : **20.01.2026 at 2 pm**; Last date and time of submission of bid (Online) : **28.01.2026 at 2 pm**; Date of opening of technical bid (Online) : **30.01.2026 at 2 pm**; The bid documents and other details will be available in the website **https://etender.wb.nic.in** on and from **20.01.2026 at 2 pm.**

(4) NIT No. : KMC/S_D/N/II/25-26/22 (1st Call)
Name of work : **Restoration of collapsed sewer line near 39 Canal West Road alongwith raising of some depressed manholes along Canal West Road in Ward No. 12 under Br.-II**; Estimated Amount put to tender : **₹ 1,99,136.53**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Time of completion : **21 Days**; Bid submission start date : **20.01.2026 - 5 pm**; Time and last date of receipt of tender : **29.01.2026 at 1 pm**; Date of opening of tender (Technical Bid) : **31.01.2026 at 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 - 5 pm** in the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (M) (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/GRBU/T35/25-26 (1st Call)
Name of work : **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Behala FC DPS under GRBU (For 5 Months)**; Estimated Amount : **₹ 2,97,970.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **5 Months**; Last date and time of submission of bid : **28.01.2026 upto 6 pm**; The bid forms and other details are available on and from **17.01.2026 at 6 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**; For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Dy. C.E. (C) / SWM-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/01/25-26
Name of work : **Repairing of brick retaining wall near 10 No. Dag Culvert at Dhapa Dumping Ground**; Estimated Amount : **₹ 2,91,263.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/02/25-26
Name of work : **Construction of multiple camera protection box at Dhapa Check Post under SWM-I Department**; Estimated Amount : **₹ 1,75,656.00**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/03/25-26
Name of work : **Reconstruction of damaged overhead metal structure (One out of Three Span) at Dhapa Dumping Ground under SWM-I Department**; Estimated Amount : **₹ 2,90,286.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Completion time : **20 Days (For Sl. No. 1 to 3)**.

(4) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/CP/02/2025-2026
Name of work : **Repairing of store behind the Check Post Building at Dhapa Dumping Ground**; Estimated Amount : **₹ 2,89,036.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/SWM-I/C-II/XIII/120/25-26
Name of work : **Construction of pavement, continuation of padestrian pathway infront of temporary MSW storage point at Sree Sangha Club in Ward No. 120, Br.-XIII under SWM-I Department**; Estimated Amount : **₹ 2,89,698.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Completion time : **21 Days (For Sl. No. 4 & 5)**; Price of tender : **Nil (For Sl. No. 1 to 5)**; Bid submission start (Online) date : **19.01.2026 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; Last date and time of bid submission (Online) : **27.01.2026 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **17.01.2026 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5)**; Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 to 5)**.

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following work :

NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/124/2025-26 Dated 15.01.2026
Name of the work : **Construction of cable trench and ancillary civil works to receive CESC Power and arrangement for Transformer Room at Roxy Building**; Estimated Cost : **₹ 4,31,812.00 (Including GST & LWC)**; Earnest Money : **₹ 9,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **30.01.2026 (11 am)**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 (12 Noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (SWM-II), KMC** invites e-tender online in two bid system for following work :

NIT No. : SWM-II/DIST-II/20/2025-26
Name of work : **Thorough repairing and painting with other allied work of cabin body, load body, dala portion etc. of Tipper Truck bearing No. WB03C-9740 (TATA 1613) of Dist-II Garage under SWM-II**; Estimated Cost : **₹ 1,80,482.00**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **12 Days**; Last date and time of submission of bid : **28.01.2026 (1 pm)**; Bid opening date for technical proposal : **30.01.2026 (1 pm)**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/WS/West/W87/T-06/2025-26 published in this Newspaper on **08.01.2026 (Key No. : 1901/25-26)** of **Water Supply (West) Department (Sl. No. 1)**; Estimated Amount is to be read as **₹ 2,83,140.00** instead of ₹ 2,62,325.00.

NIT Nos. : (1) KMC/EE(C)/Br-XII/108/089/25-26, (2) KMC/EE(C)/Br-XII/109/084/25-26 published in this Newspaper on **31.12.2025 (Key No. : 1841/25-26)** of **Engineering (C) Br.XII Deptt. (Sl. No. 9 and 12)**; 'Last date of submission of bid' & 'Date of opening of bid' to be read as **19.01.2026 & 21.01.2026** instead of 10.01.2026 & 12.01.2026 respectively **(For Sl. No. 1 & 2)**.

(1) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/52/25-26 (1st Call), (2) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/60/25-26 (1st Call), (3) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/59/25-26 (1st Call), (4) NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/8/ 25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **22.12.2025 (Key No. : 1771/25-26)** of **Engineering (C) Br.-III Department (Sl. No. 2, 3, 5 & 6)**; Last date of submission of bids **24.01.2026 upto 12 Noon** instead of 27.12.2025 upto 9 am **(For Sl. No. 1 to 4)**; Date of opening of bids **27.01.2026 after 12 Noon** instead of 29.12.2025 after 9 am **(For Sl. No. 1 to 4)**; All other criteria remain unchanged.

1980/25-26

গম্ভীরের উস্কানিতেই রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়েছেন আগরকর

প্রকাশ্যে বিস্ফোরক তথ্য মনোজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি মনে করেন, ভারতের ওয়ানডে দলের অধিনায়কত্ব থেকে রোহিত শর্মাকে সরানোর পেছনে প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের ভূমিকা ছিল। তাঁর অভিযোগ, গম্ভীর হয়তো প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরকে প্রভাবিত করেছিলেন। মনোজ মনে করেন, রোহিতের কাছ থেকে অধিনায়কত্ব কেড়ে নিয়ে আসলে তাঁকে অসম্মান করা হয়েছে। রোহিত ২০২৪ সালের জুনে টি-টোয়েন্টি থেকে এবং ২০২৫ সালের মে মাসে টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তবে ওয়ানডে-তে

তিনি দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন এবং ২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে সেরা অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু গত অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণার সময় শুভমান গিলকে নতুন অধিনায়ক করা হয়। এই সিদ্ধান্তে অনেকেই বিস্মিত হন, বিশেষ করে যখন রোহিত তাঁর শেষ ম্যাচে ভারতকে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছিলেন। মনোজ তিওয়ারির মতে, আগরকর শক্তিশালী চরিত্রের মানুষ এবং নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তিনি একা এই সিদ্ধান্ত নিতেন না, গম্ভীরের মতামত অবশ্যই রোহিতকে সরানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। তাঁর দাবি, 'মূল কারণটা আমি জানি না। তবে অজিত আগরকরকে আমি চিনি, তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হন না। কিন্তু কেউ তাঁকে প্রভাবিত করেছে কি না, সেটাই দেখার বিষয়। অনেক কিছুই আড়ালে ঘটে। হয়তো প্রধান নির্বাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তবে কোচের মতামতও থাকবেই। একা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তাই দু'জনই সমান ভাবে দায়ী।'' মনোজ আরও বলেন, রোহিত আর অধিনায়ক না থাকায় তিনি ভারতের ওয়ানডে ম্যাচ দেখার আগ্রহ হারিয়েছেন, যদিও দলে বিরাট কোহলি আছেন। রোহিতও আর আগের মতো প্রাণবন্ত নেই। মাঝে মাঝে হাসিমজা করলেও বা বোলারদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেলেও, এক সময় যিনি 'গার্ডেন বয়েজ' মন্তব্য করেছিলেন, সেই রোহিত এখন অনেকটাই চুপচাপ। অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। রোহিতকে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে সরানোর কোনও কারণ তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর মতে, রোহিতের নেতৃত্ব বা ইচ্ছাশক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক। শুভমান গিলকে অধিনায়ক করা সময়ের ব্যাপার ছিল, তবে সেটা আরও ভালো ভাবে করা যেত। অন্তত নিউ জিল্যান্ড সিরিজ পর্যন্ত রোহিতকে অধিনায়ক রাখা যেত। তিনি বলেন, ''আমার মতে, একাদশ বাছাইয়ে অনেক অসঙ্গতি হয়েছে। সত্যি বলতে, আমি ওয়ানডে ম্যাচ দেখার আগ্রহ হারিয়েছি। যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী অধিনায়ককে সরিয়ে নতুন একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। আমি রোহিতের সঙ্গে খেলেছি, আমাদের সম্পর্ক আছে। তাই বিষয়টা আমার ভালো লাগেনি। একজন ক্রিকেটার যিনি সারা বিশ্বের ভক্তদের এত কিছু দিয়েছেন, তাঁকে এ ভাবে অসম্মান করা ঠিক হয়নি। সেই দিন থেকেই আমার আগ্রহ কমে গিয়েছে। অনেক বিতর্ক হচ্ছে, আর সেটা হচ্ছে পরিষ্কার ব্যাখ্যা না থাকার কারণে।'' মনোজ আরও যোগ করেন, ''এই সিদ্ধান্তটা আরও যৌক্তিক হতো যদি রোহিতকে রাখা হতো। তিনি প্রমাণিত অধিনায়ক, দু'টি আইসিসি ট্রফি জিতেছেন। ২০২৩ সালে আমরা অল্পের জন্য মিস করেছি। আমি মনে করি ট্র্যাভিস হেড ভাগ্যবান ছিলেন, ওঁর দিন ছিল। যদি আমরা জিততাম, রোহিতের তিনটি ট্রফি থাকত। আমি বুঝতে পারি না কেন রোহিতের ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলার ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করা হলো। তিনি তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন, ওঁর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও কারণ নেই। বড় খেলোয়াড় সব সময় রান করে। ২০২৩ সালে তিনি যে মানসিকতা নিয়ে খেলেছেন, সেটা ছিল নিঃস্বার্থ। ওঁর ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করা বড় ভুল, আর অধিনায়কত্ব থেকে সরানোও বড় ভুল। আমার মনে হয় এটা হওয়া উচিত ছিল না। ক্রিকেটের যুক্তি দিয়ে এই সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করা যায় না।''

ওয়াশিংটন সুন্দরের চোটের হাল কী?

টিম ম্যানেজমেন্ট কি প্ল্যান 'বি'র কথা ভাবছে?

নিজস্ব প্রতিবেদন

ওয়াশিংটন সুন্দর চোট পাওয়ায় ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা লেগেছে। প্রথমে যেটিকে সাধারণ চোট ভাবা হয়েছিল, সেটি এখন জটিল হয়ে উঠেছে। ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টকে হঠাৎ-ই বিকল্প পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। এখন টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় চিন্তা- প্ল্যান 'বি'। ওয়াশিংটন সুন্দর চলতি ওয়ানডে সিরিজ ও আসন্ন নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি থেকেও বাদ পড়েছেন। তিনি এই সপ্তাহান্তে বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই-এর সেন্টার অব এক্সেলেন্সে রিপোর্ট করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। চিকিৎসকরা তাঁর পুরোপুরি সুস্থ হতে কত সময় লাগবে, তা জানাতে আরও এক সপ্তাহ সময় চাইছেন। তবে সূত্রের খবর, আগের ধারণার তুলনায় সময়সীমা এখন অনেকটাই কম। এখন ভারত ভাবছে, সুন্দরকে স্কোয়াডে রেখেই পরের ধাপে খেলার আশা করবে, নাকি ৩১ জানুয়ারির কাট-অফের আগে বিকল্প ঘোষণা করবে। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বিসিসিআই-এর সূত্র জানিয়েছে ধৈর্যই এই দ্বিধা কাটানোর একমাত্র উপায়। সেই সূত্রের দাবি, ''এই মুহূর্তে নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টকে ব্যাকআপ প্ল্যান ভাবতে হচ্ছে। বিশ্বকাপের প্রথম ধাপে ওয়াশিংটনের পুরোপুরি ফিট না থাকার সম্ভাবনা প্রবল। পুরো টুর্নামেন্টে ওর অংশগ্রহণ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে মেডিকেল টিমের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের পর। যেহেতু ভারত প্রথম রাউন্ডে মূলত অ্যাসোসিয়েট দেশগুলোর বিপক্ষে খেলবে, তাই হয়তো কোনও রিপ্লেসমেন্ট না দিয়েই ওকে সময়

দেওয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, ফিট হলেও ওর প্রথম একাদশে শুরু থেকে থাকার কথা নয়।'' বিসিসিআই-এর মেডিকেল টিম যদি আশঙ্কা করে পরিস্থিতি খুবই খারাপ, তবেই ভারত সুন্দরকে বাদ দিয়ে বিকল্প ভাবতে পারে। গ্রুপ পর্বে অ্যাসোসিয়েট দেশগুলোর বিপক্ষে ম্যাচ থাকায় আহত সুন্দরকে নিয়েও ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব। তবে সেটি হবে কেবল তখনই, যদি মেডিকেল টিম তাঁর অগ্রগতি নিয়ে নিশ্চিত থাকে। ভারতের স্পিন পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই গড়া হয়েছে বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেলকে ঘিরে। সুন্দর ছিলেন চতুর্থ বিকল্প- ব্যাট করতে পারতেন, পাওয়ারপ্লে-তে বল করতে পারতেন এবং তাঁর এই অলরাউন্ড পারফরম্যান্সই দলে বাড়তি মূল্য যোগ করত। সুন্দরকে না পাওয়া গেলে হয়তো কাঠামো ভেঙে পড়বে না, তবে ভারতের কৌশলগত পরিসর সঙ্কুচিত হবে। বিশেষ করে একাধিক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান থাকা দলগুলোর বিপক্ষে তাঁকে খেলানোর পরিকল্পনা ছিল। তবে যদি সুন্দরের চোট প্রত্যাশার চেয়ে গুরুতর হয়, ভারত কয়েকটি বিকল্প ভাবতে পারে। রিয়ান পরাগের নাম আসছে সামনে। তিনি অফ-স্পিনে ততটা দক্ষ না হলেও, টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যান হিসেবে অনেক বেশি প্রস্তুত। যদিও তিনি নিজেও কাঁধের চোট সারিয়ে ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছেন, তবু সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত নিজের ট্রেনিং ভিডিয়ো পোস্ট করছেন। নীতীশ কুমার রেড্ডি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কারণে আলোচনায় রয়েছেন, আর অয়ুষ বাদোনি, যিনি বর্তমানে ওয়ানডে স্কোয়াডে আছেন, তিনি 'ডার্ক হর্স' হিসেবে উঠে এসেছেন। শাহবাজ আহমেদ ও ক্রুনাল পান্ডিয়া- দুই বাঁহাতি স্পিনারও এই দৌড়ে আছেন। সুন্দরই একমাত্র চিন্তার কারণ নন। তিলক বর্মা গত সপ্তাহে জরুরিভিত্তিতে পেটের অস্ত্রোপচার করিয়েছেন এবং নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি টি-টোয়েন্টি থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ম্যানেজমেন্ট সতর্ক ভাবে তাঁর ম্যাচে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে। আপাতত বিসিসিআই ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে দুই আহত খেলোয়াড়কে নিয়ে অপেক্ষার খেলাই খেলতে হচ্ছে।

সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলে মান্ধানা

লন্ডন, ১৬ জানুয়ারিঃ ইংল্যান্ডের ক্রিকেট লিগ দ্য হান্ড্রেডে যোগ দিলেন স্মৃতি মান্ধানা। ২০২৬ মরশুমের জন্য ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টস তাঁকে দলে নিল। গত মরশুমে দ্য হান্ড্রেডে ছিলেন না স্মৃতি। এ বার ফিরছেন তিনি। তাঁর দল তারকাখচিত, রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান মেগ ল্যানিং ও ইংল্যান্ডের বাঁ হাতি স্পিনার সোফি একিলস্টন। এ বার দ্য হান্ড্রেডে ম্যানচেস্টার দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। সদ্য ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের নাম বদলে ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টস করা হয়েছে, দলের নতুন লোগোও প্রকাশ করা হয়েছে। মান্ধানা দলে যোগ দেওয়ায় অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে গেল ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টস। টপ অর্ডারে দলের শক্তি বাড়ল। দ্য হান্ড্রেডের শুরু থেকে স্মৃতি এর অংশ। এতদিন তিনি সাউদার্ন ব্রেভের হয়ে খেলেছেন।

কোর্টে নেমেই হারালেন ১২ নম্বর তারকাকে! অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সত্যিই 'কামব্যাক' ফেডেরারের?

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ১৬ জানুয়ারিঃ অবসর নিয়েছেন তিন বছর আগে। তবু রড লেভার অ্যারেনায় পা রাখতেই সময় যেন উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। সরকারি ম্যাচ নয়, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আজ অনুশীলন সেশনে নামতেই দর্শকের ঢল। রজার ফেডেরার ফের মেলবোর্ন পার্কে-উত্তেজনার পারদ চড়াতে এটুকু তথ্যই ছিল যথেষ্ট! প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ নয়। তবু ক্যাসপার রুডের সঙ্গে টাই-ব্রেক অনুশীলনে ফেডেরার ধরা দিলেন চেনা মেজাজে। একহাতি ব্যাকহ্যান্ড, নিখুঁত ফুটওয়ার্ক, কোর্ট কভারেজ- সবই সেই আগের মতো! ব্যাকহ্যান্ড ডাউন দ্য লাইনে বল রাখতেই গ্যালারি ফেটে পড়ল হাততালিতে। ফেডেরারের মুখে সেই চেনা মুচকি হাসি, দর্শকের দিকে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানানো। ২০২২ সালে অবসরের পর এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূল ভেন্যুতে পদার্পণ। তাই অনুশীলন সেশন হলেও আবহ ছিল পুরোপুরি ম্যাচ ডে-র মতো। ফেডেরারের মেলবোর্নে আসা শুধুই নস্টালজিয়া উসকে দিতে নয়। শনিবার,

১৭ জানুয়ারি, তিনি খেলবেন একটি প্রদর্শনী ম্যাচ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে এই বিশেষ আয়োজনে ফেডেরারের সঙ্গে কোর্ট ভাগ করবেন আন্দ্রে আগাসি, লেটন হিউইট ও প্যাট রাফটারের মতো কিংবদন্তি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বরাবর ফেডেরারের কাছে পয়মন্ত। ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন-২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০১০, ২০১৭ ও ২০১৮। মেলবোর্ন পার্কে তাঁর ম্যাচ জয়ের সংখ্যা শতাধিক। ২০১৮ সালে মারিন চিলিচের বিরুদ্ধে পাঁচ সেটের ফাইনাল জয় কিংবা ২০১৭-র সেই ঐতিহাসিক ফাইনালে রাফায়েল নাদালের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন-সবই টুর্নামেন্টের বর্ণময় ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু হচ্ছে ১৮ জানুয়ারি। পুরুষদের ড্রয়ে নজর কার্লোস আলকারাজ ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনারের দকে। এই দ্বৈরথ নিয়ে নিজের মতামত স্পষ্ট করেছেন ফেডেরার। তাঁর কথায়, ''দুর্দান্ত এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্যারিসে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে যে ম্যাচটা হল, গোটা ক্রীড়াজগৎ থমকে গিয়েছিল। এমন ম্যাচই টেনিসকে বাঁচিয়ে রাখে।'' এক সময় 'বিগ থ্রি'-ফেডেরার, নোভাক জকোভিচ ও নাদাল-পরবর্তী যুগ নিয়ে শঙ্কা ছিল। কিন্তু ফেডেরারের চোখে, আলকারাজ-সিনার সেই শূন্যতা অনেকটাই ভরাট করেছে।

রবিবার অন্তিম যুদ্ধে মুখোমুখি সেনেগাল-মরক্কো কে জিতবে আফ্রিকা-সেরার শিরোপা?

সংবাদ সংস্থা, রাবাত, ১৬ জানুয়ারিঃ আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের মঞ্চে ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে মরক্কো ও সেনেগাল। বুধবারের সেমিফাইনালের গণ্ডি পেরিয়ে এই দুই শক্তিধর দলই পৌঁছে গিয়েছে ফাইনালে। একদিকে আয়োজক দেশের অর্ধশতাব্দীর অপেক্ষা, অন্যদিকে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ধারাবাহিক আধিপত্য- সব মিলিয়ে সপ্তাহান্তের ফাইনাল যেন আফ্রিকান ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের চূড়ান্ত সুযোগ। রাবাতের প্রিন্স মৌলাই আবদুল্লাহ স্টেডিয়ামে নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে মরক্কোর সেমিফাইনাল ছিল স্নায়ুর যুদ্ধ। নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে গোলশূন্য ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত ফয়সালা পেনাল্টি শুটআউটে। সেখানেই নায়ক হয়ে উঠলেন গোলকিপার ইয়াসিন বোনু। সৌদি ক্লাব আল-হিলালের তারকা দুটি পেনাল্টি বাঁচান। সেভ করেন স্যামুয়েল চুকউয়েজে ও ব্রুনো ওনিয়েমাচির শট। ইউসুফ এন-নেসিরির নেওয়া শেষ কিকে মরক্কোর জয় নিশ্চিত হয়। ৬৫ হাজারের বেশি দর্শকের গর্জনে রাবাত তখন বদলে গিয়েছে! চাপের ভারে দ্বিতীয় পেনাল্টি মিস করা হামজা ইগামানের চোখে জল থাকলেও মরক্কো ক্যাম্পে চওড়া হাসি। অধিনায়ক আশরাফ হাকিমি চাপমুক্ত ভঙ্গিতে গোল করে শেষ কাজটুকু সেরে ফেলেন। মরক্কোর কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই যথারীতি আপ্লুত। স্বীকার করেছেন, ''এটা আমাদের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচগুলোর একটি। ফাইনালে ওঠা আনন্দের, তবে দ্রুত রিকভার করাটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।'' ২০০৪ সালের পর ফের ফাইনালে পৌঁছল মরক্কো, লক্ষ্য-৫০ বছরের শিরোপা-খরা মুছে ফেলা। প্রশ্ন একটাই-অর্ধশতাব্দীর অপেক্ষা পূরণ করবে মরক্কো, নাকি আফ্রিকার রাজত্ব ধরে রাখবে সেনেগাল? উত্তর দেবে ফাইনালের ৯০ মিনিট কিংবা তারও বেশি।

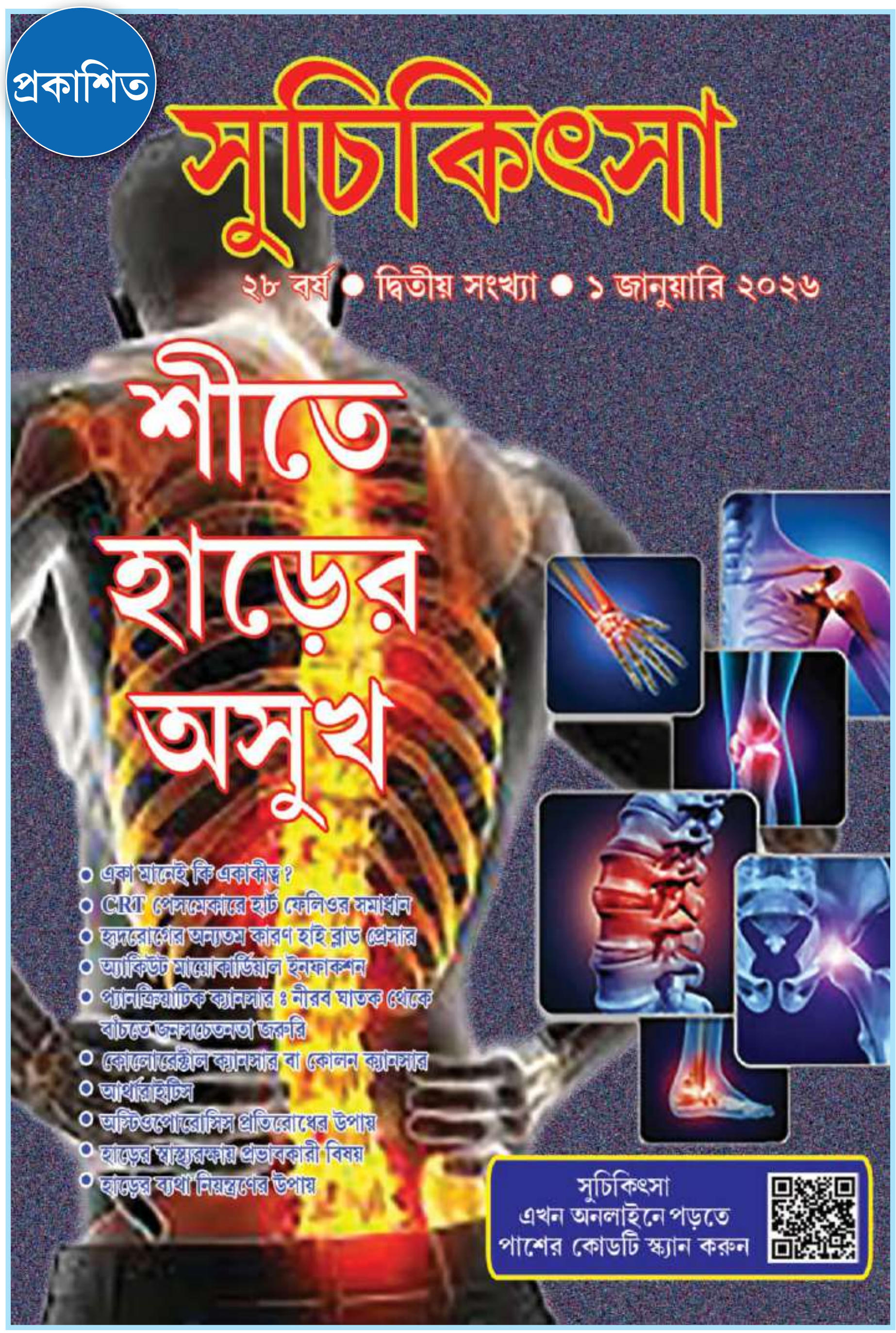

কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করল টানা ১১ ম্যাচ জেতা বার্সেলোনা

প্রথমার্ধের বিবর্ণতা ঝেড়ে বিরতির পর ভালো খেলল বার্সেলোনা। ফেররান টরেস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ম্যাচের শেষ কিকে গোল করলেন লামিনে ইয়ামাল। রেসিং সান্তান্দেরকে হারিয়ে কোপা দেল'রের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল হান্সি ফ্লিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, ক্যান্টাব্রিয়া, ১৬ জানুয়ারিঃ দ্বিতীয় স্তরের দল রেসিংয়ের মাঠে বৃহস্পতিবার রাতে শেষ ষোলোয় ২-০ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ের তিন দিন পর মাঠে নেমে কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নিল বার্সেলোনা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১০ ম্যাচ জিতল কাতালান দলটি। পুরো ম্যাচে ৭৭ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৭টি শট নিয়ে ৭টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। রেসিংয়ের ৬ শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। স্টেডিয়ামের চারপাশের নিরাপত্তাজনিত কারণে ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট দেরিতে। সুপার কাপ জয়ী বার্সেলোনার খেলোয়াড়দের 'গার্ড অব অনার' দেয় রেসিং। লা লিগা-২ এর পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা রেসিং নবম মিনিটে বার্সেলোনার রক্ষণে ভীতি ছড়ায়। সুলেমান কামারার প্রচেষ্টা ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান হোয়ান গার্সিয়া। ২১তম মিনিটে গোলরক্ষক বরাবর শট করেন গুলিয়াশভিলি। প্রথমার্ধে গোলের জন্য এই দুটি শটই নিতে পারে আয়োজকরা। বার্সেলোনা প্রথমার্ধে প্রায় ৮২ শতাংশ পজেশন রাখলেও তেমন উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করতে পারেননি ইয়ামাল, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরা। এই সময়ে গোলের জন্য লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা ৫টি শট নিতে পারলেও লক্ষ্যে রাখতে পারে কেবল একটি। বিরতির ঠিক আগে র‍্যাশফোর্ডের সেই শট রেসিংয়ের এক ডিফেন্ডারের পায়ে

লাগার পর আটকে দেন গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে রেসিংয়ের ওপর চাপ বাড়ায় বার্সেলোনা। ৪৭তম মিনিটে ইয়ামালের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। দুই মিনিট পর ভালো সুযোগ পান র‍্যাশফোর্ড। ইয়ামালের থ্রু বল বক্সে পেয়ে ইংলিশ ফরোয়ার্ডের নেওয়া শট ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক। একটু পর তার আরেকটি শট অল্পের জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। ৬৬তম মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। মাঝমাঠ থেকে দারুণ পাস দেন ফের্মিন লোপেস। সঙ্গে লেগে থাকা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে পেছনে ফেলে বক্সে ঢুকে পড়েন টরেস। এগিয়ে আসা গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে বল নিয়ে ফাঁকা জালে পাঠান এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। এরপরই টরেস, র‍্যাশফোর্ড ও দানি ওলমোর বদলি হিসেবে রবের্ত লেভানডফস্কি, রাফিনিয়া ও পেদ্রিকে নামান বার্সেলোনা কোচ। ৭৯তম মিনিটে লোপেস ও লেভানডফস্কির প্রচেষ্টা ঠেকান রেসিং গোলরক্ষক। এর আগে-পরে দুবার বার্সেলোনার জালে বল পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল পায়নি আয়োজকরা। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে সমতায় ফেরার সুবর্ণ সুযোগ পায় রেসিং। ওয়ান-অন-ওয়ানে মানেক্স লোসানোর শট ঠেকিয়ে দলকে রক্ষা করেন গার্সিয়া। পরের মিনিটে জয় নিশ্চিত করেন ইয়ামাল। ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে অন্য পাশে রাফিনিয়াকে পাস দেন স্প্যানিশ তারকা। সতীর্থের ফিরতি পাস পেয়ে কাছ থেকে বল জালে পাঠান তিনি। শেষ আটে আথলেতিক বিলবাও, আলাভেস, আলবাসেতে, আতলেতিকো মাদ্রিদ, রিয়াল বেতিস, রিয়াল সোসিয়েদাদ ও ভালেন্সিয়ার সঙ্গী হলো বার্সেলোনা। পরের ম্যাচে আগামী রবিবার লা লিগায় রিয়াল সোসিয়েদাদের মুখোমুখি হবেন ইয়ামাল-রাফিনিয়ারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com